উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৪,৭৭৮.৮৪ (+৫৬৬.৯৬)
নিফটি : ২৫,৯৬৬.০৫ (+১৭০.৯০)

কৈলাসের মন্তব্যে বিতর্ক
ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের ২ সদস্যের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিতর্কিত মন্তব্য কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। তাঁর প্রশ্ন, ক্রিকেটাররা না জানিয়ে বাইরে বের হলেন কেন? ›› ৭

পুরসভায় রদবদলের প্রস্তুতি
রাজ্যে জেলা ও ব্লক স্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল পুজোর আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যের পুরসভাগুলির মেয়র ও চেয়ারম্যান পদে বদল প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। ›› ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	২৯°
সর্বনিম্ন	২০°	২০°	২০°	১৯°

লম্বা ছুটিতে ঘাম ঝরিয়ে সফল রোহিত ›› ১১

১০ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 28 October 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 158

হাজির SIR

এসআইআর কী?

এসআইআর-এর পুরো অর্থ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। অর্থাৎ খুব সহজ বাংলায় নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন। ২৩ বছর আগে শেষবার এমন সংশোধন হয়েছিল।

কোথায় কোথায় এসআইআর

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি ও আন্দামান নিকোবর

কাদের কাগজ দিতে হবে না

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যদি কারও নিজের বা বাবা-মায়ের নাম থেকে থাকে, তাহলে নথি দেওয়ার প্রয়োজন নেই

কী করতে হবে?

উপরের শর্ত যাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়, তাঁদের কমিশনের নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট নথি দেখাতে হবে। বিএলও-র মাধ্যমে তাঁরা নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। যাঁরা বাইরে থাকেন, তাঁদের জন্য অনলাইন সুবিধাও থাকছে।

প্রশ্নবাণ

২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে যদি যোগ না পাওয়া যায়, বাবা-মা না থেকে থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ইআরও নোটিশ জারি করবেন। নোটিশের পর শুনানি হবে। সেই শুনানিতে ইআরও প্রশ্ন করতে পারেন, ওই সময় সংশ্লিষ্ট ভোটাররা কোথায় ছিলেন? বা তাঁর বাবা-মা কোথায় ছিলেন?

এক বাড়িতে তিনবার

- বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-রা এক বাড়িতে তিনবার করে যাবেন। তাঁরা নির্দিষ্ট ফর্ম দেবেন এবং তা সংগ্রহ করবেন।
- যাঁরা পড়তে-লিখতে পারেন না, তাঁদের সাহায্য করবেন বিএলও-রাই।

নির্ঘণ্ট

- **প্রিন্টিং ও ট্রেনিং :** ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর
- **বাড়ি বাড়ি কড়া নাড়া :** ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর
- **খসড়া তালিকা প্রকাশ :** ৯ ডিসেম্বর
- **অভিযোগ দাখিল :** ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি
- **ভেরিফিকেশন :** ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি
- **চূড়ান্ত তালিকা :** ৭ ফেব্রুয়ারি

কমিশনের নির্দিষ্ট নথি

- কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন অথবা পেনশন পান এমন পরিচয়পত্র
- ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এলআইসি, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া যে কোনও নথি
- জন্ম শংসাপত্র
- পাসপোর্ট
- মাধ্যমিক বা তার অধিক কোনও শিক্ষাগত শংসাপত্র
- রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানের শংসাপত্র
- ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট
- জাতিগত শংসাপত্র
- কোনও নাগরিকের ন্যাশনাল রেজিস্টার
- স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া পারিবারিক রেজিস্টার
- জমি অথবা বাড়ির দলিল
- আধার (এটি নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসেবে গৃহীত হবে না)

সংবিধান মনে করালেন জ্ঞানেশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : ফের 'এসআইআর'। বিহারের পর আবার। তবে শুধু বাংলায় নয়। একসঙ্গে দেশের ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। দীর্ঘ ২৩ বছর পর ফের এত বড় মাপের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হতে চলেছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসআইআর হতে দেবেন না বলে হুমকিকে উপেক্ষা করেই সোমবার এই ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

বাংলার পাশাপাশি এই দ্বিতীয় দফায় 'এসআইআর' হবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে। সোমবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া, যা শেষবার হয়েছিল ২০০২ সালে।

> পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে শুধু বলতে চাই, নির্বাচনের জন্য কর্মী সরবরাহ করতে রাজ্যগুলি বাধ্য। সেই কর্মীরা নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের।
>
> **জ্ঞানেশ কুমার**
> *মুখ্য নির্বাচন কমিশনার*

এসআইআর নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি প্রসঙ্গে অবশ্য কমিশনের তরফে কোনও কড়া মন্তব্য করা হয়নি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার শুধু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে শুধু বলতে চাই, নির্বাচনের জন্য কর্মী সরবরাহ করতে রাজ্যগুলি বাধ্য। সেই কর্মীরা নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই দায়বদ্ধতার কথা জানে ও পালন করবে।'

নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী সোমবার কমিশনের ঘোষণা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। তবে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও আমরা দিল্লিতে অভিযান করব। বাংলার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করতে এসআইআর করা হচ্ছে।'

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কথাতেও সংশয়। তাঁর বক্তব্য, 'এসআইআর নিয়ে ভীতি ছড়ালে চলবে না। একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তা দেখতে আমরা সজাগ রয়েছি।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বিবৃতি,

এরপর দশের পাতায়

ঢালাও আমলা বদলি নিয়ে চর্চা রাজনীতিতে

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : প্রায় বেনজির ঢালাও বদলি। প্রশাসনিক স্তরে একসঙ্গে এতজনের বদলি কখনও হয়েছিল কি না, অফিসাররা মনে করতে পারছেন না কেউ। তাও সরকারি ছুটির দিনে। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন ছিল ছটপুজোর ছুটি। সেই দিনটাই যেন শুরু হল বদলির নির্দেশ দিয়ে। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে ছিল ৯ জনের বদলির নির্দেশ। যাঁদের মধ্যে তিনজনই উত্তরবঙ্গের- কোচবিহার, দার্জিলিং ও মালদার জেলা শাসক।

এরপর বেলা যত গড়িয়েছে, তত বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে বদলির নির্দেশপ্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যা। দিন শেষে ডব্লিউবিসিএস পদমর্যাদার ৪৫৭ ও আইএএস পদমর্যাদার ৭০ জন অফিসারের কাজের জায়গা বদল হল। নবান্নের তরফে এই বদলিকে প্রশাসনের রুটিন পদক্ষেপ বলে সাফাই দেওয়া হলেও রাজনৈতিক মহল এর পিছনে এক ঢিলে অনেক পাখি মারার কৌশল দেখছে।

মনে করা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন সোমবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক ডাকবে খবর পাওয়ার পর রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ করেছে। কমিশন কিছু না বললেও সব মহলেই ধারণা ছিল,

এরপর দশের পাতায়

১০০ দিনের কাজে সুপ্রিম ধাক্কা খেল কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : এসআইআর ঘোষণার দিন রাজ্যের পক্ষে বিরাট স্বস্তি। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ আর বন্ধ রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দুর্নীতির অভিযোগে ওই বরাদ্দ বন্ধ বলে কেন্দ্রের যুক্তিকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়েছে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তসাপেক্ষ, কিন্তু কর্মসংস্থানের অধিকার অস্বীকার করা যায় না।'

একই অভিমত ছিল কলকাতা হাইকোর্টের। পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতির জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের রায়, 'দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলতে পারে, কিন্তু দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া সাংবিধানিকভাবে অন্যায়।' চলতি বছরের ১ অগাস্ট থেকে ওই রায় কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। কিন্তু তা বাস্তবায়িত না করে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে। সেই মামলাতেই মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ কেন্দ্রের উদ্দেশে জানতে চায়, সরকার কি মামলা তুলে নেবে না আদালত খারিজ করে দেবে? পরে অবশ্য বিচারপতিরা মামলাটি খারিজ করে দেন। তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্ট যে দুর্দান্ত রায় দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট সেই অবস্থানই বজায় রাখল। এখন সময় এসেছে আবাস যোজনার মতো অন্যান্য প্রকল্পেও রাজ্যের ন্যায্য দাবি তুলে ধরার।'

১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ আদায়ের জন্য নবান্ন বারবার চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রকে।

এরপর দশের পাতায়

তৃণমূলের কোন্দলে উত্তপ্ত শুকটাবাড়ি

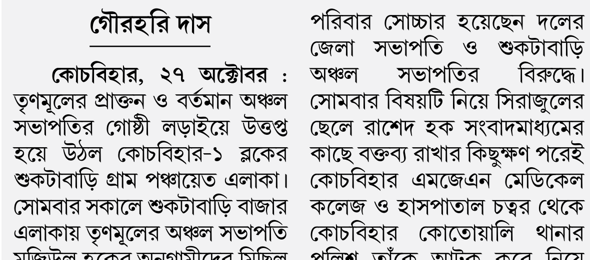

এমজেএন মেডিকেলে চিকিৎসাধীন জখম তৃণমূল কর্মী।

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : তৃণমূলের প্রাক্তন ও বর্তমান অঞ্চল সভাপতির গোষ্ঠী লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সোমবার সকালে শুকটাবাড়ি বাজার এলাকায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মজিউল হকের অনুগামীদের মিছিল থেকে কুড়ুল দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি সিরাজুল হকের অনুগত এক কর্মীকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এমতাজুল হক নামে তৃণমূলের ওই কর্মীকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে সিরাজুলের পরিবার সোচ্চার হয়েছেন দলের জেলা সভাপতি ও শুকটাবাড়ি অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। সোমবার বিষয়টি নিয়ে সিরাজুলের ছেলে রাশেদ হক সংবাদমাধ্যমের কাছে বক্তব্য রাখার কিছুক্ষণ পরেই কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর থেকে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়। এতে গোষ্ঠীকোন্দল অন্য মাত্রা নিয়েছে। যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অঞ্চল সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, সিরাজুলের পারিবারিক কোন্দলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বলেন, 'গোটা ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

সবুজ উপনিবেশে বাবুয়ানায় 'ইতি'

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ ষষ্ঠ পর্ব।

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্স চা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ডুয়ার্স আসলে নৈসর্গের উপত্যকা। যেখানে 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' শুধু ফসলের নাম নয়, একটি আস্ত ঔপনিবেশিক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ব্রিটিশ পুঁজি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর হাত ধরে উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তে যখন চা শিল্পের গোড়াপত্তন হয়, তখন তা শুধু অর্থনৈতিক দিগন্তই উন্মোচন করেনি, বরং একটি সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় শ্রেণি-কাঠামোও তৈরি করেছিল। এই কাঠামোর কেন্দ্রে ছিল ব্রিটিশ মালিক, আর ভিত্তিমূলে শোষিত শ্রমজীবী আদিবাসী ও নেপালি সমাজ। আর এদের মাঝের স্তরটিতেই জন্ম নিয়েছিল এক বিশেষ সামাজিক শ্রেণি- 'বাগানিয়া বাবু'।

এই বাবুরা সরাসরি মালিক ছিলেন না। ছিলেন কেরানি, হিসাবরক্ষক বা ছোটখাটো ম্যানেজমেন্টের পদাধিকারী-অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাহেবের প্রশাসনিক হাত। অবিভক্ত বাংলা থেকে আগত এই শিক্ষিত বাঙালি করণিক শ্রেণি অল্পবিস্তর ইংরেজি জ্ঞান ও বাংলামাধ্যমের শিক্ষার জোরে নিজেদের শ্রমজীবী সমাজ থেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন।

প্রবীণদের স্মৃতিচারণে সেই রোমাঞ্চকর দিনের গল্প শোনা যায়, সেসময় সাহেবরা নাকি স্টেশনে স্টেশনে দালালের মতো অপেক্ষা করতেন এবং ট্রেন থেকে নামা অল্প শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের ধরে এনে কেরানির পদে বসাতেন। 'বাবু ধরার ইতিহাস' সত্যিই যেন এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান! কলবাবু, ফিটারবাবু, ওজনবাবু, ডাক্তারবাবু, মাস্টারবাবু, এমনকি বাগানের ছেলেমেয়েদের গান শেখানোর জন্য 'গানবাবু'-পদাধিকারের এমন বৈচিত্র্যই ছিল এদের সামাজিক কর্তৃত্বের মূল চাবিকাঠি।

কয়েক দশক আগে আইভিল চা বাগানে দুর্গাপুজোর সূচনা। ছবি ইন্টারনেটের সৌজন্যে।

এই বাবুরাই ছিলেন ডুয়ার্সের 'সবুজ উপনিবেশের' সংস্কৃতির অঘোষিত মালিক। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ঘোচাতে এবং নিজেদের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নাট্যচর্চা ও ক্লাব সংস্কৃতিকে।

১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ওদলাবাড়িতে 'মেবার পতন' নাটকের মহড়া দিয়ে যে নাট্যচর্চার শতবর্ষের যাত্রা শুরু, বানারহাট, মালবাজার, গয়েরকাটার মতো জায়গায় তা একসময় কাঠের তৈরি আধুনিক মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের জন্ম দিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

সোমবার ছিল ‘ভাওয়াইয়া সম্রাট’ আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ১২৫তম জন্মদিন। কিন্তু এদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন না কেউই। জন্মভিটে আগাগোড়াই উপেক্ষিত। ভাওয়াইয়া শিল্পী আয়েশা সরকারও সেই উপেক্ষার কথা জানালেন।

আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটেয় চরে বেড়াচ্ছে গোরু, ভেড়া। সোমবার শিল্পীর জন্মদিবসে।

আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটেয় গোরু চরে

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৭ অক্টোবর : ভাওয়াইয়া সংগীতকে ভারত সহ সারা বিশ্বে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি আব্বাসউদ্দিন আহমেদ। সেজন্যই গোটা বিশ্বের সংগীত মহলে তিনি এক পরিচিত নামও বটে। সোমবার ছিল তাঁর ১২৫তম জন্মদিবস। আর যা পেরিয়ে গেল অনাদর, অবহেলায়। না প্রশাসন-না কোনও রাজনৈতিক দল, কেউই এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুরে তাঁর জন্মভিটেয় গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন না। কোচবিহার জেলার খ্যাতনামা ভাওয়াইয়াশিল্পীদেরও এদিন সেখানে দেখা যায়নি। বরঞ্চ ভাওয়াইয়ার সেই ‘তীর্থক্ষেত্রে’ গোরু-ভেড়া চরে বেড়িয়েছে। যা নিয়ে ভীষণ ব্যথিত স্থানীয় বাসিন্দারা। আব্বাসউদ্দিনের মতো কালজয়ী শিল্পীর প্রতি এই উপেক্ষা মানতে পারছেন না তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা আমজাদ মিয়াঁর কথায়, ‘বাইরে থেকে কত মানুষ উৎসাহভরে শিল্পীর জন্মভিটে দেখতে আসেন। অথচ প্রশাসন তাঁর জন্মদিবসে এখানে একটা অনুষ্ঠান করতে পারল না। যা দুর্ভাগ্যের।’ রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা নিয়েও ক্ষোভ জানান তিনি।

‘ও কী গাড়িয়াল ভাই’, ‘প্রেম জানে না রসিক কালাচান’, ‘তোর্ষা নদী উথালপাথাল কায়বা চলে নাও’ -ভাওয়াইয়া সম্রাটের কালজয়ী সব গান। তাঁর দরদিয়া সুরেলা কণ্ঠে আজও আট থেকে আশি মোহিত হন। অনেকে নতুন করে ভাওয়াইয়ার প্রেমে পড়েন। যাঁদের জানা নেই, তাঁরা আব্বাসউদ্দিনকে জানতে আগ্রহী হন। অথচ এই উপেক্ষা, যা শুধু আজকের নয়।

১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর কোচবিহারের বলরামপুরে আব্বাসউদ্দিনের জন্ম। এখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা ও সংগীত সাধনা। স্থানীয় ডাকবাংলো এলাকায় তাঁর জন্মভিটে দিনের পর দিন অযত্নে পড়ে রয়েছে। টিনের চালার নড়বড়ে ঘর যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। বাড়ির যেখানে বসে আব্বাসউদ্দিন গান বাঁধতেন বলে কথিত, সেখানে বেঁধে রাখা হয় গোরু-ছাগল। বাড়ির গোটা চত্বর ভরে গিয়েছে জঙ্গলে। বামফ্রন্ট হোক বা তৃণমূল কংগ্রেস, কোনও সরকারই বাড়িটি সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

বিক্রিসূত্রে আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটে বর্তমানে অন্য একটি পরিবারের নামে রয়েছে। সেখানেই অন্যান্য বছর শিল্পীর জন্মদিবসে নানান কর্মসূচি করে থাকেন স্থানীয় শিল্পীরা। কিন্তু এবার তা হয়নি। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গীরা দত্ত বলেন, ‘এদিন আলাদা করে কোথাও অনুষ্ঠান হয়নি। তবে সারা বছর ধরেই আমরা ভাওয়াইয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।’

তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি দু’পক্ষই বিখ্যাত ভাওয়াইয়াশিল্পীদের নিয়ে বড় বড় বুলি আওড়ান। কিন্তু এদিন কারও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা যেখানেই যে কর্মসূচি পালন করি সংস্কৃতি জগতের সমস্ত মানুষকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। আলাদা করে কাউকে নিয়ে অনুষ্ঠান আমাদের দলীয় সংস্কৃতিতে নেই।’ তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘ছটপুজো ঘিরে ব্যস্ততার জন্য এদিন আমি ওখানে যেতে পারিনি। ৭ নভেম্বর রাসমেলার মঞ্চে আব্বাসউদ্দিন ও আরেক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী নায়েব আলী টেপুর স্মরণে অনুষ্ঠান হবে।’

সরকারি এই উপেক্ষায় নিজেকে আড়ালে রাখি

আয়েশা সরকার

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : সোমবার ছিল ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ১২৫তম জন্মদিবস। কিন্তু প্রশাসন তো নয়ই, কোনও সংগঠনের তরফেও বিখ্যাত মানুষটির জন্মদিবস উদযাপন নিয়ে কোথাও কোনও আয়োজন চোখে পড়ল না। বলরামপুরের জন্মভিটেয় দেখা মিলল না কোনও নেতা, মন্ত্রীর। অথচ এই আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ছবিকে সামনে রেখেই হয় ভাওয়াইয়া উৎসব।

সরকারি এই উপেক্ষার কারণেই নিজেকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করি। কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের প্রতি নাড়ির টানকে কী করে উপেক্ষা করি! আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটের দৈন্যদশা আমাকে ব্যথিত করে। তাঁকে উপেক্ষা করা মানে ভাওয়াইয়া গানকে উপেক্ষা করা। সেই কবে থেকে শুনছি তাঁর জন্মভিটে সংস্কার হবে, মিউজিয়াম হবে। মাপজোখই হল, তাছাড়া কিছুই হল না। এদিকে, ভাওয়াইয়া গানের উৎসব করে লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু খরচই হচ্ছে। এর থেকে না শিল্পীদের লাভ হচ্ছে, না ভাওয়াইয়ার প্রসারের সম্ভাবনা থাকছে। ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটি তৈরি হচ্ছে অথচ তাতে কোনও শিল্পীর নাম থাকছে না। কারণটি বোধগম্য নয়। এই উৎসব বাদে এই গানের প্রসার ঘটাতে সরকার কি উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ করেছে? অথচ যে কোচবিহারের মাটিতে ভাওয়াইয়া গানের প্রসার সেখানেই ভাওয়াইয়া অ্যাকাডেমি বা কোনও প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলা যেতেই পারত। ওই জন্মভিটেকে সামনে রেখে মিউজিয়াম বা অ্যাকাডেমি করা যেত। সরকার উদ্যোগী হলে অবশ্যই সাহায্য করব।

(অনুলিখন : প্রসেনজিৎ সাহা)

নদী পেরিয়ে দলে ফেরা

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : রবিবার রাতে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে এসেছিল একপাল হাতি। সোমবার ভোরে বাকিরা ফেরত গেলেও চা বাগানে আটকে পড়ে কমবয়সি একটি হাতি। সেটির জন্য সকাল ১০টা পর্যন্ত জলঢাকার পাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সঙ্গীরা। নদী পেরিয়ে ছোট হাতিটি তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরই পালটি জঙ্গলের ভেতরে ঢোকে। ঘটনাটি নাগরাকাটা বস্তির। অন্যদিকে, এদিনই ওদলাবাড়ির চেল নদীর ছটপুজোর ঘাটের অদূরে একটি দলছুট হাতি ঘোরাফেরা করতে থাকে। ফলে আতঙ্ক তৈরি হয় সেখানে।

জলঢাকা পেরিয়ে পালের কাছে ফিরে যাচ্ছে দলছুট হাতি।

বন দপ্তর সূত্রেই খবর, রবিবার সন্ধ্যায় জলঢাকার জঙ্গল থেকে ১৫-২০টি হাতির একটি পাল নাগরাকাটা বস্তি হয়ে নাগরাকাটা চা বাগানে যায়। ভোরে ফেরার সময় একটি হাতি কোনও কারণে সেখানে দলছুট হয়ে যায়। খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা সেখানে যান। তাঁরা হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করার চেষ্টা করেন।

বিট অফিসার জয়দেব রায় বলেন, ‘একটু চেষ্টা করতেই দাঁতালটি নদী পার হয়ে পালের সঙ্গে মিশে যায়।’ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, হাতি দলবদ্ধ প্রাণী। দলের কোনও সদস্য সমস্যায় পড়েছে বলে মনে করলে অন্যরা সহযোগিতায় কসুর রাখে না। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, ‘ফের হাতিদের একে ওপরের প্রতি সহমর্মিতার বিষয়টি প্রমাণ হল।’

অন্যদিকে, সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগেই ওদলাবাড়িতে চেল নদীর ছটঘাটের সামনে একটি পূর্ণবয়স্ক মাকনা হাতির উপস্থিতি চিন্তা বাড়িয়ে তোলে বন দপ্তরের। পরে মাল বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীরা সেটিকে ছটঘাট থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যান। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ‘ন্যাস’-এর কোঅর্ডিনেটর নফসর আলি বলেন, ‘গত ১৫ দিন ধরে হাতিটি কুমলাই চা বাগান থেকে শুরু করে সাইলি, রানিচেরা চা বাগানে ঘোরাঘুরি করছে। আবার কখনও পাশের ভুট্টাবাড়ি জঙ্গল ঘুরে এসে সাইলি হাটের গুম্ফার ধারে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকছে। চলাফেরাও মন্থর হয়ে এসেছে। দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে। অবিলম্বে সেটির চিকিৎসা জরুরি।’

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, হাতিটির কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসা চলছে। বনকর্মীরা গতিবিধি নজরে রাখছেন। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ভোরে ওদলাবাড়ির চেল নদীর ছটঘাটে যাঁরা পুজো দিতে আসবেন তাঁদের আগেভাগেই সতর্ক করতে সোমবার বিকেলে বন দপ্তরের তরফে মাইকিং করা হয়।

দলে ফেরা

- রবিবার সন্ধ্যায় জলঢাকার জঙ্গল থেকে হাতির পাল নাগরাকাটা চা বাগানে যায়
- ভোরে ফেরার সময় একটি হাতি কোনও কারণে সেখানে দলছুট হয়
- খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করার চেষ্টা শুরু করেন
- দাঁতালটি নদী পার হয়ে পালের সঙ্গে মিশে যায়

দুধিয়ায় সোমবার শুরু হল অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচল। ছবি : সূত্রধর

লোহার ব্রিজ মেরামতের ভাবনা পূর্ত দপ্তরের

জল বাড়লে টিকবে তো, অস্থায়ী রাস্তা নিয়ে শঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ২৭ অক্টোবর : ২২ দিন পর ফের দুধিয়া হয়ে মিরিকের সঙ্গে সড়কপথে জুড়ল সমতল। সোমবার সকাল থেকেই নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে তৈরি অস্থায়ী রাস্তার ওপর দিয়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে এই রাস্তাটি কতদিন টিকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রথম দিন থেকেই। জুন-জুলাই মাসে শুরু হয়ে যাবে বর্ষাকাল। তখন বালাসন নদীতে জলস্ফীতি হলে হিউমপাইপের অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ফলে আপাতত গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হলেও দ্রুত বিকল্প ভাবতে হচ্ছে পূর্ত দপ্তরকে।

দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আনন্দময় মণ্ডল বললেন, ‘কংক্রিটের সেতু তৈরি হতে অন্তত এক বছর সময় প্রয়োজন। বর্ষায় যাতে যানবাহন চলাচলে সমস্যা না হয়, সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে এখন থেকেই পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ভেঙে পড়া লোহার সেতুটি মেরামত করে চালানো যায় কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

৪ অক্টোবর রাতে পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বালাসনে জলস্ফীতি হয়। জলের তোড়ে ১২ নম্বর রাজ্য সড়কে দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপরে থাকা লোহার সেতুটি ভেঙে মিরিকের লাইফলাইন বন্ধ হয়ে যায়। ৬ অক্টোবর থেকে পূর্ত দপ্তর নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি শুরু করে। কাজ ও মহড়া শেষে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় রাস্তাটি। হাঁফ ছাড়েন পর্যটক, নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ী থেকে পরিবহণকর্মীরা।

আনমোল ছেত্রী মিরিক-শিলিগুড়ি রুটে যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির চালক। তাঁর কথায়, ‘গত ২০-২৫ দিনে বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নকশালবাড়ির বেলগাছি, পুড়ুং, নলডারা হয়ে যে রাস্তা রয়েছে, তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পর্যটক সহ অন্য যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করিনি। বেশিরভাগ দিনই গাড়ি বসিয়ে রেখেছিলাম। এদিন ফের যাত্রী নিয়ে মিরিক যাচ্ছি।’

রাস্তা খোলার খবর পেয়ে এদিনই মিরিকের উদ্দেশে সপরিবারে বেরিয়ে পড়েন শিলিগুড়ির গুরুংবস্তির রতন দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘মিরিক আমার বরাবরের পছন্দের জায়গা। পরিবার নিয়ে এবার দু’দিনের জন্য যাচ্ছি। পাহাড় দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।’

পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানালেন, নদীর ওপর ৭২ মিটার এলাকায় ১৩২টি হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তাটি তৈরি হয়েছে। দু’পাশের সংযোগকারী রাস্তা সহ এর মোট দৈর্ঘ্য ৩৬৮ মিটার। ১০ মেট্রিক টনের বেশি ভারী যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করতে পুলিশের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দু’দিকেই মোতায়েন থাকবেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা।

দুধিয়ায় ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর পাশে দেড় বছর আগেই কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছিল। তবে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা জানায়, ন্যূনতম এক বছর সময় প্রয়োজন। অর্থাৎ ২০২৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের আগে কংক্রিটের সেতুর কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এদিকে, জুন-জুলাইয়ে বর্ষা শুরু হবে। সেসময় জলস্তর বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে স্রোত। অস্থায়ী রাস্তা ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই লোহার ভাঙা সেতুর নীচে নতুন পিলার বানিয়ে হালকা যানবাহন চলাচলের যোগ্য করে তোলা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছে পূর্ত দপ্তর।

ভর্তির সুযোগ

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : ভেলোর, চেন্নাই, অমরাবতী এবং ভোপালে অবস্থিত ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (ভিআইটি) প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামগুলিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীরা এখন WWW.VITEEE.VIT.AC.IN ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারবেন। ভিআইটিইইই ২০২৬ একক পর্যায়ে পরিচালিত হবে। যা ২৮ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

এই পরীক্ষাটি ভারতের ১৩৪টি শহরে এবং ৯টি আন্তর্জাতিক পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই বাড়ির কাছের পরীক্ষাকেন্দ্র বেছে নিতে পারবেন।

বিশ্বমানের পরিকাঠামো, শক্তিশালী শিল্পসংযোগ এবং ভালো জায়গায় নিয়োগে সুযোগ করে দেওয়ায় ভিআইটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান।

কর্মখালি

রাইস মিলের অনলাইন কাজের জন্য এবং Govt. লেভি রাইসের বিল করার জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। যোগাযোগ- 9434130801. ইসলামপুর, উ: দি: (S/N)

•

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন : ১৫,১০০/-, কাজের সময়- সকাল ৮-৩০ থেকে ২ টা। Ph- 8250106017. (C/118383)

•

FMCG ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন এবং ব্যাক অফিস মহিলা কর্মী প্রয়োজন। ফিক্সড মাইনে ও ইনসেনটিভ। শিলিগুড়ি লোকাল বাসিন্দা হতে হবে। M - 9064738552, 9332538804. (C/118850)

তারিখ পরিবর্তন

বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের লটারি খেলা(সদস্যদের মধ্যে) ২৯শে অক্টোবরের পরিবর্তে ৮ই নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। সম্পাদক।

বিক্রয়

Sale-Leyland - 3525-2023-WB73G6253 Cont. No. 3532950301. (C/118846)

•

চার পাশে সীমানা প্রাচীর দেওয়া 5 Decimal জমি বাড়ি বিক্রয় হইবে - মাথাভাঙ্গা শহরে। (M) - 9434066861. (C/118378)

অ্যাফিডেভিট

আমি Kshirprasad Sarkar পিতা Haribhakta Sarkar দ্বারিকামারী, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার RPLI তে (নং R-WB-SG-EA-9111) নাম ভুল থাকায় গত 28-8-25 তারিখে জলপাইগুড়ি EM কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 17890) বলে Kshirprasad Sarkar ও Kshir Pr Sarkar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

PUBLIC NOTICE

Notified that my client SRI RUDRADEEP BASU & SMT. MAMATA BASU, both are only legal heirs of LATE PRADIP BASU @PRADIP KUMAR BASU of Bankim Chandra Road, Hakim Para, Ward No. 15 of S.M.C., Siliguri lost Original Deed of Gift being Deed No. I-5505 for the year 1983 and Building Plan being No. 4649 dated 12/03/1986 (both document are in the name of LATE PRADIP BASU @ PRADIP KUMAR BASU) at Siliguri area from their custody on 17/01/2025. One GDE being No. 519 dated 25/10/25 at Panitanki TOP-I, Sig. also done. They also declare that, they and or said LATE PRADIP BASU @ PRADIP KUMAR BASU (during his lifetime) did not take any loan by mortgaging aforesaid Original Deed of Gift & Building Plan and or property mentioned in the said Deed of Gift & Building Plan from any Bank and or financial institution. If anyone found above Deed of Gift & Building Plan, then please Call 97330 99857.

Biswajit Roy(Advocate)
Siliguri (M) 94340 48373

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

দাদামণি দুর্ধর্ষ দুই পর্ব রাত ৮.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.১৫ ঘাতক, সন্ধে ৭.১৫ কী করে তোকে বলব, রাত ১০.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বন্দিনী, দুপুর ১২.৪৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৩.৩০ বন্ধু, সন্ধে ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ স্বার্থপর, দুপুর ১২.০০ কলঙ্কিনী বধূ, ২.৩০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.০০ গুরুদক্ষিণা, রাত ১০.৩০ পিটি স্যর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দায়িত্ব

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ গুমরাহ, বিকেল ৩.৫০ রিস্তে, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ গুপ্ত

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪৫ অ্যান্টনি, দুপুর ১.৩৫ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৩৩ প্রলয়-দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.২৮ হাতকড়ি, রাত ১০.০২ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি

জি সিনেমা : সকাল ৮.৩৮ কৃশ-থ্রি, দুপুর ১২.০০ সিকন্দর, ২.১৬ ধমাল, বিকেল ৪.৪৩ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৫৩ চক্র কা রকসক

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৭ রাজা কি আয়েগি বারাত, দুপুর ২.১৭ গদর-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.২৩ ওয়েলকাম ব্যাক, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১০.৫৬ গুমনাম

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৫ তরলা, ২.২৪ মিশন মজনু, বিকেল ৪.৩৭ ফিরাক, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ খুদা হাফিজ চ্যাপ্টার টু-অগ্নিপরীক্ষা, ১১.১৯ খালি পিলি

প্রেমের কাহিনী সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

শাশুড়ি-বৌমা পর্ব

মহারানি ইলিশ বিরিয়ানি এবং **শালুক ফুলের বড়া** রাঁধবেন অসীমা রায় মজুমদার এবং কবিতা মজুমদার। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিকন্দর দুপুর ১২.০০ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ফেলে রাখা কোনও সামগ্রী দিয়ে ফের কাজ চালু করতে পারেন। সংসারের আর্থিক সমস্যা কাটতে চলেছে। বৃষ : যেচে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে উপহাসের পাত্র হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বজায় থাকবে। মিথুন : পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পাবেন। কর্কট : ভারী কোনও জিনিস তুলতে যাবেন না। কোমরে সমস্যা হতে পারে। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব পাবেন। সিংহ : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ পাবেন। আর্থিক বাধা কাটবে। কন্যা : বাক সংযম করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। কোনও নিকট আত্মীয়ের আনন্দ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা। তুলা : কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। মা-বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। বৃশ্চিক : বহু আগের কোনও ভুলের খেসারত দিতে হতে পারে। রাস্তায় চলাচলে সাবধান। পায়ের হাড়ে চোট লাগতে পারে। ধনু : দুপুরের পর খুব ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে সাফল্য পাবেন। মকর : অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের হাট। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান। কুম্ভ : সন্তানের কর্মসূত্রে আপনার বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় জয়ী হবেন। মীন : নেতিবাচক চিন্তা ছাড়ুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায় জটিল সমস্যা মিটবে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৬ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০ কাতি, সংবৎ ৭ কার্ত্তিক সুদি, ৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৯। মঙ্গলবার, সপ্তমী শেষরাত্রি ৪।২৩। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১২।৩৩ সুকর্মাযোগ প্রাতঃ ৬।১ পরে ধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।৩৩। গরকরণ দিবা ৩।৫৭ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১২।৩৩ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৬।৫১ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩৩ গতে চতুষ্পাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৫ গতে ৮।১০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ১২।৩৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন। (অতিরিক্ত বিবাহ- সন্ধা ৪।৫৯ গতে রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে ও পুনঃ রাত্রি ৮।১০ গতে ১২।৩২ মধ্যে মেষ বৃষ মিথুন কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।৪৩ গতে শেষরাত্রি ৫।৪৪ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। কোলযাত্রা উৎসব (বিহার)। অমৃতযোগ- ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

খুদে বিক্রেতা।। কোচবিহারে মদনমোহনবাড়ির সামনে অর্পণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

দেখা মিলছে সাপখোপেরও

কিষান মান্ডিতে দুষ্কৃতীদের ঠেক

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : সাপখোপের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে তুফানগঞ্জ কৃষক বাজার (কিষান মান্ডি) চত্বর। ভেতরে ঢুকতে গা ছমছম করে। এমনটাই জানালেন স্থানীয় এক কৃষক যুগল দাস। সেইসঙ্গে বসে মদের ঠেকও।

তুফানগঞ্জ শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে তুফানগঞ্জ ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে ২০১৩ সালে কৃষক বাজার তৈরির কাজ শুরু হয়। ২০১৫ সালে সেটি উদ্বোধনের পর কিষান মান্ডি চালু হয়। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীবাড়িতে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির জমিতে তৈরি হয় কৃষক বাজার। তারপর থেকে ধান কেনাবেচা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগও উঠেছিল। কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ কিষান মান্ডিটির বেহাল দশা। যুগলের কথায়, 'কৃষক বাজার চত্বর বড় ঝোপঝাড়ে পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছে। রাতের বেলা পর্যাপ্ত আলো না থাকায় চারদিক অন্ধকারে ডুবে থাকে। সেই সুযোগে অসামাজিক

আগাছায় ঢেকে রয়েছে কিষান মান্ডি।

কার্যকলাপ হয়ে থাকে। প্রশাসনের এই বিষয়টি দেখা উচিত।'

কৃষক বাজারে রয়েছে কৃষক সহায়তা কেন্দ্র, নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য ঘর, শৌচালয় সহ বিভিন্ন ঘর। কিন্তু একটি ঘরও ব্যবহারের যোগ্য নয়। ঘরের চারদিকে আগাছায় ভরে গিয়েছে। ঘরের জানলাগুলোর একটা কাচও অক্ষত নেই। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সেখানে রাতে আলো জ্বলে না।

আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছে দুষ্কৃতীদের দল। মাঝেমধ্যেই সেখানে মদের ঠেক বসে। সকালে দেখা যায় পড়ে রয়েছে মদের বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস, জলের বোতল।

স্থানীয় বাসিন্দা মৃদুল দাস কিষান মান্ডিতেই কাজ করেন। তাঁর কথায়, 'আমি শুরু থেকেই এখানে সবজি লোডিং-আনলোডিংয়ের কাজ করি। সারাবছর কাজ না হওয়ায় সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয়। শুরুতে একবার আগাছা পরিষ্কার করা হলেও তারপর ছয়-সাত বছর ধরে মান্ডিটি পরিষ্কার করা হয় না।' তিনি জানান, দুষ্কৃতীদের পাশাপাশি সাপখোপের আবাসস্থলও হয়ে উঠেছে জায়গাটি। ঘরের ভেতরেও মাঝেমধ্যে সাপের দেখা মেলে।

আর কয়েকদিন পর অর্থাৎ নভেম্বর মাস থেকে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে এই কৃষক বাজারে আসবেন বিক্রি করতে। ধলপল, কাশিরডাঙ্গা, ছাটরামপুর, নাটাবাড়ি, বালাভূত, দেওচড়াই, অন্দরান ফুলবাড়ি, নাককাটিগাছ সহ বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের একমাত্র ভরসা এই বাজার। অথচ সেখানকার এই অবস্থা। কৃষক বাজারের ক্রয় আধিকারিক অজয় দে আশ্বস্ত করে বললেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে।'

কাশবনের ফাঁকে চরে মাদকের ঠেক

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার শহরের পাশে বয়ে চলা কালজানি নদীর ধারে থাকা কাশবন এতদিন ছিল পুজোর আগে ফোটোশুটের জায়গা। আর এখন নদীর চরে গজিয়ে ওঠা কাশবন হয়ে উঠেছে মাদক সেবনের আখড়া। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের গা ঘেঁষে কালজানির চরে যে কাশবন রয়েছে, সেটা খাতায়-কলমে প্রতিবেশী জেলা কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি থানার মধ্যে পড়ে। তবে ভৌগোলিকভাবে তা সেই থানা থেকে অনেকটাই দূরে। আর মাদকের কারবারিরা সেই সুযোগটাই নিয়েছে।

সেই চরে গিয়ে দেখা গেল, মাদকাসক্তদের নেশা করার জন্য সেখানে দিব্যি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাশের জঙ্গলের মাঝে তাঁবু খাটানো হয়েছে। সেই তাবুতে কম্বল, বিছানার চাদর, বড় পলিথিন শিট পাতা রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মিলেছে ইনজেকশনের সিরিঞ্জও। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেখানে খালি মাদক সেবন নয়, অসামাজিক কাজকর্মও চলে। নানা সময় মহিলাদের আনাগোনা লেগেই থাকে।

খোল্টা ঘাটপাড় এলাকায় কালজানি নদীর চরে এই ঠেক নাকি দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। সম্প্রতি ছটপুজোর ঘাট তৈরি করার সময় স্থানীয়দের বিষয়টি নজরে আসে। পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী বলেন, 'মাদকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে। ওই এলাকা থেকে এমন কোনও অভিযোগ এখনও পাইনি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের গা ঘেঁষেই কোচবিহার জেলার খোল্টা ঘাটপাড়। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া এলাকাটি পুণ্ডিবাড়ি থেকে খোল্টা ঘাটপাড়ের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। ফলে পুণ্ডিবাড়ি থানার পক্ষে সেখানে নিয়মিত নজরদারি করা সম্ভব নয়। খোল্টা ঘাটপাড়ের চরের উত্তরদিকে বাঁধ ও দক্ষিণদিকে কালজানি নদী। পশ্চিমদিকেও কালজানি নদী ও রেলসেতু রয়েছে। ফলে সহজেই সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সেখানে পৌঁছাতে হলে আলিপুরদুয়ার শহরের ১২ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধের রাস্তা ব্যবহার করে যেতে হয়। আলিপুরদুয়ার থানার তরফে সেখানে অভিযান করা সম্ভব, কিন্তু ওই এলাকা দেখার দায়িত্ব আবার তাদের নয়।

তবে লাগোয়া এলাকায় আলিপুরদুয়ার থানার তরফে মাঝেমধ্যে অভিযান চালানো হয়। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, আলিপুরদুয়ার থানার অভিযানের ফলে মাঝে কয়েকদিন এলাকায় মাদকের ঠেক বন্ধ ছিল। তবে পুলিশ ও স্থানীয়দের নজর এড়াতে দুর্গম চরের মাঝে কাশের জঙ্গলের মাঝখানে নেশার 'সুব্যবস্থা' গড়ে তোলা হয়েছে।

তার পরেও সেখানে কেউ পৌঁছে গেলে, যাতে চটপট তল্পিতল্পা গুটিয়ে নেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাও করে রেখেছে মাদক কারবারিরা। অসামাজিক কাজকর্ম চলার সময় যাতে সহজেই কেউ পৌঁছে যেতে না পারে তারজন্য গাছের উঁচু ডালে মাচা বাঁধা হয়েছে। মাচায় বসে নজরদারি চলে। তবে সোমবার এলাকায় গিয়ে কাউকে দেখা যায়নি। হইচই শুরু হতেই তাঁবু খুলে ফেলা হয়েছে।

কালা কারবার

১২ নম্বর ওয়ার্ডের গা ঘেঁষে কালজানি নদীর চরে কাশবন রয়েছে

সেই কাশবনের মধ্যেই তাঁবু খাটিয়ে মাদকের ঠেক

এলাকাটা কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি থানার মধ্যে পড়ে

তবে ভৌগোলিকভাবে তা অনেকটাই দূরে হওয়ায় নজরদারি কম

দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সমীক্ষা কর্তৃপক্ষের

বিমানবন্দরে পাখিতে চোখ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : পাখির কারণে যাতে বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা না ঘটে, সেজন্য পদক্ষেপ করছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। পদক্ষেপের অঙ্গ হিসেবে এই প্রথম কোচবিহার বিমানবন্দরে দু'দিন ধরে পাখি সমীক্ষা হল। তবে বিমান দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এরকম কোনও পাখির হদিস এখানে পাওয়া যায়নি বলে সমীক্ষকরা দাবি করেছেন। ফলে পরবর্তীতে এখানে বিমানের সংখ্যা বাড়ানো কিংবা বড় বিমান অবতরণের ক্ষেত্রে পাখি কোনও সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক শুভাশিস পালের বক্তব্য, 'বিমানবন্দরে পাখির কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। তাই কী কী পাখি রয়েছে ও কী ধরনের আশঙ্কা থাকতে পারে তা খতিয়ে দেখা হল। পূর্ণাঙ্গ একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে।'

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে পাখি নিয়ে সমীক্ষার জন্য হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার (ন্যাফ) নামে একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সাতজনের একটি বিশেষজ্ঞ দল রবিবার রাত ও সোমবার দিনেরবেলা সমীক্ষা করেছে। রাত ও দিনে কোন কোন পাখি দেখা গিয়েছে তার ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পাখি সমীক্ষা। কোচবিহার বিমানবন্দরে। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

সংস্থার তরফে প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর বক্তব্য, 'বিমানবন্দরের ভিতরে তো বটেই, সংলগ্ন এলাকাতেও সমীক্ষা চলেছে। সাধারণত যেখানে ভাগাড় থাকে সেখানে শকুন সহ বড় ধরনের পাখি দেখা যায়। এতে বিমান দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। তবে এখানে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। আমরা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করব।'

সমীক্ষকরা জানিয়েছেন, রাতে বিমানবন্দরের ভিতরে তিন ধরনের প্যাঁচা দেখা গিয়েছে। পাশে শাল বাগান থাকায় বিভিন্ন প্রজাতির ছোট ছোট পাখি দিনেরবেলায় নজরে এসেছে। কিছু পরিযায়ী পাখির উপস্থিতিও লক্ষ করা গিয়েছে।

রাজ আমলে তৈরি হওয়া কোচবিহার বিমানবন্দরে নিয়মিত বিমান চলাচল করলেও ১৯৯৫ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। বাম আমলে একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও তা আর চালু করা যায়নি। রাজ্যে পালাবদলের পর ২০১১ সালে নতুন করে বিমান চলাচল শুরু হলেও পরবর্তীতে তা ফের বন্ধ হয়ে যায়। এরপর একাধিকবার কিছু সময়ের জন্য পরিষেবা চালু হয়েছে। তবে তা স্থায়ী হয়নি। নিশীথ প্রামাণিক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর ২০২৩ সালে এখানে নয়টি আসনের ছোট বিমান চালু হয়। যা কোচবিহার-কলকাতায় নিয়মিত চলাচল করছে। বিমানের টিকিটের দাম প্রায় চার হাজার টাকা। এখানে বড় বিমান চালুর দাবি উঠেছে।

> বিমানবন্দরে পাখির কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। তাই কী কী পাখি রয়েছে ও কী ধরনের আশঙ্কা থাকতে পারে তা খতিয়ে দেখা হল। পূর্ণাঙ্গ একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে।
>
> **শুভাশিস পাল** *আধিকারিক, কোচবিহার বিমানবন্দর*

কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে ধানখেতে। দিনহাটার ডাঙারহাটে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বন্ধ দু'মাস

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৭ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়িতে প্রায় দু'মাস ধরে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বন্ধ। এই কারখানায় প্লাস্টিক বর্জ্য পেস্টিং করে বাইরে বিক্রি করা হত। এতে যা লাভ হয়, তা কারখানার পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করে নেওয়া হয়। কিন্তু লাভের অঙ্কের অনুপাত নিয়ে প্রশাসন-অপারেটরের মতানৈক্যের জেরে দু'মাস বন্ধ রয়েছে কারখানা।

এতদিন এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১২ জন মহিলা সহ ২০ জন শ্রমিক বিকল্প আয় করছিলেন। প্লাস্টিক বর্জ্য ঝাড়াইবাছাইয়ের কাজ করে মহিলারা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হচ্ছিলেন। কিন্তু কাজ বন্ধ হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিডিও শুভজিৎ মণ্ডলের বক্তব্য, 'অপারেটরের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। তাই নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়। নতুন অপারেটর বাছাই হলে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।'

লাভের অঙ্ক নিয়ে মতানৈক্য

কোচবিহার জেলাকে জঞ্জালমুক্ত করতে জেলা পরিষদ এই পদক্ষেপ করে। পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও ছিল লক্ষ্য। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির টাকায় সংসারের অনেক ছোটখাটো চাহিদা পূরণ হত। কিন্তু বাড়তি উপার্জন বন্ধে সংসারে অনটন দেখা দিয়েছে। প্রশাসন যত তাড়াতাড়ি প্রকল্পের কাজ স্বাভাবিক করবে তত ভালো।

হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলি বলেন, 'কাজ বন্ধ হওয়ায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আর্থিক সংকটে পড়েছেন।' এদিকে অপারেটর মনোহর হোসেনের বক্তব্য, 'প্রকল্প থেকে লাভের ৪০ শতাংশ টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিতে হয়। কারখানা চালানোর সব খরচ আমাকেই বহন করতে হত। ফলে কার্যত কোনও মুনাফা হয় না। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়।'

নির্বাচন আপাতত স্থগিত

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ অক্টোবর : আগামী ৩১ অক্টোবর চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তালিকায় অনিয়মের অভিযোগে গত রবিবার রাতে নির্বাচন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবিবার চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান ট্রাক মালিকরা। তাঁদের অভিযোগ, শুধু ট্রাকমালিকদের ভোটে দাঁড়ানোর কথা থাকলেও, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সিঅ্যান্ডএফ এবং এক্সপোর্ট আসোসিয়েশনের সদস্যদের নামও তালিকায় রয়েছে। তাঁদের নাম প্রত্যাহার করে সমস্ত কাগজপত্র ফের যাচাই করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ট্রাক মালিক নঈম সরকার বলেন, 'বহুদিন ধরেই তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। আমরা চাই স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হোক।'

এই নিয়ে নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান অমরজিৎ রায় বলেন, 'ট্রাকমালিকদের দাবি নিয়ে এদিন মেখলিগঞ্জ থানায় নির্বাচন কমিটির সদস্য ও প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করেছে পুলিশ। ৮২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন। ১১৬৮ জন সদস্যের গাড়ির ভেরিফিকেশন করা হবে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে সিঅ্যান্ডএফ ও এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা যেন তালিকায় না থাকেন সেই বিষয়টিও দেখা হবে। আপাতত নির্বাচন স্থগিত রাখা হল। নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে সংস্থার কাজকর্ম পরিচালিত হবে।'

সুটুঙ্গার শাখায় সেতু নেই আজও

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ২৭ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সীমানায় সুটুঙ্গার শাখানদীর উপর নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত চলছে স্থানীয়দের। দশকের পর দশক ধরে সেখানে সেতুর দাবি উঠলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

গোপালপুর ও নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তিনটি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন এই জরাজীর্ণ সাঁকো। প্রতি বছর স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে সাঁকো তৈরি হলেও এবছর এখনও তৈরি করা হয়নি। একপাশে হেলে যাওয়া এই সাঁকোর উপর দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের দাবি, দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সীমানায় সাঁকোটি অবস্থিত। সেই কারণেই স্থানীয় প্রশাসন এখানে সেতুর উদ্যোগ নিচ্ছে না। ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে আশ্বাস মিললেও ভোটের পর আর নেতাদের দেখা মেলে না।

ভোগান্তিতে কয়েকশো পরিবার

গ্রামবাসী বিষ্ণু বর্মনের বক্তব্য, বাম আমল থেকেই সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। কিন্তু আজও সেই দাবি অধরা। হচ্ছে-হবে করে শুধু আশ্বাস মেলে। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপনির পাড়, ছাট খাগরিবাড়ি গ্রাম এবং নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চোঙ্গারখাতা খাগড়িবাড়ি, এই তিনটি গ্রামের সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার। আরেক বাসিন্দা প্রসেনজিৎ বর্মন বলেন, 'আমাদের সমস্যা কেউ দেখে না। বাচ্চারা স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়ে। সাইকেল, বাইক নিয়ে সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। প্রায় পাঁচ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।'

এলাকার বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। সাঁকো দিয়ে উৎপাদিত ফসল জমি থেকে বাড়িতে সহজে আনতে পারেন না তাঁরা। ঘুরপথে নিয়ে যেতে টাকা ও সময় দুটোই বেশি লাগে। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসানের মন্তব্য, খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন তাঁরা।

কেদার কুটির খুলিয়ে কালীপুজোর প্যান্ডেল

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : জেলা শাসকের নির্দেশে বন্ধ করা হয়েছিল হেরিটেজ কেদার কুটির। সেখানকার তালা খুলে ওই চত্বরে পাঁচ-ছয়দিন ধরে রীতিমতো প্যান্ডেল করে চলল নানা অনুষ্ঠান। কালীপুজো উপলক্ষ্যে স্থানীয় একটি ক্লাবের পক্ষ থেকে প্যান্ডেল করা হয়। কিন্তু ওই হেরিটেজ ভবন চত্বরে কার অনুমতিতে প্যান্ডেল করা হল, কেই বা জায়গাটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বর্তমানে ভবনটি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের সম্পত্তি। যদিও এবিষয়ে কলেজের থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায়। যদিও এ নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন তোলেননি।

এদিকে কোথা থেকে অনুমতি মিলল তা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সম্পাদক শিবেন্দু সেনগুপ্তও। তাঁর কথায়, 'সদর মহকুমা শাসকের থেকে মৌখিক অনুমতি নেওয়া হয়েছিল।' তবে সদর মহকুমা শাসকের এ নিয়ে এক্তিয়ার নেই বলেই জানা গিয়েছে। সম্পাদকের কথাতেই স্পষ্ট যে, নিয়ম মেনে লিখিত আকারে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। যদিও শিবেন্দু জানান, প্যান্ডেল ভাঙা শুরু হয়েছে। হেরিটেজ তালিকাভুক্ত কেদার কুটিরের ভবন সহ গোটা চত্বরটি একসময় ওই ক্লাবেরই দখলে চলে যেতে বসেছিল। তা নিয়ে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে একটি খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছিল।

মার্চ মাসের ২৪ তারিখ নাগাদ কেদার কুটিরে নোটিশ লাগিয়ে জেলা শাসক নির্দেশ দেন, ভবন থেকে ক্লাবের সমস্ত জিনিসপত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খালি না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নোটিশ পাওয়ার পরই ভবনের বারান্দা থেকে চেয়ার, টেবিল, বাঁশ, কাঠের আলমারি সবকিছু সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেদার কুটিরের গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে কোচবিহারবাসীর মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, কার অনুমতিতে ওই হেরিটেজ চত্বরে প্যান্ডেল তৈরি করা হল। যদিও তা কোনওভাবেই স্পষ্ট নয়। এবিষয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'জেলা শাসকের নির্দেশে যে ভবনটি বন্ধ করা হয়েছিল, সেই জায়গা ব্যবহার করতে গেলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুমতি নিতে হয়। এক্ষেত্রে যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে কাজটি বেআইনি।' ঐতিহ্যবাহী কেদার কুটিরে এক সময় থাকতেন কোচবিহার স্টেটের রাজস্থপতি কেদারনাথ মজুমদার। পরবর্তীকালে ভবনটি ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষদের সরকারি আবাস হিসাবে ব্যবহার করা হত।

কী অভিযোগ

- এলাকার একটি ক্লাব নিজেদের নানা জিনিস রেখে হেরিটেজ কেদার কুটিরের ভবনটি প্রায় জবরদখল করেছিল
- পরে জেলা শাসকের নির্দেশে ভবন খালি করে তালাবন্ধ করা হয়
- এরপর কালীপুজোয় তালা খুলে ভবন চত্বরে প্যান্ডেল করে পুজোর আয়োজন করে ওই ক্লাবটিই
- কীভাবে বন্ধ ভবন খুলিয়ে সেখানে পুজোর আয়োজন করা হল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা

জোর করে চাঁদা তোলা

সাহেবগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : রাস্তা আটকে জোর করে চাঁদা আদায় এবং তার জেরে এক টোটোচালককে মারধরের অভিযোগ উঠল পুজো কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে দিনহাটা-২ ব্লকে কামদেবের পাঠ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মার খেয়ে টোটোচালক হানিফ আলি আহত হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, এদিন খারুভাঁজ থেকে খোঁচাবাড়ি যাওয়ার সময় পথ আটকে জোর করে একটি পুজো কমিটির সদস্যরা চাঁদা আদায় করছিল। তারা চাঁদার জন্য জুলুম করতে থাকে। টাকা না দিতে চাইলে ভয় দেখানো হয় এমনকি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করে কয়েকজন। তারপর তাঁকে মারধর করা হয়। সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন টোটোচালক। দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

বোল্ডার বাঁধের দাবি বাজেজমায়

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : বুড়িতিস্তা নদীর গ্রাসে বিঘার পর বিঘা উর্বর আবাদি জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। এর জেরে হলদিবাড়ি ব্লকের ১৯ নম্বর বাজেজমা এলাকার কৃষকরা গভীর উদ্বেগে রয়েছেন। কৃষিজমি রক্ষা করতে তাঁরা বোল্ডার বাঁধ তৈরির দাবি জানিয়েছেন। প্রতিদিন একটু একটু করে ধানের জমি নিশ্চিহ্ন হতে চললেও তাঁরা কিছুই করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন। উদ্বেগে তাঁরা রাতের ঘুম হারিয়েছেন। সমস্যার সমাধানে পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারা বোল্ডার বাঁধের দাবিতে সরব হয়েছেন। অন্যথায় জোরদার আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রমানাথ রায় বলেন, 'বর্তমানে ওই এলাকায় জয়েস্ট সেতুর কাজ শুরু করা হয়েছে। সঙ্গে নদীপাড় বাঁধাইয়ের জন্য ওপরমহলের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।' সমস্যার বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বিডিও রেনজি লামো শেরপা আশ্বাস দিয়েছেন।

কৃষকরা অবশ্য শুধুমাত্র প্রশাসনিক আশ্বাসে ভরসা রাখতে রাজি নন। স্থানীয় কৃষক দিলীপ সরকারের কথায়, 'সামান্য কৃষিজমিতে চাষাবাদ করে সংসার চালাই। ভাঙনের জেরে বর্তমানে ওই কৃষিজমির অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। ইতিমধ্যে ধান গাছ সহ কৃষিজমির একাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে।'

আরেক কৃষক সুকুমার সরকার বললেন, 'প্রতিবছরই কৃষিজমি নদীভাঙনের কবলে পড়ে। ভাঙন রোধে এখনই ব্যবস্থা না নেওয়া হলে সমস্ত কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।' শিবেন রায়, রতন রায়ের মতো কৃষকরা জানান, জলের তোড়ে এলাকার সেতু ও রাস্তার একাংশ ধসে গিয়েছে। জলের তোড় বেশি থাকলে ঘরবাড়িও ভেসে যায়।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কমল ঋষির কথায়, 'ওই এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। আমি নিজে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে এসেছি। ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পঞ্চায়েত প্রধান সহ নির্মাণ সহায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।' সমস্যা মেটাতে কত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেদিকেই এখন সবার নজর।

১৯ নম্বর বাজেজমায় বুড়িতিস্তা নদীর ভাঙনের কবলে ধানের জমি।

> ওই এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। আমি নিজে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে এসেছি। ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পঞ্চায়েত প্রধান সহ নির্মাণ সহায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।
>
> **কমল ঋষি** *পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা প্রশান্ত মন্ডল - কে 31.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64D 36199 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের যে অপরিসীম আনন্দ তা প্রকাশ করার কোনো ভাষা নেই আমার। আমি কেবলমাত্র ছোট একটি সুযোগ নিয়েছি, আমার ভাগ্যের উপর আমি আস্থা রেখেছিলাম এবং আমি আজ একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

টুকরো খবর

গোরু উদ্ধার

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ অক্টোবর : রবিবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালেরহাট এলাকা থেকে ছয়টি গোরু উদ্ধার করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই এলাকা থেকে চোরাচালান ও গোরু পাচারের অভিযোগে পাঁচ বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় মহিলাকে গ্রেপ্তার করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। মেখলিগঞ্জ থানা সূত্রে খবর, গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশিদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ওই এলাকার বেশ কিছু গোপন ডেরা থেকে গোরু উদ্ধার করা হয়। এখনও ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত চার ভারতীয় পলাতক রয়েছেন। তাঁদের খোঁজে পুলিশের তদন্ত জারি রয়েছে।

মেলার সূচনা

নিশিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : সোমবার রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের চান্দামারির নতুন হাট প্রাঙ্গণে জগদ্ধাত্রীপুজো ও মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই পুজোয় আটদিনব্যাপী জগদ্ধাত্রীপুজোর মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলা প্রাঙ্গণে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরের আদলে সুদৃশ্য মণ্ডপ এবারও দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করবে বলে বিশ্বাস উদ্যোক্তাদের। পুজোমণ্ডপের সামনের মাঠেই বসেছে মেলা। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন প্রচুর জনসমাগম হয় এই মেলা প্রাঙ্গণে। মেলায় নাগরদোলা, ড্রাগন ট্রেন সহ ছোটদের জন্য নানা রাইড থাকছে। এবছর ২৩তম বর্ষে পদার্পণ করছে জগদ্ধাত্রীপুজোর এই মেলা।

কাজে যোগ

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : মাসখানেক আগে বন্যা পরিস্থিতিতে মাথাভাঙ্গার দুজন প্রাণ হারান। সেই সময়ই ওই দুই পরিবারের দুই সদস্যকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফে। সোমবার দুই পরিবারের তরফে মৃণাল বর্মন ও জয়ন্তী বর্মন রায় পুলিশের হোমগার্ড পদে যোগ দেন। এবিষয়ে পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বলেছেন, 'মৃত দুই পরিবারের দুজন কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।'

গ্রেপ্তার ১

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : রবিবার রাতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জুয়ার বোর্ডে হানা দিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম নুর ইসলাম। তাঁর বাড়ি অসমের গোলকগঞ্জ থানার হালকুড়া এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে নগদ টাকা সহ জুয়ার সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

র‍্যালি

পারডুবি, ২৭ অক্টোবর : সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড় সংলগ্ন এলাকায় এসএসবি-র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে এক সাইকেল র‍্যালি ও স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে এসএসবি জওয়ানরা অংশগ্রহণ করেন। এসএসবি-র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট এসবি চাঁদের কথায়, 'ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এদিন ৬ কিলোমিটার সাইকেল র‍্যালি ও স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।'

কোচবিহার জেলাজুড়ে ক্ষতির আশঙ্কায় কৃষকরা

চাষে 'ভিলেন' দুই পোকা

কোচবিহার ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : বাদামি শোষকপোকার লাগামহীন আক্রমণ। সঙ্গে রয়েছে গন্ধীপোকা। আর তাতেই কোচবিহার জেলায় আমন ধানের চাষ কার্যত সংকটে। বিঘার পর বিঘা জমিতে ধানের শিষে দানা না হয়ে তা শুকনো খড়ে পরিণত হচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন ধানের জমি পুড়িয়ে দিয়েছে কেউ। ফলে এবারে জেলায় আমনের উৎপাদন স্বাভাবিকের তুলনায় কমবে বলে চাষিদের আশঙ্কা। এতে মহার্ঘ হতে পারে চাল। যার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে ভাতের থালায়। গুরুত্ব বুঝে ইতিমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ করেছে জেলা কৃষি দপ্তর।

কোচবিহার জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) অসিতবরণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমরা জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আমন ধানে বাদামি শোষকপোকা ও গন্ধীপোকার আক্রমণের খবর পাচ্ছি। যা ঠেকাতে লিফলেট সহযোগে প্রচার চলছে। এছাড়া চাষিরা সংশ্লিষ্ট ব্লক কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁদের প্রয়োজনীয় কীটনাশকের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' দুর্গাপুজোর আগে ও পরে লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে আমন ধানে পোকার আক্রমণ বেড়েছে। এমতাবস্থায় ধানের জমিতে জমে থাকা জল নিষ্কাশন ও কয়েক সারি পরপর ধানের গাছ হেলিয়ে দিয়ে রোদ, হাওয়ার ঢোকার ব্যবস্থা করলে তা চাষিদের পক্ষে অনেকটা কার্যকরী হবে বলছেন উপ কৃষি অধিকর্তা।

আমরা জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আমন ধানে বাদামি শোষকপোকা ও গন্ধীপোকার আক্রমণের খবর পাচ্ছি। যা ঠেকাতে লিফলেট সহযোগে প্রচার চলছে। এছাড়া চাষিরা সংশ্লিষ্ট ব্লক কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁদের প্রয়োজনীয় কীটনাশকের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
– অসিতবরণ মণ্ডল উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)

বাড়ছে উদ্বেগ

- দুর্গাপুজোর আগে ও পরে টানা ভারী বৃষ্টিতে আমন ধানে পোকার আক্রমণ বেড়েছে
- বাদামি শোষকপোকা ও গন্ধীপোকার লাগামহীন হানায় আমন ধানের চাষ কার্যত সংকটে
- বিঘার পর বিঘা জমিতে ধানের শিষে দানা না হয়ে তা শুকনো খড়ে পরিণত হচ্ছে
- ফলে এবারে জেলায় আমনের উৎপাদন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা কমবে বলে চাষিদের আশঙ্কা

কোচবিহারে আমন চাষের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। ফি বছর জেলার প্রায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। জেলায় ধানের গড় উৎপাদন প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার ন্যূনতম সহায়কমূল্যে চাষিদের থেকে সরাসরি ধান কিনছে। এতে ধানের অভাবী বিক্রি কমেছে অনেকটাই। অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও মাড়াই সহজলভ্য হওয়ায় চাষের খরচও কমেছে। তাই চাষিরা আমন চাষে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু বর্তমানে দুই পোকার আক্রমণে চাষিদের মাথায় হাত।

কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুরের চাষি হজরত আলি শেখের কথায়, 'আমি চার বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। ভালোই হয়েছিল। কিন্তু পোকার আক্রমণ যেভাবে বাড়ছে, শেষপর্যন্ত ফসল ঘরে তুলতে পারব কি না জানি না।'

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পূর্ব ফুলবাড়ি এলাকার রামপদ সরকার, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সর্পসিংরার রামকান্ত দাস, দিনহাটা-২ ব্লকের নাজিরগঞ্জের দুলাল সিংহ, রতনচন্দ্র দাস সহ বহু চাষি আমন চাষে ক্ষতির কথা জানান। বিভিন্নরকম কীটনাশক ব্যবহার করেও ওই দুই পোকাকে শায়েস্তা করা যাচ্ছে না। এমনটাও জানিয়েছেন চাষিরা। কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানহাটের চাষি জহিরুদ্দিন মিয়াঁ বলছেন, 'পোকার আক্রমণ কমাতে ইতিমধ্যে দুইবার শক্তিশালী কীটনাশক ব্যবহার করেছি। কিন্তু তারপরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নতুন করে যেন আক্রমণ বাড়ছে।'

কিছুদিনের মধ্যেই জেলার বেশিরভাগ জমি থেকে আমন ধান কাটার কাজ শুরু হবে। তার আগে কড়া মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খড়ের মধ্যে ওই কীটনাশক লেগে থাকলে পরবর্তীতে গবাদিপশুরা যখন তা খাবে তাতে সমস্যা হতে পারে।

তথ্য সহায়তা: তুষার দেব, শ্রীবাস মণ্ডল

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শেষবেলায়।। জলপাইগুড়ির নয়াবস্তি পাড়ায় ছবিটি তুলেছেন সুমন রাহা।

অন্তর্বিভাগ বন্ধে ভোগান্তি মারুগঞ্জে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : সম্প্রতি মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নির্মল গোস্বামী তাঁর চার বছরের শিশুকে নিয়ে মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছিলেন। শিশুটির পেটে ব্যথা ছিল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্সরা প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেন। কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা পরও ব্যথা না কমায় ছটফট করতে থাকে শিশুটি। এরপর বাধ্য হয়ে কোচবিহারে নিয়ে যাওয়া হয় শিশুটিকে। এই দুর্ভোগ শুধু নির্মলকে নয়, মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের অভাবে অন্তর্বিভাগ বন্ধ হওয়ায় গত পাঁচ বছর ধরে পোহাতে হচ্ছে এলাকার প্রায় প্রত্যেককে।

স্থানীয় আবদুল হক ক্ষোভের সুরে বললেন, 'বাড়ির পাশেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। অথচ আমাদের নির্ভর করতে হয় এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বা তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ওপর। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নতি হলে আমাদের গ্রামেরও উন্নতি ঘটবে।'

এবিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ির বক্তব্য, 'জেলাজুড়ে চিকিৎসক সংকট চলছে। চিকিৎসক মিললেই মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগে পরিষেবা আবার চালু করা হবে।'

মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ চিলাখানা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এককালে এখানে চিকিৎসা পরিষেবা খুব ভালো ছিল। চালু ছিল ১০ শয্যার ইন্ডোর পরিষেবা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছিলেন দুজন চিকিৎসক, চারজন নার্স। একজন গ্রুপ-ডি কর্মীও ছিলেন। কিন্তু ছবিটা বদলায় প্রায় পাঁচ বছর আগে। একজন চিকিৎসক এবং দুজন নার্স চলে যাওয়ার পরই সমস্যার সূত্রপাত। চিকিৎসকের অভাবে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে পড়ে ইন্ডোর পরিষেবা। এখন পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে একজন চিকিৎসক সপ্তাহে দুইদিন বসেন। বাকি দিনগুলোতে পাঁচজন নার্স এবং একজন ফার্মাসিস্ট আউটডোর সামলান। সেটাও সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত।

চিকিৎসকের অভাবে অন্তর্বিভাগ বন্ধ। সংবাদচিত্র

পরিষেবা অমিল

- মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী চিকিৎসকের দেখা নেই, বন্ধ ১০ শয্যার ইন্ডোর পরিষেবা
- সপ্তাহে দু'দিন পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন চিকিৎসক, পাঁচজন নার্স দিয়ে আউটডোর চলছে
- অন্যদিনে পাঁচজন নার্স এবং একজন ফার্মাসিস্ট আউটডোর সামলান, সেটাও ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারিদিকে থাকা পরিত্যক্ত আবাসনগুলোতে মদজুয়ার আসর বসে বলেও অভিযোগ

দুপুরের পর তাই এলাকার কারও কোনও সমস্যা হলে, অথবা পথ দুর্ঘটনায় কেউ জখম হলে ছুটতে হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল কিংবা কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

এলাকাবাসী জাহাঙ্গির আলমের অভিযোগ, 'গ্রামের মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অনেক মানুষকে চিকিৎসার জন্য তুফানগঞ্জে যেতে হচ্ছে।' এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারিদিকে রয়েছে সরকারি আবাসন। সেখানে একসময় চিকিৎসক এবং নার্সরা থাকতেন। বর্তমানে সেই পরিত্যক্ত আবাসনগুলোতে মদজুয়ার আসর বসে বলেও অভিযোগ।

যদিও নাটাবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাথমিক বিএমওএইচ কৃষ্ণকান্ত মণ্ডলের দাবি, 'চিকিৎসকদের সমস্যার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বর্তমানে নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থায়ী দুজন চিকিৎসক দিয়ে গোটা ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিও চলছে। আপাতত পুণ্ডিবাড়ির একজন চিকিৎসক মারুগঞ্জ ও নাটাবাড়িতে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। চিকিৎসক নিয়োগ হলে সমস্যা মিটবে।'

উত্তর ধলপলের রায়ডাক নদীর সেতুটিতে বিপদের আশঙ্কা। -সংবাদচিত্র

দুর্বল সেতুতে হাইট বারের দাবি ধলপলে

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : প্রায় দুই দশক আগে বাম আমলে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ধলপল এলাকায় রায়ডাক নদীর ওপর পাকা সেতু তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে সেতুটিতে কোনও হাইট বার নেই। অবাধে ভারী যানবাহন ওই পথে চলাচল করে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এর জেরে সেতুতে ফাটল দেখা দিয়েছে। এমনকি রাতের অন্ধকারে বালি, পাথরের গাড়িও যাতায়াত করে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। প্রায় ছয় বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দুর্বল সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। চার টনের অধিক পণ্য পরিবহণ করতে বারণ করা হয়। তা সত্ত্বেও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে বালি, পাথরের গাড়ি চলাচল করছে। তাই এবার ওই পথে ভারী গাড়ি চলাচল রুখতে হাইট বারের দাবি উঠেছে।

সেতুটি তৈরি হওয়ার পরে প্রায় দু'দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে কামাখ্যাগুড়ি, চিকলিগুড়ি, ধলপল হয়ে কম সময়ে তুফানগঞ্জ পৌঁছানো যায়। এছাড়া ধলপলের সঙ্গে চিকলিগুড়ির মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল এই সেতু। অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর আগে সেতুটিতে ছোট ছোট ফাটল দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে সেতুটির দু'দিকে হাইট বার লাগানোর দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। এনিয়ে ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা সরকার জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে দুর্বল সেতুর দু'দিকে হাইট বার না থাকায় সবসময় পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল করছে বলে জানালেন এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা তথা স্কুল শিক্ষক আবদুল হানিফ মিয়াঁ। তিনি বলেন, 'বিশেষ করে ভোরের দিকে সবচেয়ে বেশি ভারী গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায়। ফলে সেতুতে ফাটল দেখা দিয়েছে। এভাবে গাড়ি চলাচল অব্যাহত থাকলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' অন্যদিকে, সেতুর অনেক জায়গায় ফাটল থাকায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের সময় সেতুটি বিপজ্জনকভাবে কাঁপতে থাকে বলে জানালেন আরেক বাসিন্দা যুগলকিশোর দাস। তিনি আরও জানান, গুরুত্বপূর্ণ সেতুটির বেহাল দশা হওয়ায় যে কোনও সময় সেটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই হাইট বারের দাবি যথাযথ।

অভিযোগ

- প্রায় দুই দশক আগে ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ধলপল এলাকায় রায়ডাক নদীর ওপর পাকা সেতু তৈরি হয়েছিল
- এর জেরে সেতুতে ফাটল দেখা দিয়েছে
- নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওই পথে অবাধে বালি, পাথরের গাড়ি চলাচল করছে
- তাই এবার ভারী গাড়ি চলাচল রুখতে হাইট বারের দাবি উঠেছে

দখল রুখলেন বাসিন্দারা

শীতলকুচি, ২৭ অক্টোবর : শীতলকুচি ব্লকের নগর লালবাজার গ্রামে মাথাভাঙ্গা-সিতাই রাজ্য সড়কের পাশে পিডব্লিউডির জমির দখল রুখলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, পাশের গ্রামের এক ব্যক্তি ট্র্যাক্টর ও ট্রলি লাগিয়ে মাটি ভরাট করছিলেন। বিষয়টি বাসিন্দাদের নজরে আসায় প্রতিবাদ করলে বন্ধ হয় মাটি ভরাটের কাজ।

স্থানীয় সঞ্জিত বর্মন বলেন, 'অবৈধভাবে পিডব্লিউডির জায়গায় রাস্তার পাশে নালা ভরাট করা চলছিল। বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলে ট্র্যাক্টর সমেত চালক পালিয়ে যান।'

রাজ্য সড়কের পাশে পিডব্লিউডি'র জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে।

তবে স্থানীয় বাসিন্দা তপনকুমার ঘোষালের অভিযোগ, তাঁর জমির সামনে পিডব্লিউডির জমি। এদিন সেখানে ট্র্যাক্টর দিয়ে লক্ষ্মণ বর্মন নামে এক ব্যক্তি মাটি ভরাট করলে পুলিশে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ গিয়ে মাটি ভরাট বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ অস্বীকার করে লক্ষ্মণ বর্মন জানান, ওই জমিতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদ করে আসছেন। সেখানে দোকান ঘর করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন এলাকার কয়েকজন। এই বিষয়ে লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায় বলেন, 'সরকারি জমি কেউই দখল করতে পারে না। কী হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

শীতলকুচি থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এই বিষয়ে পিডব্লিউডির মাথাভাঙ্গা শাখার তরফে জানানো হয়, বিষয়টি আগে কেউ দপ্তরকে জানায়নি। দপ্তরের তরফে ঘটনাটির খোঁজ নেওয়া হবে।

জখম ৭

শীতলকুচি ও পারডুবি, ২৭ অক্টোবর : সোমবার টোটো ও অটোর সংঘর্ষে টোটো উলটে জখম হন তিন। ঘটনাটি শীতলকুচি-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের আক্রারহাট মোড় সংলগ্ন এলাকার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কের ভানুরকুঠি মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুটি ছোট চার চাকার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন তিনজন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করেছে। ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টোটো উলটে আহত হন আরেকজন।

এই রাস্তা দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন বাসিন্দারা। কুটিবাড়িতে।

নদীভাঙনে বন্ধ রাস্তা নিয়ে দুর্ভোগ

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : নদীভাঙনের জেরে দিনহাটা-১ ব্লকের আটিয়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুটিবাড়ি এলাকার গ্রামীণ রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে এলাকার নিত্যযাত্রী, স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী, এমনকি অসুস্থ মানুষরাও চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কেউ কেউ আবার বাধ্য হয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নদীর পাড় ঘেঁষে পারাপার করছেন। অন্যদিকে, প্রচুর মানুষ কয়েক কিলোমিটার বেশি পথ অতিক্রম করে নিজের গন্তব্যে পৌঁছাতে বাধ্য হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙন ঠেকাতে কোনও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

স্থানীয়দের দাবি, এখনই যদি নদীপাড় সংরক্ষণের জন্য বাঁধাইয়ের কাজ এবং রাস্তা পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে আগামী বর্ষায় অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কুটিবাড়ির বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, সংশ্লিষ্ট পথটি শুধু একটি গ্রামের মানুষ নয়, আশপাশের একাধিক গ্রামের মানুষ ব্যবহার করেন। তাই রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার ও নদীভাঙন রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন সকলে। এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান জাহানারা বিবি এনিয়ে বলেন, 'সমস্যাটি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। দ্রুত স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা চলছে।' অন্যদিকে, এলাকার এক বাসিন্দা জাহাঙ্গির রহমানের কথায়, 'প্রাণ হাতে করে অনেক সময় ভাঙা নদীর পাড় দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। রাতে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। অনেকেই পড়ে গিয়ে আঘাতও পেয়েছেন।' অল্প অল্প করে ভাঙতে ভাঙতে এখন রাস্তাটি প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন আরেক বাসিন্দা রাখাল বিশ্বাস। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনকে বারবার বিষয়টি জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

কুটিবাড়ি

ছটপুজোর সন্ধ্যার্ঘ্য, বিভিন্ন ঘাটে উৎসবের আবহ

কোচবিহার ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : রবিবার খরনার পর সোমবার ছটের সন্ধ্যার্ঘ্য উপলক্ষ্যে জেলার কোথাও বেরিয়েছিল ছটব্রতীদের শোভাযাত্রা, আবার কোথাও দেখা গেল দণ্ডি কেটে ঘাট পর্যন্ত পুর্ণ্যার্থীদের যাত্রা। ছট উপলক্ষ্যে নদীতীরবর্তী ঘাটগুলিতে এদিন সাজোসাজো রব ছিল। ঘাটে শুধু ছটব্রতীদের নয়, ভিড় ছিল ছটপুজো দেখতে আসা দর্শনার্থীদেরও। কোচবিহারের সাগরদিঘির পাড়ে, ফাঁসিরঘাটে ও শালবাগানে তোর্ষা পাড় সহ একাধিক জায়গায় এদিন ছটপুজোকে ঘিরে উৎসবের আমেজ দেখা যায়। শহরের পাশাপাশি কোচবিহার-২ ব্লকের কারিশাল, বিনপট্টি, পুণ্ডিবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছটপুজোর বিভিন্ন ছবি ধরা পড়েছে।

কোচবিহার তোর্ষা নদীর পাড়ে ভিড়। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

মহকুমা শহরগুলিতেও ছটের সন্ধ্যার্ঘ্য উপলক্ষ্যে ঘাটগুলিতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনহাটায় সোমবার ছটব্রতীরা শোভাযাত্রা করে থানা দিঘির ঘাটে নামেন। নানারকম ফুল দিয়ে সাজানো পুজোর ডালি দেখা যায়। এই ডালি মাথায় নিয়ে ব্রতীরা শোভাযাত্রা করেন।

দিনহাটা ছটপুজো কমিটির তরফে পুজোর আগে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী প্রমুখ।

চ্যাংরাবান্ধা বাজারের ধরলা নদীর তীরে ছটব্রতীরা। ছবি : শতাব্দী সাহা।

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা শহরে সুটুঙ্গা নদীর তীরবর্তী শনি মন্দির ঘাট, ত্রিনাথ কলোনি ঘাট ছটপুজোর সন্ধ্যার্ঘ্য মহাসমারোহে হয়। মাথাভাঙ্গা পুরসভার তরফে ঘাটগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে সেখানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুজোর সময় ঘাটে উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক, এসডিপিও সমরেণ হালদার এবং আইসি হেমন্ত শর্মা। নদীতে দুর্ঘটনা রোধ করতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এমনকি পুলিশ স্পিড বোটে নদীতে টহল দিচ্ছিল।

ঘোকসাডাঙ্গা, উনিশবিশা, পারডুবি সহ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় এদিন উৎসবের আবহ লক্ষ করা যায়। পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে তোর্ষা সেতুর তীরেও ছটব্রতীরা পুজো করেন। হিন্দুস্তান মোড়, দোলং মোড়, বরাইবাড়িতেও ছটপুজোয় মেতে ওঠেন ব্রতীরা। অন্যদিকে, নিশিগঞ্জ ছটপুজো কমিটি ও নিশিগঞ্জ হিন্দিভাষী সেবা কমিটি যৌথভাবে আমতলার ঘাটে পুজোর আয়োজন করে। চ্যাংরাবান্ধা বাজারে ধরলা নদীর তীরে তৈরি ছটঘাটে প্রায় কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী।

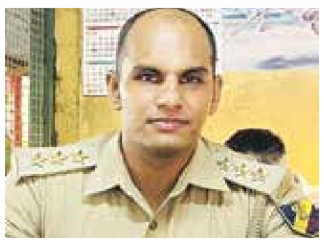

পালটা মামলা

অটোচালক ও তার দলবলের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের আধিকারিক। এবার তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা রুজু করল অভিযুক্তই।

শিশুশ্রমিক হত

হাওড়ার সাঁকরাইলে ছাঁট লোহার কারখানায় কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হল এক শিশু শ্রমিকের। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারখানার মালিক ও তাঁর পুত্রকে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিপিএমের যাত্রা

এসআইআর, উত্তরবঙ্গে বন্যা সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে রাজ্যজুড়ে বাংলা বাঁচাও যাত্রা করবে সিপিএম। নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি বুথে কর্মসূচি হবে বলে জানা গিয়েছে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে মঙ্গলবার থেকে উপকূলবর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

ছাত্রহীন স্কুলে উদ্বেগ বাড়ছে শিক্ষকদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ছাত্র নেই, পড়াব কোথায়? শিক্ষক নেই, পড়ব কোথায়? রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি বর্তমানে এটাই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের ৩,৮১২টি স্কুলে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একজন ছাত্রও ভর্তি হয়নি। অথচ ওই স্কুলগুলিতে ১৭,৯৬৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। বছরের পর বছর রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, নিয়োগ বন্ধ ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব সারা দেশের মধ্যে ছাত্রবিহীন স্কুলের তালিকায় রাজ্যের শীর্ষস্থানে থাকার কারণ বলে মনে করছেন প্রধান শিক্ষকরা। তাঁদের প্রশ্ন, পুজো কমিটিগুলির অনুদান যেখানে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, সেখানে স্কুলগুলির কম্পোজিট গ্র্যান্ট দিনের পর দিন কমে ২৫০০ থেকে মাত্র ২৫ হাজার টাকায় এসে কেন ঠেকেছে? ওই অনুদানে না হয় বিদ্যুৎ বিল, না ওঠে বার্ষিক প্রশ্নপত্রের খরচ। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি রাজ্য সরকারের উদাসীনতার জন্যই স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করছে শিক্ষা মহল।

স্কুলগুলির সিংহভাগ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুমের পরিকাঠামো তৈরি করতে পারছে না। ফলে পড়াশোনাকে একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে পড়ুয়াদের। শিশুবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মানস ভট্টাচার্যের মত, 'প্রধান শিক্ষকদের ক্লাস করানোর সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, আকর্ষণীয় মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কটা স্কুল এই নীতি মানছে?' স্কুলছুটের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকও। প্রাথমিক স্কুলে প্রায় ১৬ লক্ষ পড়ুয়া ভর্তি হলেও মাধ্যমিক দিচ্ছে মাত্র ৯ লক্ষের কাছাকাছি। বাকি পড়ুয়া কোথায় যাচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন মানস। মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, 'দিনের পর দিন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব। সরকারের দুর্নীতির কারণে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন। সামনেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সামেটিভ পরীক্ষা। বিএলও ডিউটির জন্য শিক্ষকরা যদি না থাকেন পড়াবেন কারা আর শিক্ষকের অভাবে পড়তে আসবেই বা ক'জন?'

শিক্ষক ও ছাত্রের অভাব নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক হলেও লাভ হয়নি, দাবি শিক্ষকদের। বছর বছর ধরে পরিদর্শক নেই। ফলাফল, নাবালিকা বিবাহ ও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। যেসব স্কুলে একসময় মাইক্রোফোন মারফত ক্লাস নেওয়া হত, সেইসব স্কুলের বেঞ্চ এখন ফাঁকা। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, 'সিমেস্টারের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও দেওয়া হচ্ছে না। স্কুলগুলিতে অর্ধেক বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় ছাত্ররা সমস্যায়। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অভাবে স্কুলের পরিকাঠামো ধ্বংসের মুখে হওয়ায় দিনের পর দিন ক্লাসও বন্ধ।' অবশ্য যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যর মত, কোভিডের পর পড়ুয়া সংখ্যা কমেছে। পরিকাঠামো ভঙ্গুর, শিক্ষক থেকেও নেই। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, টেট-এসএসসি সহ পরীক্ষাগুলিকে স্বচ্ছ করা সহ রাজ্য সরকারের উদাসীনতা কাটালেই পড়ুয়ারা স্কুলমুখী হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

পুরসভায় রদবদলের প্রস্তুতি

তৃণমূলের চেয়ারম্যান এবং মেয়রদের ইস্তফা শুরু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : রাজ্যে জেলা ও ব্লক স্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল পুজোর আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যের পুরসভাগুলির মেয়র ও চেয়ারম্যান পদে বদল প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। আশ্চর্যজনকভাবে রবিবারই হাওড়া পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুজয় চক্রবর্তী। হাওড়া পুরসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে সুজয়বাবু প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। শুধু এই পুরসভা নয়, রাজ্যের আরও কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়রকে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সোম ও মঙ্গলবার ছটপুজোর জন্য রাজ্য সরকারের ছুটি রয়েছে। তাই ওই পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়ররা চলতি সপ্তাহের বাকি সময়ের মধ্যে ইস্তফা দিতে পারেন বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

২০২৪ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ দিবস থেকেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, লোকসভা ভোটে যে যে পুরসভা এলাকায় দলের ফল খারাপ হয়েছে, তার দায় যেমন শহর সভাপতিদের নিতে হবে, তেমনই পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়ররাও তার দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই ফল খারাপ করলে তাঁদের পদ থেকে সরে যেতেই হবে। তিন মাসের মধ্যে রদবদল সম্পূর্ণ হবে বলে অভিষেক ওই সভায় দাবি করলেও বাস্তবে চলতি বছরে সাংগঠনিক রদবদল প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান পদে কোনও বদল এখনও করা হয়নি। লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে রাজ্যের ১২৪টি পুরসভার মধ্যে ৭৪টি পুরসভায় পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। তখনই ওই পুরসভার চেয়ারম্যানদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলে তৃণমূলের মধ্যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আর ঝুঁকি নিতে রাজি নন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এবার চেয়ারম্যান ও মেয়র পদে রদবদল হবে বলেই মনে করছেন দলের শীর্ষ নেতারা।

তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। শিলিগুড়ি পুর এলাকায় তৃণমূল বিপুল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছিল। তার পরেও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের ওপর আস্থা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে তাঁকে বদল না করা হতে পারে। আবার কলকাতা পুরসভা এলাকায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর ও চৌরঙ্গি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল বিজেপির থেকে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। কিন্তু কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম মমতার আস্থাভাজন। তাই তাঁকেও পদে রেখে দেওয়া হতে পারে। শেষ পর্যন্ত কতগুলি পুরসভায় রদবদল হয়, সেদিকে তাকিয়ে আছে তৃণমূলের নীচু তলার নেতৃত্ব।

নজর অভিষেকের

- ২০২৪-এর শহিদ সভা থেকেই রদবদলের কথা বলেছিলেন অভিষেক
- লোকসভা ভোটে খারাপ ফল হওয়া পুরসভাগুলিতে বিশেষ নজর
- হাওড়া পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে সুজয় চক্রবর্তীর ইতিমধ্যেই ইস্তফা

তিলোত্তমা... সোমবার কলকাতার মল্লিকঘাটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নজরে ধৃতের কল রেকর্ড ও বন্ধুর বয়ান

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনায় পুলিশের নজরে এবার অভিযুক্ত অমিত মল্লিকের বন্ধু। তাঁকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। অমিত জেরায় দাবি করেছেন, এক বন্ধুর চিকিৎসার জন্য এসএসকেএমে গিয়েছিলেন তিনি। বিশেষ কারণে ডাক্তারের পোশাক পরেছিলেন। ওই বন্ধুর জন্য কেন তাঁর বেশ বদল তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠেছে। তাই অমিতের ওই বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই অমিতের বিরুদ্ধে তদন্তেও একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। এদিকে আরজি কর মেডিকেল কলেজে এক তরুণ চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, হাসপাতালের কাজের চাপে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন তিনি।

জেরায় অমিত দাবি করেছে, বন্ধুর চিকিৎসায় যাতে সুবিধা হয়, তাই ডাক্তারের পোশাক পরেছিলেন। এই পোশাক পরে থাকলে সর্বত্র যাতায়াতে কোনও বাধা থাকবে না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবকিছু দ্রুত মিটবে। যেখানে সাধারণের প্রবেশের সুবিধা নেই, সেখানে এই পোশাক পরে থাকলে কোনও অসুবিধাতেই পড়তে হবে না।

কিন্তু ওই নাবালিকাকে কেন তিনি নিগ্রহ করলেন, সেই প্রসঙ্গে ধৃতের দাবি, কিশোরীকে তিনি আগে থেকে চিনতেন না। সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এসএসকেএমে সকলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ভালো। ফলে কেউ তাঁকে বাধা দিত না। কিন্তু অলস স্বভাবের অমিতকে আগেই তাড়িয়ে দিয়েছিল এসএসকেএম। ঘটনার পরে অভিযুক্ত, কাদের ফোন করেছেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতের মোবাইল থেকে বেশ কয়েকটি ভিডিও উদ্ধার হয়েছে। তাঁর কল ডিটেলস ও ডেটা রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই চিকিৎসক তাপস প্রামাণিক আরজি কর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ইস্তফা দিয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা শুভজিৎ আচার্য রবিবার রাত ১২টায় স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি অসুস্থ বোধ করছেন। তারপর তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়েও যাওয়া হয়। স্ত্রীর দাবি, রাতে বেশি ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলেন। পাশাপাশি কাজেরও চাপ ছিল।

বৈশাখীর ইস্তফার নির্দেশ স্থগিত

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা সংক্রান্ত নির্দেশ স্থগিত করে দিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। মিল্লি আল আমিন কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা পদ সহ অন্যান্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি সংক্রান্ত যে নির্দেশ শিক্ষা দপ্তর দিয়েছিল, তা সংশোধনের আর্জি জানিয়ে পালটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন বৈশাখী। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দপ্তর জানিয়েছে, আগের বিজ্ঞপ্তিতে কিছু 'অসংগতি' ও 'আইনি সমস্যা' থাকার কথা বৈশাখী জানানোয় সেই নির্দেশটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ও আইনি পরামর্শ নিয়ে তবেই পরবর্তী নির্দেশ জারি করা হবে।

সহপাঠীই দোষী

দুর্গাপুর, ২৭ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে ধৃত সহপাঠী ফিরদৌস শেখকে মূল অভিযুক্ত বলে দাবি করলেন নির্যাতিতার আইনজীবী। সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন বা টিআই প্যারেডের রিপোর্ট পেশ করা হয় পুলিশের তরফে। তারপরই নির্যাতিতার আইনজীবী পার্থ ঘোষ দাবি করেন, ধৃত ৫ জন ঘটনার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িত হলেও মূল 'ধর্ষক' ফিরদৌসই।

দুর্গাপুর কাণ্ড

এদিন পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ৬ জন ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়। সওয়াল-জবাব শুরু হওয়ার সময় পার্থ আদালতে টিআই প্যারেডের রিপোর্ট খোলার আবেদন জানান। বিচারক তা মঞ্জুর করেন। রিপোর্ট অনুসারে, নির্যাতিতা ৫ জন ধৃতকেই সঠিকভাবে শনাক্ত করেছেন। তার মধ্যে ফিরদৌসের ভূমিকা বেশি আছে বলে জানান নির্যাতিতার আইনজীবী। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন ৩১ অক্টোবর।

কলকাতার ছট উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। -পিটিআই

'রাজ্যে কি আর্থিক জরুরি অবস্থা চলছে'

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : 'রাজ্যে কি আর্থিক জরুরি অবস্থা চলছে?', হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থের অনুমোদন সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। বরাদ্দ টাকা কেন আটকে রয়েছে তা নিয়ে রাজ্যকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আদালতের মন্তব্য, 'রিজার্ভ ব্যাংকে থাকা রাজ্যের একত্রিত তহবিলের অ্যাকাউন্ট এই মামলায় যুক্ত করব। আদালতের অনুমতি ছাড়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে না রাজ্য।'

তিন বছর ধরে হাইকোর্টের ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বিএসএনএলের বকেয়া রয়েছে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। বিষয়টি শুনেই ডিভিশন বেঞ্চ বিস্ময় প্রকাশ করে জানায়, 'গত একমাসে দু'বার বৈঠক হয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে হাইকোর্টের সার্ভার কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য? এখনই মুখ্যসচিবকে বলুন, আজকের মধ্যে পুরো বকেয়া মিটিয়ে দিতে।' রাজ্যকে ফের বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রশ্ন হাইকোর্টের

রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ইন্টারনেট পরিষেবা বিলের ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। দ্রুত সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। বিচারপতি বসাক উষ্মাপ্রকাশ করে বলেন, 'আদালত বাকরুদ্ধ। এখনও যে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু রয়েছে এটা আশ্চর্যের। কবে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবেন? হাইকোর্টের কাজে অর্থ বরাদ্দ কি প্রশাসনিক কাজের মধ্যে পড়ে না। মনে হচ্ছে শামুক ও কচ্ছপের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। হাইকোর্টের এই অবস্থা হলে নিম্ন আদালতের কী অবস্থা হবে।'

রাজ্যের অর্থসচিব, বিচারবিভাগীয় সচিব ও হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের মধ্যে বৈঠকের রিপোর্ট পেশ করেন হাইকোর্টের পক্ষের আইনজীবী। তিনি জানান, হাইকোর্টের ১১টি প্রকল্প ও জেলা আদালতের ২৫টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দপ্তর। কিন্তু প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৮৬ কোটি টাকার মধ্যে ৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের আইনজীবী জানান, দু'দিন সময় দিলে অর্ধেক টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ২৯ অক্টোবর ও ৬ নভেম্বর হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সঙ্গে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে বৈঠকে বসতে হবে। হাইকোর্টের প্রস্তাবিত প্রতিটি প্রকল্পের বিষয়ে রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ নভেম্বর।

মাছ ও মাংস বন্ধের ফতোয়া নিয়ে প্রতিবাদ অন্ডালে

রাজা বন্দোপাধ্যায়

অন্ডাল, ২৭ অক্টোবর : ছটপুজোর জন্য দুদিন বন্ধ রাখতে হবে মাছ ও মাংসের দোকান। পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালে রবিবার বিজেপির এই ফতোয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিভিন্ন মহল থেকে উঠে প্রতিবাদের ঝড়। সোমবার বিজেপির এই ফতোয়ার প্রতিবাদে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল, সিপিএমের যুব সংগঠন এবং বাংলাপক্ষ।

রবিবার সকালে অন্ডাল উত্তর বাজারে কয়েকজন বিজেপি কর্মী-সমর্থক এসে ছটপুজোর জন্য দু'দিন মাছ, মাংসের দোকান বন্ধ রাখার কথা বলে। দোকানদাররা অস্বীকার করায় তাদের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এর বিরোধীতায় রবিবারই তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের পাশাপাশি আসরে নামে বাংলা পক্ষও। রবিবারের পর সোমবার সকালেও ঘটনাটি ঘিরে গোটা এলাকায় ছিল টানটান উত্তেজনা। এদিন সকাল আটটা নাগাদ এলাকায় আসে বাম, তৃণমূলের যুব সংগঠনের পাশাপাশি বাংলা পক্ষের সদস্যরাও। তাঁরা এলাকার মাছ, মাংসের দোকান খোলার ব্যবস্থা করেন। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোকানদারদের পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের যুব নেতা শুভজিৎ কুন্ডু বলেন, 'বাংলা সম্প্রীতি জায়গা। বিজেপি সেই সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে। বাংলায় এইসব বরদাস্ত করার হবে না।' সিপিএম নেতা তুফান মণ্ডল বলেন, 'সম্প্রীতি নষ্ট করার মূলে রয়েছে বিজেপি ও তৃণমূল। তাদেরই যোগসাজশে এসব ঘটছে।' বাংলাপক্ষের পক্ষে অক্ষয় বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে এখানেও। যেখানেই বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অপচেষ্টা হবে আমরা সেখানেই রুখে দাঁড়াবো।'

অন্যদিকে, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রাখালচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'আমরা কাউকে দোকান বন্ধের জন্য জোর করিনি, অনুরোধ করেছিলাম মাত্র। তৃণমূল, সিপিএম সেটা নিয়ে অযথা রাজনীতি করছে।'

আজ সর্বদল বৈঠক কমিশনের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ঘোষণার পরেই রাজ্য ও জেলা স্তরে সর্বদলীয় বৈঠক করার জন্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী দু'দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কমিশনের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিকেল ৪টে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে রাজ্য স্তরে সর্বস্তরীয় বৈঠক ডাকল কমিশন।

মঙ্গলবারই সকালে সর্বদল বৈঠকের আগে সমস্ত জেলা শাসক, ইআরও এবং এইআরও'দের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্য নির্বচানি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সম্প্রতি দিল্লিতে রাজ্যের বিএলও নিয়োগ ও নিরাপত্তা নিয়ে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন সিইও। ভারতী জানিয়েছেন, নিয়োগ এবং নিরাপত্তার বিষয়টি রাজ্য সরকারকে দেখতে হবে। এসআইআরের জন্য নির্দিষ্ট ১২টি রাজ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু নির্দেশিকা জারি করবে কমিশন এবং তা বিএলওদের প্রশিক্ষণের আগে ঘোষণা করা হবে।

মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে মূলত বুথ লেভেল এজেন্টদের ভূমিকা, এসআইআরে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ও বিশেষত কীভাবে অভিযোগ বা আপত্তি জানাতে হবে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

নভেম্বরে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আবার জেলা সফরে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শারদোৎসবের টানা ছুটি ও ছটপুজোর পর বুধবার সব অফিস খুলছে। সরকারি দপ্তরগুলির 'আপ টু ডেট' কাজের হিসেব নিয়েই জেলায় জেলায় বেরোতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্টও তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে চেয়ে রেখেছেন। ছুটির পর বুধবার নবান্নে এই সংক্রান্ত সব খোঁজখবর নিয়ে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকও সেরে ফেলতে চান তিনি বলে নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর। প্রায় দু'তিন সপ্তাহেরও বেশি মন্ত্রীসভার বৈঠক হয়নি। দপ্তরওয়াড়ি সতীর্থ মন্ত্রীদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করে দপ্তরগুলির সর্বশেষ কাজের অবস্থা সামনাসামনি জেনে নিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। ছুটির পর রাজ্য প্রশাসনের নাড়িনক্ষত্র যাচাই করেই জেলা সফরে বেরিয়ে পড়তে চান তিনি। নবান্ন সূত্রের খবর, সেই অনুযায়ী তাঁর জেলা সফর কর্মসূচির খসড়া তৈরিতে তৎপর হতে বলা হয়েছে তাঁর সচিবালয়কে। তাঁকে দেখিয়েই তা চূড়ান্ত করবে তাঁর সচিবালয়।

কোর্টে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : চারটি মামলা খারিজের আবেদন জানিয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এই বিষয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের দায়ের করা ১৫টি মামলা খারিজ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাঁচটি মামলায় রাজ্য ও সিবিআইয়ের এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকের যুগ্ম নেতৃত্বে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে ২০২২ সালে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার দেওয়া অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। যদিও আদালতের ওই নির্দেশকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখেছেন বিরোধী দলনেতা।

'মৃত' কলম অক্সিজেন পায় ইমতিয়াজদের হাসপাতালে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ডাক্তার কত রকমের হয়? প্রশ্নটা করলে খুব বেশি হলে কী উত্তর দিতে পারেন? চক্ষু, স্নায়ু কিংবা চর্ম বিশেষজ্ঞ? আরও কিছুটা তলিয়ে ভাবলে পশু বিশেষজ্ঞের কথাও মাথায় আসতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয়, কলমের ডাক্তার? শুনলে নির্ঘাত যে কেউ মাথা চুলকোবেন। ভাববেন, 'ধুর! এ আবার হয় নাকি!' কিন্তু এমন ডাক্তার সত্যিই রয়েছেন। শুধু ডাক্তার নন, রয়েছে আস্ত একটা হাসপাতালও। নাম 'পেন হসপিটাল'। কলকাতার বুকে আলো-আঁধারিতে এমন জায়গার খোঁজ মিলতে ঢুঁ মারতেই হল। ধর্মতলার অতি জনবহুল ফুটপাতে সারি সারি জামাকাপড়ের পসরার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট গলিতে ঢুকতেই দেখা গেল, আদ্যিকালের দোকানে কাচের জারে কালি মেশানো জলে ডুবিয়ে একমনে কলম সারাচ্ছেন 'কলমের চিকিৎসক' মহম্মদ ইমতিয়াজ। প্যাডের ওপর খসখস করে লিখে পরীক্ষা করছেন উইলসন, পার্কার, শেফার, ম ব্লাঁ, ব্ল্যাক বার্ডদের।

১৯৪৫ সাল থেকে তিন প্রজন্ম ধরে কলমের হাসপাতাল চালাচ্ছে ইমতিয়াজের পরিবার। কালির পেন, বল পেন থেকে শুরু করে মোবাইল-কম্পিউটারের কী বোর্ড। কলমের রূপ এইভাবে দিনের পর দিন বদলালেও বদলে যায়নি এসএন ব্যানার্জি রোডের এই হাসপাতাল। কথায় আছে 'কালি, কলম, মন, লেখে তিনজন।' কিন্তু অসুস্থ কলমকে সুস্থ করার কারিগরের কথা বলেন ক'জন? এই সুস্থ করার দায়িত্ব প্রায় ৮০ বছর আগে নিয়েছিলেন ইমতিজায়ের দাদু শামসুদ্দিন। বাবা মহম্মদ সুলতানের হাত ধরে এখন ইমতিয়াজ ও তাঁর ভাই মহম্মদ রিয়াজ এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় কলেজ স্ট্রিট, কিরণ শংকর রোড সহ কলকাতার বুকে একাধিক জায়গার মতো কলম চিকিৎসালয়ের ঝাঁপ এখানেও পড়বে না তো? 'চিকিৎসক'-এর উত্তর, 'ডিজিটাল যুগে ক'জনই বা পেন দিয়ে লেখেন? বেশিরভাগই কালির পেন কেনেন উপহার দেওয়ার জন্য। অবশ্য অভ্যস্তরা এখনও এই পেনে ভরসা রাখছেন। কখনও দিনে ৫ জন, কখনও বা দিনে ১০-১৫ জন ক্রেতাও হয়। তবে যুব প্রজন্মের যথেষ্ট কলম সংগ্রহের শখ রয়েছে। ফলে বিক্রি খুব একটা খারাপ নয়।'

পেন 'হাসপাতালে' কলম পরীক্ষা 'চিকিৎসকের'।

সোমবার দুপুরে দোকানের দরজা খুলছিলেন 'চিকিৎসক'। 'রোগী' পার্কার সারাতে তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন হাইকোর্টে কর্মরত বিপ্লব দাস। বললেন, 'আইনজীবী ও বিচারকরা এখনও কালির পেন ব্যবহার করেন। খারাপ পেন সারাতে সবসময় চলে আসি এখানে। এছাড়াও আমার দাদু কালির কলম ব্যবহার করতেন। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে এখনও এখানে এসে কালি ভরাই কলমগুলিতে।' কোনও কলমে নিব নষ্ট, কারও আবার টিউব বদলাতে হবে বা ওয়াশার পালটাতে হবে। আলমারিতে ওষুধ মেলার আশায় সারি সারি সাজানো রয়েছে সেই 'অসুস্থ' কলমগুলি। চিকিৎসকের স্পর্শ পেলেই শিশুদের মতো কলমগুলিও মুহূর্তে সুস্থ হয়ে যায় বলে জানালেন ক্রেতারা। হাসতে হাসতে ইমতিয়াজ বলেন, 'আগে কালি পাওয়া যেত ২৫-৩০ টাকায়। এখন সেই কালির দাম কমপক্ষে ১০০ টাকা। ৩০-৪০-এর দশকের কলমও বিক্রি হয়েছে আমাদের দোকান থেকে। এখনও অর্ডার এলে ২০-৩০ হাজার টাকার কলম আমেরিকা সহ বাইরের দেশ থেকে আনানো হয়।'

পুরোনো, নতুন কালির পেনের সম্ভারে সেজে রয়েছে হাসপাতাল। কাচের কাউন্টারটি যেন অপারেশন টেবিল। যন্ত্রপাতি, স্ক্রু-ড্রাইভার, আতশকাচের মধ্যে মিশে রয়েছে নস্টালজিয়া। ইমতিয়াজের বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও যথেষ্ট চাহিদা থাকায় কালির কলম কখনই হারাবে না। টিমটিম করে হলেও ঝাঁপ পড়বে না দোকানের। ক্রেতারা প্রিয়জনদের উপহার দিয়ে তখনও বলবেন, 'তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক।' আর এই আশীর্বাদের ধারক-বাহক হয়ে থাকবে 'পেন হসপিটাল'।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১০ কার্তিক ১৪৩২

সংখ্যালঘুকেও চাই

অবস্থান আসলে নীতিগত নয়। ভোটের তাগিদে বদলে যায় অবস্থান। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের ভোল বদল সেই সত্যকে তুলে ধরছে। গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় শুভেন্দু অধিকারীর বিষনজরে পড়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এতই রুষ্ট হয়েছিলেন যে, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতি বদলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাঁর পালটা স্লোগান ছিল, যো হমারা সাথ হ্যায়, হম উনকা সাথ হ্যায়।

শুধু হিন্দু ভোটকে আপন করে পশ্চিমবঙ্গে এগিয়ে চলার দিকনির্দেশ করেছিলেন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানকারী শুভেন্দু। তারপর থেকে সংখ্যালঘুদের এড়িয়েই চলছিল রাজ্য বিজেপি। অন্য নেতারাও, বিশেষ করে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নানাভাবে হুমকিও দিতেন। সুকান্তকে এমন কথাও বলতে শোনা গিয়েছে যে, রাজ্যের শাসকদলের কথায় চললে গুলিও খেতে হতে পারে। বিজেপির আইটি সেল সুযোগ পেলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য বা ব্যঙ্গ, এমনকি আক্রমণ করতে ছাড়ত না।

হঠাৎই সেই অবস্থানে বদল দেখা যাচ্ছে কিছুদিন ধরে। যাঁরা একসময় বলতেন, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) করে সংখ্যালঘুদের অভারতীয় করে দেওয়া হবে, তাঁদের গলায় এখন ভিন্ন সুর। শুভেন্দু ও সুকান্ত দুজনকেই জোর গলায় বলতে শোনা যাচ্ছে, এসআইআর হলেও ভারতীয় মুসলিমদের কোনও ভয় নেই। তাঁরা ভোটার তালিকায় থেকে যাবেন। শুভেন্দু নিজের আগের অবস্থানকে কার্যত গিলে ফেলেছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরে এসে মাত্র দিন কয়েক আগে যিনি জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে, তিনি মুসলিম ভোট চান না- এমন কথা কখনও বলেননি। বরং তাঁর গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়েছে, 'মুসলিম ভোট আমরা পাই না।' যাতে স্পষ্ট যে, মুসলিম ভোটে এবার নজর পড়েছে বিজেপি নেতৃত্বের। এই ধারণা আরও মজবুত হয়েছে সম্প্রতি বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ নগেন রায় উত্তরবঙ্গের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোয়।

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন নামে নগেনের পৃথক সংগঠন থাকলেও তাঁর এই পদক্ষেপের বিরোধিতা বিজেপি করেনি। বরং ঘুরিয়ে এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। সরাসরি দলের পক্ষ থেকে মুসলিম ধর্মের ইমাম, মোয়াজ্জিন প্রমুখ পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক অন্য ধর্মের ভোটদাতাদের প্রতি ভিন্ন বার্তা দিতে পারে বলে সম্ভবত নগেনকে শিখণ্ডী খাড়া করে বিজেপি নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, বিজেপির এই অবস্থান বদলের নেপথ্য কারণ কী? এতদিনে স্পষ্ট হয়েছে যে, শুধু হিন্দু ভোটের ভরসায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল কার্যত অসম্ভব। গত কয়েকটি নির্বাচনে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাংলায় বেশকিছু আসনে সংখ্যালঘু ভোট ফলাফল নির্ধারণের নিয়ন্ত্রক। উত্তরবঙ্গে তুলনায় বিজেপির আসন সংখ্যা বেশি হলেও শুধু হিন্দু ভোট এর চেয়ে বেশি ভালো ফল নাও দিতে পারে। অথচ বাংলায় সরকার গড়ার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে আসন সংখ্যা এখনকার চেয়ে অনেক বাড়ানো প্রয়োজন।

এসআইআর করে যে সংখ্যালঘু ভোটারদের ঝেঁটিয়ে বাদ দেওয়া যাবে না, তা ইতিমধ্যে নানা সমীক্ষায় বুঝে গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। মনে হতেই পারে যে, সেকারণে মুসলিম ভোটের একাংশকে কাছে টানতে এখন ভারতীয় মুসলিম ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বিভাজনের কৌশল গ্রহণ করছেন শুভেন্দু, সুকান্তরা। শুধু মুসলিম বিদ্বেষের বা মেরুকরণের পথ থেকে কিঞ্চিৎ অপসারণ সেইজন্য।

উত্তরবঙ্গের অনেক কেন্দ্রে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে নস্যশেখরা বছরের পর বছর বংশপরম্পরায় বাস করছেন। তাঁদের অধিকাংশের নাগরিকত্বের প্রমাণ ও বসবাসের নথিপত্র আছে। এসআইআর হলেই তাঁদের বাদ দেওয়া অসম্ভব। যদি না বেআইনিভাবে জোর করে বাদ দেওয়া যায়। ফলে উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে রাজ্যসভা সাংসদ নগেনকে দিয়ে এই পদক্ষেপ করা হল। অর্থাৎ ভোটের তাগিদে চুলোয় যেতে পারে আদর্শগত অবস্থান।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

- শ্রীশ্রী রবি শংকর

বিহারে পাশা ওলটাতে পারেন পরিযায়ীরা

বিহারের ভোটে পরিযায়ীরা ২০ থেকে ৩০টি আসনের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারেন। সেদিকেই সবার চোখ।

চিরঞ্জীব রায়

দেহাতের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির টান। অথচ কোনও না কোনও বাধ্যতা তাঁদের ঘরছাড়া করেছে। বিহারের এই গোত্রীয় যে কোটি কোটি মানুষ, যাঁদের গালভরা পোশাকি নাম পরিযায়ী, তাঁরাই কিন্তু পারেন আগামী ৬ এবং ১১ নভেম্বর সমস্ত হিসেবনিকেশ তছনছ করে রাজ্য শাসনের রাজনীতির পাশা উলটে দিতে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যাটা ছিল মাত্রই ৭৫ লক্ষ। রাজ্যের জনসংখ্যার ৭.২ শতাংশ। ২০২২-'২৩ সালের বিহার জাতি গণনা ও কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের পরিসংখ্যান মোতাবেক সেই সংখ্যাটা বেড়ে তিন কোটি ছুঁয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক চারজন পূর্ণবয়স্কর মধ্যে একজন মূলত রুজির দায়ে ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। প্রধানত সরন, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ ও সীমাঞ্চল জেলার এই বাসিন্দাদের অনেকেই দিওয়ালি এবং ছটপুজোর সময় বাড়ি ফেরেন। এবারেও ফিরেছেন। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতিকদের অভিজ্ঞতা দিকনির্দেশ করছে, ভোট ও উৎসব কাছাকাছি হওয়ায় ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ পরিযায়ী মহান নাগরিক কর্তব্যটি সমাধান করতে থেকে যেতে পারেন এবং তার যথেষ্টই প্রভাব পড়তে পারে রাজ্যের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে। কারণ, অধিকাংশ কেন্দ্রেই হারজিতের ব্যবধান থাকে ১০ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে। এবং এই ব্যবধান গড়ে দিতে পরিযায়ীদের ভোট মোটেই হেলাফেলার নয়।

যে দল বা নেতারা চান না, প্রবাসীরা এসে ভোট দিয়ে শেষ খেলাটা দেখিয়ে দিক, তাঁদের জন্যও সুখবর আছে। ছুটির মঞ্জুরি, যাতায়াতের খরচ, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) এবং যে তাগিদে নিজভূম ছাড়তে বাধ্য হওয়া, সেই কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, এতগুলো বাধা টপকে তাঁদের ভোটের বোতাম টিপতে আসতে হবে। ফলে অংশগ্রহণ পর্বটি নিছক ডালভাত নয়।

তবুও পরিযায়ীদের গল্পটা মোটেই ছোট করে দেখতে চায় না বিহারের রাজনীতি। তার এক নম্বর কারণ যদি হয় সংখ্যা, দু'নম্বর কারণ অবশ্যই ধর্ম-জাতপাত আকীর্ণ ভোট-ময়দান। গোটা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বিহারের। সেই সংখ্যাটা তিন কোটি ছুঁয়েছে, এবং ভোটের বাজারে যে সেই সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা তেজস্বী যাদব থেকে নীতীশ কুমারদের নখদর্পণে। ২০২০ সালে, কোভিডের জেরে মাত্র ৩০ লক্ষ পরিযায়ী ব্যালট বাক্সের টানে দেহাতমুখী হন। সেই সংখ্যাটাও বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনি লড়াই হাড্ডাহাড্ডি করে ছেড়েছিল। রাজ্যের রাজা গড়ার পাঁচসালা খেলায় এবারও বিশেষজ্ঞরা তেমনই কাহিনীর আঁচ পাচ্ছেন।

পরিযায়ীদের দাবিদাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা খতিয়ে দেখলে পাল্লা কখনও নীতীশের কোলে ঝুঁকছে কখনও তেজস্বীর। পরিযায়ীদের অধিকাংশ ১৮ থেকে ৩৫-এর তরুণ। ঘরে ফেরার তাগিদে তাঁদের পেশার চাহিদা ঘোরতর এবং ভালোবাসার মানুষজন, পরিবেশ-প্রতিবেশ ছেড়ে দূরদেশে পাড়ি দিতে হয়েছে বলে বিহারে কর্মহীনতা নিয়ে, বলা বাহুল্য, তাঁরা হতাশ। আর, রাজ্যে এই কাজের অভাবটাই গদির স্বপ্ন বুনতে থাকা বিরোধী নেতা তেজস্বীর অস্ত্র। অন্যদিকে নীতীশের ভরসা, পরিযায়ী মহিলা ও পরিবার, যারা এনডিএ-র জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির পক্ষে রায় দিতে পারে।

চলতি বছরের অগাস্টে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'সি-ভোটার'-এর করা জনমত সমীক্ষা আভাস দিয়েছে, এনডিএ পাবে ৪২ থেকে ৪৮ শতাংশ ভোট। 'ইন্ডিয়া' ব্লকের ঝুলিতে আসবে ৩৭ থেকে ৪১ শতাংশ এবং প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরয' পাবে ১১ থেকে ১২ শতাংশ ভোট। পরিযায়ীরা ২০ থেকে ৩০টি আসনের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে, বিশেষ করে মাধেপুরা ও পূর্ণিয়ার মতো পরিযায়ী অধ্যুষিত জেলায়।

গোটা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বিহারের। সেই সংখ্যাটা তিন কোটি ছুঁয়েছে, এবং ভোটের বাজারে সেই সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা তেজস্বী যাদব থেকে নীতীশ কুমারদের নখদর্পণে। ২০২০ সালে, কোভিডের জেরে মাত্র ৩০ লক্ষ পরিযায়ী ব্যালট বাক্সের টানে দেহাতমুখী হন। সেই সংখ্যাটাও বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনি লড়াই হাড্ডাহাড্ডি করে ছেড়েছিল। রাজ্যের রাজা গড়ার পাঁচসালা খেলায় এবারও বিশেষজ্ঞরা তেমনই কাহিনীর আঁচ পাচ্ছেন।

পরিযায়ী ভোটের প্রভাব রাতকে দিন করতে পারে, দিনকে রাত। স্বভাবিকভাবেই এই তথ্য নিয়ে সংবাদমাধ্যম বা বিশেষজ্ঞদের অনেক আগে থেকে মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরাই, ঘরে যাঁদের আগুন লাগতে পারে। দীর্ঘ পাঁচ বছর গদি কেবল স্বপ্ন হয়েই থেকে যেতে পারে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে শরিক প্রত্যেকটি প্রথম সারির দল অতএব পরিযায়ীদের বুকে টানতে নিবিড় পরিকল্পনা নিয়ে ঝাঁপিয়েছে। যার সংগঠন যত গোছানো তাদের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সেটা সফল করার প্রচারাভিযানও ততটাই সুচারু। এবং এই পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে আশঙ্কার কথা বিভিন্ন দল প্রাথমিকভাবে মাথায় রেখেছে, সেটা হল, পরিযায়ী-ব্যালটের ক্ষমতা আছে বিহারের চিরাচরিত জাতপাতনির্ভর ভোটের হিসেবনিকেশ তছনছ করে দেওয়ার।

সেই জুলাই মাসেই এনডিএ অর্থাৎ, বিজেপি-জেডি(ইউ) জোট 'মাইগ্রান্ট ভোটার আউটরিচ' প্ল্যান বা পরিযায়ী ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করে ফেলে। দলের জাতীয় পর্যায়ের নেতা তরুণ চুঘ এবং দুষ্মন্ত গৌতমকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৫০ সদস্যের টাস্ক ফোর্স-এর মাধ্যমে তিন কোটি ভোটারকে দলে টানতে। সে প্রয়োজনে সমাজমাধ্যমের ও ফোনের অত্যন্ত সক্রিয় ব্যবহার শুরু হয়। শুরু হয় জনহিতকর কাজকর্ম এবং চাকরি থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বিলি। শুরু হয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে পরিযায়ীদের নিয়ে আসার প্রস্তুতি, এমনকি ছুটির বন্দোবস্ত করা।

আরজেডি-কংগ্রেসের জোটের পাল্লা ভারী করতে পরিযায়ীদের যন্ত্রণা, বঞ্চনা নিয়ে এবং তাঁদের জন্য পোস্টাল ব্যালট-বিধি সংস্কারের দাবিতে অগাস্টেই রাহুল গান্ধি 'যাত্রা' করেছিলেন। ক্ষমতায় এলে কর্মসংস্থানের বন্যা বইয়ে দেওয়ার দাবির পাশাপাশি তেজস্বী যাদব ২৬ লক্ষ পরিযায়ী ভোটারকে এসআইআর-এর রাস্তায় বাতিল করার অভিযোগে সওয়ার হয়েছেন। শপথ নিয়েছেন তাঁদের ভোটাধিকার ফেরানোর। অন্যদিকে প্রশান্ত কিশোর এনডিএ এবং ইন্ডিয়া-য় বীতশ্রদ্ধ শিক্ষিত পরিযায়ীদের তাঁর দলের লক্ষ্যবস্তু করেছেন। তাঁর অস্ত্র বিহারের দুর্নীতিমুক্তি এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বিভিন্ন পক্ষের এত আদর, এত প্রতিশ্রুতিতেও চিঁড়ে ভেজা অতটা সহজ নাও হতে পারে। ভোটার লিস্টে পরিযায়ীদের নাম সুনিশ্চিত করা থেকে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁদের নিয়ে এসে বুথের লাইনে দাঁড় করানো, কাজটা প্রায় পাহাড়প্রমাণ। গোদের ওপর এসএইআর নামক বিষফোড়ার জ্বালা।

প্রণয় রায়ের মতো পোড়খাওয়া মস্তিষ্কও বলছেন, জাতপাতনির্ভর (যাদব-মুসলিম জোটের) ভোট বা মহিলাদের মতিগতির মতো পরিযায়ী তত্ত্বও এক অজানা তাস। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ বলছে, পরিযায়ীদের ভোটের ৬০-৭০ শতাংশ জমা পড়লে মহিলা ও উচ্চবর্ণের ভোট যোগ করে এবং জন সূরয-এর কাছে যুব ভোট হারিয়ে এনডিএ-র আসন বেড়ে দাঁড়াবে ১১৯-১৩০। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১২২। উলটো দিকে, পরিযায়ীরা বুথমুখী না হলে বা এসআইআর-এর কোপ পড়লে লাভ হতে পারে 'ইন্ডিয়া' জোটের। সেক্ষেত্রে এনডিএ কোনওমতে জিতবে। মোটের ওপর, পরিস্থিতির বিচারে বিহারে পরিযায়ী ভোট কেবল এক বড় নির্ণায়ক নয়, রাজ্যের অর্থনীতির সঙ্গে ভোটের অঙ্ক মেশানো অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সমীকরণ। যে সমীকরণের গতিবিধি ১৪ নভেম্বরের আগে বোঝা বেশ জটিল।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সমাজকর্মী ভগিনী নিবেদিতা।

২০০২

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বনামধন্য কবি অন্নদাশঙ্কর রায়।

আলোচিত

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল নির্বাচনের কাজে প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহ নিশ্চিত করেন। এই **কর্মীরা** নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি করে থাকেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দায়বদ্ধতার কথা জানে এবং পালন করবে।

- জ্ঞানেশ কুমার

ভাইরাল/১

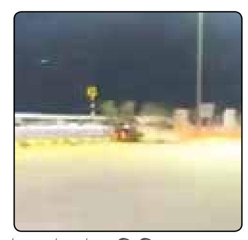

বাইক স্টান্টের ভিডিও শেয়ার করতেন ২২ বছরের বিটেক পড়ুয়া। হিমাচলের কিরাতপুর-মানালি হাইওয়েতে বাইক নিয়ে স্টান্ট দেখাচ্ছিলেন। বাইকটি রাস্তায় স্লিপ করে দ্রুতগতিতে ফুটপাথে ধাক্কা মারে। তরুণের মৃত্যু।

ভাইরাল/২

কানাডায় ভারতীয়দের প্রতি অসন্তোষ বাড়ছে। ওকভিলে ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়েছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ তরুণ। সেখানে কর্মরত এক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে তাঁর তুমুল তর্কাতর্কি হয়। তরুণ বলেন, 'তুমি ভারতীয়, তোমার দেশে ফিরে যাও।' ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

স্বাস্থ্য পরিষেবায় গলদে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে

আজকের দিনে অসুস্থতা মানেই শুধু শারীরিক কষ্ট নয়, সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আর্থিক ও মানসিক দুশ্চিন্তা। একজন মানুষ অসুস্থ হলে পরিবারের প্রথম ভাবনা হয়, চিকিৎসার খরচ কেমন হবে? হাসপাতাল বা প্রাইভেট নার্সিংহোমের বিলের চাপ আজ মধ্যবিত্ত পরিবারকে অসহায় করে তুলেছে। মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন এমন এক বিলাসে পরিণত হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি দেশে প্রতি ১০০০ জনের জন্য একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। সে তুলনায় ভারতে প্রতি ৮৩৪ জনের জন্য একজন ডাক্তার রয়েছেন অর্থাৎ সংখ্যায় ঘাটতি নেই। কিন্তু তবুও দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা চিন্তার কারণ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাফিয়ারাজ, দালালচক্র ও ভুয়ো চিকিৎসা আজ এক গভীর বাস্তবতা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বছরে যে সংখ্যক অপারেশন হয়, তার প্রায় ৪৪ শতাংশই ভুয়ো। ভুয়ো ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় টেস্ট, এমনকি মৃত রোগীর চিকিৎসা- এসব এখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

বিশেষ করে প্রাইভেট নার্সিংহোমে ব্যবসায়িক মনোভাব এতটাই প্রকট যে, সেখানে রোগীর জীবনের চেয়ে অর্থ উপার্জনই যেন প্রধান লক্ষ্য। অকারণ টেস্ট ও অপারেশনের চাপ, অতি ব্যয়বহুল বিল, আর দালালদের দৌরাত্ম্য- এসবই সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। প্রতিবছর প্রায় ৮ থেকে ৯ শতাংশ ভারতীয় পরিবার চিকিৎসার খরচ বহন করতে না পেরে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালেও অব্যবস্থা, বেডের অভাব, অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়া এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ক্রমে বেড়ে চলেছে। ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে প্রাইভেট পরিষেবার দিকে ঝুঁকছেন, আর সেই সুযোগে দালালরাজ আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এখনই প্রয়োজন সরকার ও প্রশাসনের দৃঢ় পদক্ষেপ। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যবসা থেকে মুক্ত করে মানবিক ও ন্যায্য পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারি হাসপাতালগুলির অবকাঠামো উন্নত করতে হবে এবং ভুয়ো চিকিৎসা রোধে কড়া নজরদারি চালাতে হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকার, বিলাসবস্তু নয়। তাই দরকার সৎ উদ্যোগ, জবাবদিহি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে চিকিৎসার জগতে আস্থা, সেবা ও নৈতিকতা ফের ফিরিয়ে আনা যায়।

রেনেসাঁ মৌলিক, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গভীরে লুকিয়ে এক অনন্য জীবনদর্শন

ছট মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান শেখায়, পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার পাঠ পড়ায়। দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

সুব্রত পাল

প্রকৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের সংলগ্নতা- ছট মহাপর্বের গভীরে লুকিয়ে আছে এক অনন্য জীবনদর্শন। এটি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উৎসব- সূর্য, জল, বায়ু ও ধরিত্রী এই চার উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এটি মানুষকে শেখায় প্রকৃতির সঙ্গে কীভাবে সহাবস্থান রেখে চলতে হয়, কীভাবে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয়, তাও। ছটপুজোয় ব্যবহৃত উপকরণগুলিও মূলত প্রাকৃতিক- মাটির প্রদীপ, ফল, দুধ, আখ, গম বা চালের তৈরি ঠেকুয়া- সবই পরিবেশবান্ধব ও জীবনের স্বাভাবিকতার প্রতীক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই ব্রত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্যরশ্মি মানবদেহে ভিটামিন-ডি তৈরি করে, যা হাড় ও রক্তের জন্য অপরিহার্য। নির্জলা উপবাস শরীরকে বিষমুক্ত করে, মনকে সংযত করে, আত্মাকে শুদ্ধ করে-যেন এক প্রাকৃতিক ডিটক্সের আধ্যাত্মিক রূপ।

সামাজিক সাম্য ও মানবিক ঐক্যের প্রতীক- ছটপুজোর সবচেয়ে অনন্য দিক হল এর সামাজিক সাম্যবোধ। এখানে কোনও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, জাতি-বর্ণ, ধনী-দরিদ্রের কোনও বিভাজন নেই। সবাই একই জলে দাঁড়িয়ে একই সূর্যকে প্রণাম করে- যা ভারতীয় সমাজে একতার, মানবতার ও সমানাধিকারের বার্তা বহন করে। গ্রামের নারী যেমন এতে অংশ নেন, তেমনি মহানগরের ব্যস্ত কর্মজীবী মানুষও। এই মিলনমেলা ধর্মীয় সীমা ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর মানবিক সমাজচেতনা তৈরি করে।

পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের সেতু- ছট উৎসব পরিবারের বন্ধনকেও দৃঢ় করে। ব্রত পালনকারী নারীর সঙ্গে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যুক্ত থাকেন- পুজোর উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে ঘাটে যাওয়া পর্যন্ত। ঘাটে ছটগান, ঢোলের আওয়াজ, ধূপের গন্ধ ও নদীর জলে সূর্যের প্রতিফলন- সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয় এক অতুলনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ছোটরা শেখে ভক্তি, সংযম ও সহানুভূতি- এই উৎসব তাই এক জীবন্ত বিদ্যালয়ের মতো, যেখানে মানুষ নিজেকে চিনতে শেখে, সমাজকে বুঝতে শেখে।

চিরন্তন আলোর জয়গান- ছট মহাপর্ব আসলে সূর্য, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্গত সম্পর্কের এক উৎসব। এটি শেখায় আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংযম ও কৃতজ্ঞতা। অস্তগামী সূর্যের প্রতি অর্ঘ্য হল জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা- যেখানে মানুষ অতীতের সমস্ত ক্লান্তি, ব্যর্থতা ও অন্ধকারকে প্রণাম জানায়, আর উদীয়মান সূর্যের অর্ঘ্য হল নবজাগরণের প্রতীক- যেখানে নতুন সূর্য নতুন আশার বার্তা বয়ে আনে। তাই বলা যায়, ছট কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আলোর আরাধনা, জীবনের জয়গান, আত্মশুদ্ধির সাধনা। যতদিন সূর্য উদিত হবে, যতদিন মানুষের হৃদয়ে আলোর আকাঙ্ক্ষা থাকবে, ততদিন ছট মহাপর্ব তার চিরন্তন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে- আলোর, বিশ্বাসের ও মানবতার জয়গান হয়ে।

তবে আধুনিক যুগে এই উৎসব কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। নদী ও জলাশয়গুলির দূষণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার, কৃত্রিম আলো-শব্দ দূষণ এবং অনিয়ন্ত্রিত ভিড় এই পবিত্র উৎসবের স্বচ্ছতা নষ্ট করছে। তাই প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব উপায়ে এই ব্রত পালনের- নদী পরিষ্কার রাখা, প্লাস্টিকমুক্ত উপকরণ ব্যবহার করা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতায় ঘাটগুলিকে নিরাপদ রাখা। এইভাবে ব্রতের আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃতির ভারসাম্য দুটোই রক্ষা করা সম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলচরের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, শত্রুতা অথবা প্রতিযোগিতাও হতে পারে ৩। ঠান্ডা করা ৫। ফুলের কলি বা কুঁড়ি ৬। অবলম্বন, পুঁজি, সংস্থান বা জীবিকা ৭। লক্ষ্মণের বউ ৯। সংখ্যার তথ্যপঞ্জি বা তথ্যভিত্তিক দিক নির্দেশ ১২। মাহাত্ম্য বা গৌরব ১৩। এক রাতের মধ্যে, সকাল হবার উপায় নেই।

উপর-নীচ : ১। উন্মেষ, কোনও ব্যক্তির অসাধারণ সৃজনীশক্তি ২। মৃতদেহ, যে দেহে আর প্রাণ নেই ৩। মাছের ফুলকার ঢাকনা ৪। নাকের নীচে পরার ঝুলন্ত অলংকার ৫। একটি ফল যার সঙ্গে রামায়ণের শবরীর সম্পর্ক আছে ৭। সংখ্যায় কম ৮। বিপদ সংকেত ৯। ফুলের রেণু ১০। বিভীষণের বউ ১১। ঝাঁটা বা সম্মার্জনী।

সমাধান ■ ৪২৭৬

পাশাপাশি : ১। তাড়কা ৪। মউনি ৫। বিপ্র ৭। ইজারা ৮। শতানীক ৯। নেপচুন ১১। আউল ১৩। টালি ১৪। হজমি ১৫। নরুন।

উপর-নীচ : ১। তাউই ২। কামরা ৩। অনির্দেশ ৬। প্রতীক ৯। নেওটা ১০। নরহরি ১১। আমিন ১২। লন্ঠন।

বিন্দুবিসর্গ

হাজিরার নির্দেশ মুখ্যসচিবদের

পথকুকুর মামলায় রুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যগুলির গাফিলতিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ৩ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকতে হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা ও দিল্লি পুরনিগমের মুখ্যসচিবদের হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কারণ এই তিন প্রশাসনই ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁদের আদেশ বাস্তবায়নের হলফনামা জমা দিয়েছে।

এদিনের শুনানিতে বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা ও এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ রাজ্যগুলির প্রতি কড়া ভাষায় মন্তব্য করে বলেন, 'সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও অধিকাংশ রাজ্যই কোনও হলফনামা দেয়নি। অফিসাররা কি খবরের কাগজ পড়েন না বা সোশ্যাল মিডিয়া দেখেন না? বিষয়টি সব সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি নোটিশ না পেলেও উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। এবার ৩ নভেম্বর সবাইকে হাজির থাকতে হবে, প্রয়োজনে আমরা অডিটোরিয়ামে বসে শুনানি করব।' বেঞ্চ আরও

জানায়, যদি কোনও মুখ্যসচিব নির্দিষ্ট তারিখে হাজির না হন, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশুদের ওপর পথকুকুরদের আক্রমণ ও ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই মামলাটি শুনছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই ধরনের ঘটনার ফলে দেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পথকুকুর সমস্যা এখন মানবিক ও প্রশাসনিক সংকটে পরিণত হয়েছে।'

এর আগে ২০২৩ সালের ১১ অগাস্ট, বিচারপতি পারদিওয়ালার বেঞ্চ দিল্লি প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় পথকুকুরদের শেল্টার হোমে পাঠানোর জন্য। সেই নির্দেশ নয়ডা, গুরুগ্রাম ও গাজিয়াবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়। এই নির্দেশ নিয়ে দেশজুড়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়, ফলে পরবর্তী সময়ে বিষয়টি বর্তমান বেঞ্চে স্থানান্তরিত হয়।

পরবর্তীতে ২২ অগাস্ট, তিন বিচারপতির বেঞ্চ ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে জানায়, টিকাকরণ ও বন্ধ্যাত্বকরণের পর র‍্যাবিস আক্রান্ত কুকুর ছাড়া বাকিদের মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে। তবে রাস্তায় নির্বিচারে কুকুরদের খাওয়ানো নিষিদ্ধ। একই সঙ্গে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে পশু জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন কতটা কার্যকর হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে বলা হয়। এনজিও ও আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল।

ছটপুজোয় অর্ঘ্যদান। সোমবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে।

অজি ক্রিকেটারদেরই দোষ : বিজয়বর্গীয়

ভোপাল, ২৭ অক্টোবর : গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের ২ সদস্যের শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দেশে। এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তাঁর মতে, হোটেলের বাইরে বার হওয়ার আগে ওই মহিলা ক্রিকেটারদের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত ছিল।

এ ধরনের ঘটনা থেকে সবার শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন বিজয়বর্গীয়। তিনি বলেন, 'ক্রিকেটারদের হোটেল থেকে বার হওয়ার আগে নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশকে জানানো উচিত ছিল। কারণ, ওঁদের নিয়ে একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।' ঘটনাটিকে ইন্দোরের লজ্জা বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতা।

একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার

'ওঁরা গেলেন কেন'

মহিলা ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার ইন্দোরে টিম হোটেল থেকে বার হয়ে একটি ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন দলের ২ সদস্য। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক যুবক তাঁদের শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। অস্ট্রেলিয়া দলের তরফে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে অভিযুক্ত আকিলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে বিতর্ক থামেনি। বিদেশি ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। দলের নেতা অরুণ যাদব বলেন, 'ইন্দোরের ঘটনায় স্পষ্ট যে, আমরা অতিথিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছি।' বিজয়বর্গীয়র মন্তব্যের সমালোচনা করে কংগ্রেস নেতা বলেন, 'মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কৈলাস বিজয়বর্গীয় নির্যাতিতাদের দায়ী করেছেন।'

উমরদের মামলায় পুলিশকে ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : দিল্লি হিংসা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ, শরজিল ইমাম সহ একাধিক পড়ুয়া নেতার জামিন মামলায় দিল্লি পুলিশের বিলম্বে ক্ষোভ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, 'জামিনের বিষয়ে পালটা হলফনামা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমরা আপনাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছি।'

দিল্লি পুলিশের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আদালতের কাছে দুই সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন জবাব জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আদালত সেই অনুরোধ খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছে, শুক্রবারই শুনানি হবে এবং তার আগেই জবাব দাখিল করতে হবে। বেঞ্চ মনে করিয়ে দেয়, আগের শুনানিতেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ২৭ অক্টোবর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

আদালত আরও জানতে চায়, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বিচারাধীন অভিযুক্তদের জামিন কি শুধুমাত্র বিচার বিলম্বের ভিত্তিতে দেওয়া যায় কি না, সেই বিষয়ে দিল্লি পুলিশের মতামত কী? এই প্রসঙ্গে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার বলেন, 'যথেষ্ট সময় দেওয়া সত্ত্বেও এখনও যদি প্রস্তুতি না থাকে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।'

উমর খালিদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, অভিযুক্তরা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিনা বিচারে জেলে রয়েছেন। আরেক সিনিয়ার আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'এই মামলার মূল বিষয়ই বিচার প্রক্রিয়ার বিলম্ব। এখন আর দেরি করার সুযোগ নেই।'

দিল্লি হাইকোর্ট এর আগে জামিন খারিজ করে জানিয়েছিল, দিল্লি হিংসায় উমর খালিদ ও শরজিল ইমামের ভূমিকা 'গুরুতর'। তাঁরা এমন বক্তব্য রেখেছিলেন, যা মুসলিম সমাজকে উসকে দিতে পারত। আদালত বলেছিল, 'শুধুমাত্র দীর্ঘ কারাবাস বা বিচার বিলম্বের কারণে জামিন দেওয়া কোনও সাধারণ নিয়ম নয়।'

এখন সুপ্রিম কোর্টের নজর শুক্রবারের শুনানিতে, যেখানে দিল্লি পুলিশের জবাবের ওপরই নির্ভর করবে অভিযুক্তদের পরবর্তী আইনি ভবিষ্যৎ।

জাকিরের জন্য লাল কার্পেট

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর : বিতর্কিত ধর্ম প্রচারক তথা পলাতক ভারতীয় নাগরিক জাকির নায়েককে বাংলাদেশে লাল কার্পেটে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলছে। ২৮ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে জাকির নায়েকের। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ঢাকার হোলি আর্টিসান বেকারিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর জাকির নায়েকের পিস টিভিকে নিষিদ্ধ করেছিল তৎকালীন আওয়ামি লিগ সরকার। হামলায় জড়িত জঙ্গিদের একজন স্বীকার করেছিল জাকির নায়েকের বক্তৃতা তাকে সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর দিনকয়েক বাদেই জাকির নায়েক ভারত থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নেন।

এদিকে ভারতে ঘৃণাত্মক বক্তব্য প্রচার এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ উসকে দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির (বর্তমানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা) বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে। এমন একজনকে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেওয়া ইউনূস সরকারের সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে অবস্থান বদলের ইঙ্গিত।

গত বছর পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন জাকির নায়েক। সেখানেও তাঁকে লাল কার্পেট পেতে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার নেতাদের সঙ্গে দেখা যায়, যাদের মধ্যে ছিল লস্কর কমান্ডার মুজাম্মিল ইকবাল হাশমি, মুহাম্মদ হারিস দার এবং ফয়সাল নাদিম। ৩ জনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করেছে আমেরিকা।

ডিজিটাল গ্রেপ্তারিতে সব রাজ্যকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : দেশজুড়ে বাড়তে থাকা 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'-র ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এই ধরনের সাইবার প্রতারণার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোটিশ পাঠিয়ে কোথায় কতগুলি 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার'-এর এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য ৩ নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। হরিয়ানার আম্বালায় এক প্রৌঢ়াকে আদালতের ভুয়ো নির্দেশ দেখিয়ে ১.০৫ কোটি টাকা হাতানোর ঘটনার পরই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি হাতে নেয় শীর্ষ আদালত।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, অধিকাংশ সাইবার প্রতারণা বিদেশ থেকে পরিচালিত হয়, বিশেষ করে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড থেকে। আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে, এই অপরাধগুলির তদন্তে কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে পদক্ষেপ করা যায়, তার পরিকল্পনা পেশ করতে। প্রয়োজনে বাইরের সাইবার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিষয়ও বিবেচনা করতে বলেছে আদালত।

পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হরিয়ানা থেকে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী ও ৫৩ তম প্রধান বিচারপতি হতে চলেছেন সূর্য কান্ত। বর্তমান প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের পর তিনি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। গাভাই শীর্ষ আদালতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সূর্য কান্তের নাম প্রস্তাব করেছেন। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাম চলে গিয়েছে। এখন শুধু কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষা।

সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি গাভাই ২৩ নভেম্বর

কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব

অবসর নিচ্ছেন। সূর্য কান্ত-ই প্রথম হরিয়ানার সন্তান যিনি ওই পদে বসতে চলেছেন। সূর্য কান্তের জন্ম হরিয়ানার হিসারে ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য আইনের সঙ্গে যুক্ত নন। এদিক থেকে তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। পড়াশোনা শুরু গ্রামের স্কুলে। সূর্য কান্তের আইনের ডিগ্রি ১৯৮৪ সালে মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় (এমডিইউ) থেকে। আইনজীবী হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবনের শুরু হিসারের জেলা আদালতে।

এসেছে শরৎ হিমের পরশ... আমেরিকার কিন্টলা হ্রদ। সোমবার।

ব্রিটেনে ধর্ষিত ভারতীয় তরুণী

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের নৃশংসতম বহিঃপ্রকাশ ঘটল ব্রিটেনে। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে ধর্ষিত এক ভারতীয় তরুণী। অভিযুক্ত একজন শ্বেতাঙ্গ তরুণ। শনিবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এটিকে বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব প্রসূত ঘটনা বলে স্বীকার করে নিয়েছে ব্রিটিশ পুলিশ। ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মহিলাকে একটি রাস্তার মাঝে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। তাঁর পোশাক ছিঁড়ে গিয়েছিল। কথাবার্তাও অসংলগ্ন। তরুণীকে উদ্ধার করার পর জানা যায়, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্তের ছবি প্রকাশ করেছে পুলিশ। তাকে গ্রেপ্তার করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। তরুণী ভারতীয় শিখ বলে ব্রিটেনের শিখ ফেডারেশন জানিয়েছে।

বর্ণবিদ্বেষের শিকার

কভেন্ট্রি সাউথের সাংসদ জারা সুলতানা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'শনিবার, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে পঞ্জাবি বংশোদ্ভূত এক তরুণীকে বর্ণবিদ্বেষের জেরে ধর্ষণ করা হয়েছে। গত মাসে ওল্ডবারিতেও একজন শিখ মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল বর্ণবিদ্বেষের কারণেই।'

'জামতাড়া' শচীন নেই

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মাত্র পঁচিশেই শেষ জীবন। আত্মঘাতী হলেন নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ 'জামতাড়া ২'-র অভিনেতা ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শচীন চাঁদওয়াড়ে। ২৩ অক্টোবর পুনের ফ্ল্যাট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ধুলের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ২৪ অক্টোবর ভোররাতে মৃত্যু হয় এই প্রতিভাবান অভিনেতার।

ভারতের ৭ রাজ্য বাংলাদেশে!

পাক সেনাকর্তাকে 'কাল্পনিক মানচিত্র'

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর থেকে ভারত বিরোধী কাজকর্মে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর সঙ্গে যোগ্য সংগত করেছে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা ও রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ। যাদের পিছনে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জার সঙ্গে ঢাকায় নিজের সরকারি বাসভবনে বৈঠক করেন ইউনূস। সেখানে পাক সেনাকর্তার হাতে উপহার হিসাবে তুলে দেন 'আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ' নামে একটি বই। সেই বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

প্রচ্ছদের ছবিতে ভারত-বাংলাদেশের মানচিত্রকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের মানচিত্রটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যেন মনে হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য বাংলাদেশের অংশ। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা বহু দিন ধরেই এই রাজ্যগুলিকে তাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করার হুমকি দিচ্ছে। কিছুদিন আগে চিনে

গিয়েও ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন ইউনূস। বঙ্গোপসাগরকে বাংলাদেশের এলাকা বলে দাবি করেছিলেন। এবার পাকিস্তানের সেনাকর্তাকে তাঁর কাল্পনিক বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা বই উপহার দেওয়ার ঘটনাকে মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না কূটনৈতিক মহল। বিষয়টি ভারতকে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা বলেই মনে করা হচ্ছে।

সাতারা'র ধর্ষণে ময়নাতদন্তে দেরি

পুনে, ২৭ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের সাতারায় তরুণী চিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনার জট যেন খুলছেই না। নানা অভিযোগ সামনে আসছে। প্রতিদিনই তদন্ত নতুন দিকে বাঁক নিচ্ছে। সোমবার মৃতার পরিবার তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে।

শুধু তা-ই নয়, পরিবারের অজান্তেই দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন, ঘটনায় পুলিশ অফিসার জড়িত বলেই কি তদন্তে ঢিলেমি?

মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ, 'আমাদের অনুপস্থিতিতেই বাড়ি থেকে দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উচিত ছিল পরিবারের লোকের সামনে সবটা করা। কিন্তু তা করেনি। এমনকি সকাল ৬টা পর্যন্ত তাঁর ময়নাতদন্ত করার জন্য কেউ ছিলেন না।' তিনি জানান, রাজ্য পুলিশের তদন্তের ওপর ভরসা

অভিযোগ পরিবারের

নেই পরিবারের। ভাইয়ের দাবি, অন্য রাজ্যের কোনও মহিলা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত হোক! তাঁর আশঙ্কা, অভিযুক্ত সহকর্মীকে বাঁচাতে তদন্তে প্রভাব খাটাচ্ছে পুলিশ।

এফডিআইয়ের সীমা বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) সীমা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। বর্তমানে এই সীমা ২০ শতাংশ। অর্থমন্ত্রক ও রিজার্ভ ব্যাংকের মধ্যে এই প্রস্তাব নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে আলোচনা চলছে, যদিও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সরকারি সূত্রে খবর, এতে বিদেশি মূলধন আকর্ষণ ও ব্যাংকগুলির আর্থিক ভিত্তি মজবুত করার সুযোগ তৈরি হবে।

আমেরিকায় বন্ধের পথে খাদ্য প্রকল্প

ওয়াশিংটন, ২৭ অক্টোবর : ট্রাম্প জমানায় বেনজির মানবিক সংকটে আমেরিকা। বন্ধ হতে বসেছে দেশের সবচেয়ে বড় খাদ্য সহায়তা প্রকল্প সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (এসএনএপি)। সোমবার একথা জানিয়েছে মার্কিন কৃষি সচিব ব্রুক রলিন্স। খাদ্য সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন আমেরিকার ৪ কোটি মানুষ। অর্থাৎ প্রতি ৮ জন মার্কিন নাগরিকের অন্তত একজন এই প্রকল্পের উপভোক্তা। এর মাধ্যমে পরিবার পিছু খাদ্যে ভরতুকি বাবদ ৭১৫ ডলার পর্যন্ত দেওয়া হয়। এমন একটি প্রকল্প বন্ধ হলে গোটা আমেরিকায় আর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কৃষিমন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক অচলাবস্থার (শাটডাউন) কারণে খাদ্য সহায়তা প্রকল্পের বরাদ্দ তলানিতে ঠেকেছে। সবদিক খতিয়ে দেখে নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। চলতি অবস্থার জন্য বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করা হয়েছে বিবৃতিতে। ডেমোক্র্যাটরা অবশ্য প্রকল্প বন্ধের দায় নিতে রাজি নয়। তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ ট্রাম্প সরকার। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা শাটডাউনের কারণে প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা না গেলে জরুরি তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডেমোক্র্যাট পার্টির কংগ্রেস সদস্য রোজা ডিলাউরো ও অ্যাঞ্জি ক্রেগ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে এত নিষ্ঠুর ও বেআইনি কাজ করেনি।' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিরোধীদের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন।

রুবিওর আশ্বাস

কুয়ালালামপুর, ২৭ অক্টোবর : ট্রাম্প সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায়, কিন্তু ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও একথা স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন, আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ভারতের কাছে উদ্বেগের বটে। কিন্তু রুবিও বিশ্বাস করেন ভারত 'পরিণত মন' ও 'বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীতে' বিষয়টি দেখবে।

আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দেওয়া উপলক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাতার যাওয়ার পথে রুবিও সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বাড়ানোর সুযোগ দেখতে পাচ্ছি।' তিনি বলেছেন, 'দেখুন যাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, এমন বহু দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আছে। এটাই বাস্তববাদ।'

ভুয়ো চাকরিতে সাড়ে ৩৭ লক্ষ

জয়পুর, ২৭ অক্টোবর : চাকরি নেই। অফিসেও যেতে হয় না। কিন্তু 'বেতনে' কোনও ছেদ নেই। মাস গেলে মোটা টাকা নিয়মিতই ঢুকে যাচ্ছিল তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এমনই অবিশ্বাস্য দুর্নীতির খবর মিলল মরুরাজ্য রাজস্থান থেকে। রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা প্রদ্যুম্ন দীক্ষিত স্ত্রী পুনমের নামে দু'টি বেসরকারি সংস্থায় ভুয়ো চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। পুনম একদিনও অফিসে না গিয়েই দু'বছর টানা বেতন তুলেছেন, অঙ্কের হিসাবে প্রায় ৩৭.৫৪ লক্ষ টাকা! অভিযোগ, প্রদ্যুম্ন ওরিয়নপ্রো সলিউশনস

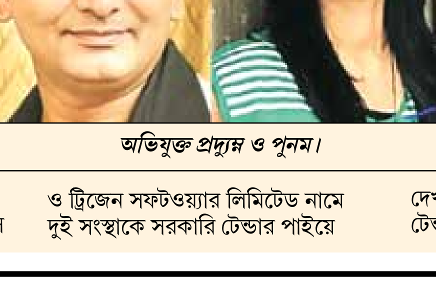

অভিযুক্ত প্রদ্যুম্ন ও পুনম।

ও ট্রিজেন সফটওয়্যার লিমিটেড নামে দুই সংস্থাকে সরকারি টেন্ডার পাইয়ে দেন। আর তার বিনিময়ে নিজের স্ত্রীকে কর্মী ও ফ্রিল্যান্সার হিসাবে দেখিয়ে মাইনে পাওয়ার ব্যবস্থাও করেন। রাজস্থান হাইকোর্টে মামলা দায়েরের পর দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি) তদন্তে নামে। তারা জানায়, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুনমের পাঁচটি ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকার লেনদেন হয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর, স্বামীর অনুমোদনেই জমা পড়েছে তাঁর 'ভুয়ো উপস্থিতির' রিপোর্ট! তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, এই ভুয়ো বেতন এবং সরকারি টেন্ডারের মধ্যে ঠিক কী যোগসূত্র রয়েছে।

'গোরেহাব্বা' নিয়ে কটু মশকরা

বেঙ্গালুরু, ২৭ অক্টোবর : কর্ণাটকের গুমতাপুরা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী 'গোরেহাব্বা' উৎসবকে কটাক্ষ করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন ইউটিউবার টাইলার অলিভেরা। দেওয়ালির পরের দিন পালিত এই উৎসবে গোবর ছুড়ে আনন্দ করেন গ্রামের মানুষ। স্থানীয়দের বিশ্বাস, দেবতা বীরেশ্বর স্বামীর জন্ম গোবর থেকেই। তাই উৎসবটি শুদ্ধতার প্রতীক।

অভিযোগ, অলিভেরা তাঁর ভিডিওতে উৎসবটিকে 'ভারতের গোবর ছোড়ার উৎসব' বলে উপহাস করেন। শুধু তা-ই নয়, এই বিষয়ে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, 'গোবর ছোড়ার উৎসবে গিয়ে খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হল। জঘন্য ব্যাপার। জীবনে এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। আর কখনও ওখানে যাব না। আপনারা প্রার্থনা করুন, যেন আমি বেঁচেবর্তে থাকি।'

টাইলারের চ্যানেলের ফলোয়ার সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও বেশি। গোরেহাব্বা

বিতর্কে মার্কিন ইউটিউবার

উৎসবে অংশগ্রহণ করার পর তা নিয়ে একটি টিজার ক্লিপ প্রকাশ করেন ওই ইউটিউবার। যার শিরোনাম ছিল, 'ইনসাইড ইন্ডিয়াজ পুপ-থ্রোয়িং ফেস্টিভ্যাল'।

ভিডিওটি প্রকাশের পরই ভারতীয় সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। বহু ব্যবহারকারী অসন্তোষ জানিয়ে যা লেখেন তার সার কথা, ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদ্রুপ করার সাহস পান কোথা থেকে ওই মার্কিন ইউটিউবার! তিনি ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্মকথা না বুঝেই মশকরা করেছেন তা নিয়ে। এতে তাঁর মূর্খতাই প্রকাশ পেয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের উৎসব ও সংস্কৃতিকে হালকা হাসিঠাট্টার উপকরণ হিসাবে তুলে ধরা পশ্চিমী

কনটেন্ট নির্মাতাদের দীর্ঘদিনের প্রবণতা। এতে শুধু ভুল ধারণাই তৈরি হয় না, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতারও অবমাননা ঘটে।

হিটের আশায় সলমনের গোবিন্দা শরণম

হিট নেই হিট চাই। তাই সলমন খানের নতুন রণনীতি। তার জন্যই কি গোবিন্দা শরণে? গোবিন্দার সঙ্গে গাঁটছড়ার প্ল্যান? লেখায় শবরী চক্রবর্তী

সলমন খান কি আবার গোবিন্দার সঙ্গে ছবি করবেন? তাহলে সেই পার্টনার আসছে? ব্যাটল অফ গালওয়ান-এর কী হল?

চিরকালই সলমন খান অন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে এসেছেন। সে নতুন কিংবা তেমন নামি নয়, এমন নায়িকা হোক বা পড়তি দশা নায়ক।তাঁদের ডুবতে থাকা কেরিয়ারের নৌকোকেও পাড়ে লাগিয়েছেন। তেমনই একজন গোবিন্দা। সেই পার্টনার ছবির কথা মনে আছে? লাভগুরু হয়েছিলেন সলমন, তার শাকরেদ গোবিন্দা—তাঁকে প্রেম কী করে করতে হয়, শেখানোর ভার নিয়েছিলেন সলমন। সে ছবি বেশ হিট হয়েছিল। কমেডিতে গোবিন্দা এনিতেই সিদ্ধহস্ত, তার ওপর সলমন, ক্যাটরিনা, লারা দত্ত—জমে গিয়েছিল বিষয়টা।

ছবি চলল, সলমন ক্রমশ ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। গোবিন্দা অবশ্য আরও তলানিতে ঠেকলেন, তাঁর একই ধরনের কমেডি তেমন গুরুত্ব পেল না। এরপর তাঁকে আর প্রায়ই দেখা গেল না। আবার সলমনও এতদিন পর হোঁচট খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই। সমসাময়িক এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী (যতই মুখে বন্ধুত্বের বড়াই করুন বা শাহরুখ বলুন, সলমনের ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি, প্রতিযোগিতা আছেই)শাহরুখ পরপর হিট দিচ্ছেন। সেসব অ্যাকশন ফিল্ম, এতদিন যে অস্ত্রে যুদ্ধ জিতেছেন সলমন। এই ৫৯ বছর বয়সে শাহরুখ সেই অস্ত্রেই দর্শককে ঘায়েল করছেন।কিন্তু সলমনের অন্য ছবি তো বটেই, যশ রাজ ফিল্মসের টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজির টাইগার ৩ অবধি ভালো চলেনি। ৪০০ কোটির ছবি ২০০ কোটি তুলতে হিমশিম খেয়েছে, তাও সিনেমা হল থেকে কতটা, আর নানা রাইটস বিক্রি করে কতটা—তার হিসেব নেই। এদিকে দক্ষিণের ছবি পরপর হিট করছে, প্যান-ইন্ডিয়া বলে একটা মডেলই তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই দক্ষিণী পরিচলক এ পি মুরুগাদোসের সঙ্গে করলেন সিকান্দর, সঙ্গে হাঁটুর বয়সী নায়িকা রশ্মিকা মানডানা—তাও চলল না। গল্পটায় দম ছিল। মৃত স্ত্রীর শরীরের অঙ্গ অন্য শরীরে প্রতিস্থাপন করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা, পরোক্ষে। চলল না। চলার কথাও নয়। এরকম নরম, স্নিগ্ধ প্রেমিকের মতো সলমনকে আর দেখতে নেই।

তাই বেছে, রীতিমতো অঙ্ক কষে ছবি বাছছেন সলমন। ব্যাটল অফ গালওয়ানে বীর ভারতীয় সেনার ভূমিকায় আসছেন তিনি। গালওয়ানে চিন-ভারতীয় সেনাদের হাতাহাতি নিয়ে নির্মীয়মান এই ছবি।

এর মধ্যে এল গোবিন্দার সঙ্গে তাঁর ছবি করার খবর। বিগ বস ১৯-এ গোবিন্দা-পত্নী সুনীতাকে তিনি বলেছেন গোবিন্দার সঙ্গে কাজ করবেন। তাঁর এই কথায়, আলোচনা শুরু। এই ছবি নিশ্চয় পার্টনার ২ হবে।

এখন প্রশ্ন কোনটা আগে ব্যাটল না পার্টনার ২। এখন একটি হিট ভীষণ দরকার সলমনের। অন্য নায়করা যতই থাকুন বা হিট দিন, এই তিন খানের লড়াইটা বরাবরই অন্যরকম এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যেই হয়েছে। এর মধ্যে আমির খান একটু আলাদা ছবি করেন সেই লগান-এর পর থেকেই। তাই বক্স অফিস, স্টারডম, যশ রাজ ফিল্মস, ডিজিটাল রাইট বিক্রি, ব্লক বুকিং, এসবকে তিনি অন্যভাবে দেখেন। ছবি বিক্রি, প্রচার, সবেতেই তাঁর মস্তিষ্ক অন্য খাতে বয়। হালে ইউ টিউবে সিতারে জমিন পর ছবির বিক্রির স্টাইল দেখে অনেকেরই চোখ কপালে, ওটিটিতে ছবি বিক্রির আগে ভাবতে হবে এদিকটা—এভাবেও অনেকে ভাবছেন।

কিন্তু সলমন সেদিক মাড়ান না, শাহরুখও নয়। তাঁদের চেনা ছকের ব্যবসা। সেখানে হিট দরকার। তাই এখন গোবিন্দাক নিয়ে একটা হিট দিতে পারলে সলমনীয়-মডেল আবার নড়েচড়ে বসবে। গোবিন্দারও কিছুটা উপকার হয়তো হবে। নায়ক হিসেবে কী করতে পারবেন, প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে শোনা যচ্ছে, তিনি একটি অন্য রকমের রিয়েলিটি শো নিয়ে আসছেন, তাতে তাঁর এই হিট কাজ দেবে নিঃসন্দেহে। ব্যাটল অফ গালওয়ান-এর মতো সামান্য হলেও এক্সপেরিমেন্টাল ছবির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে এত ফ্লপের পর সলমন ভাবতেই পারেন। তাঁকে ভরতীয় সেনার ভূমিকায় দর্শক কতটা নেবে, সেটাও প্রশ্ন—দেশবিরোধী মন্তব্য তিনি কম করেননি। এখন দেশের চরিত্র বদলেছে। তারা কতটা সলমনের জন্য সব ভুলবে, তাও ভাবতে হবে।

সলমন তা জনেন। তাই সেফ খেলতে চান। সেই কারণে এই নতুন ভাবনা। কোনও কিছু আনুষ্ঠনিকভাবে কেউ জানায়নি এখনও। তবে ঠেকায় পড়লে গোবিন্দের চরণে আশ্রয় তো তিনি নিতেই পারেন!

আরিয়ানের পরিচালনায় মুগ্ধ থারুর

কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান পরিচালিত সিরিজ ব্যাডস অফ বলিউড দেখে মুগ্ধ। একে 'ওটিটি গোল্ড' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেভাবেই তিনি তাঁর ইন্সটায় পোস্টও করেছেন। তাঁর পোস্টে আছে, 'সর্দি-জ্বরে ভুগে দু দিন সব কাজকর্ম বন্ধ রেখেছলাম। আমার বোন স্মিতা থারুর আমাকে কম্পিউটার থেকে কিছুক্ষণের জন্য চোখ সরিয়ে নেটফ্লিক্সে চোখ রাখতে বলে। যা দেখলাম তা অন্যতম সেরা, এভাবে এতটা উচ্ছ্বসিত নিজেকে অনেকদিন পাইনি, এটা ওটিটির গোল্ড। এইমাত্র আরিয়ান খানের ডিরেক্টোরিয়াল ব্যাডস অফ বলিউড দেখা শেষ করলাম, প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। গল্প লেখা অসাধারণ, পরিচালনা অসাধারণ, স্যাটায়ারের ভঙ্গী অসাধারণ। বলিউডের পিছনের দিককে ধারালো উইট দিয়ে তুলে এনেছ। আমার অভিবাদন গ্রহণ করো। এটা মাস্টারপিস।' সাত পর্বের এই সিরিজে আসমান সিং নামে এক নবাগত বলিউডে আসে অনেক স্বপ্ন নিয়ে, সঙ্গে তার বন্ধু পারভেজ ও ম্যানেজার সন্যা। পরে সে শিখরে ওঠে। অভিনয়ে লক্ষ্য, রাঘব জুয়েল, সেহের বাম্বা প্রমুখ। নেটফ্লিক্সে সিরিজটি দেখা যাচ্ছে।

ঋতুপর্ণার ছেলে কি সিনেমায়?

প্রসেনজিতের ছেলে অভিনয়ে আসতে পারেন, তেমন ইঙ্গিত প্রসেনজিত নিজেই দিয়েছেন আগেই। তবে কোথায় কোন ছবিতে বা কবে আসবেন, সে বিষয়ে কিছু বলেননি এখনও। তিনি জানিয়েছেন, ছেলের এই বিষয়ে খবর রাখেন না তিনি।

কিন্তু ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর ছেলে যে কী করবেন, সে কথা কোথাও বলেননি ঋতু। ছেলে অঙ্কন এ বছরই আমেরিকার বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। পড়াশোনায় খুবই ভালো। তবে অঙ্কনের পছন্দ নিয়ে এখনও ঋতু কিছুই জানাননি। ছেলে কি মায়ের মতোই অভিনয়ে আসবেন, নাকি বাবার মতো ব্যবসা করবেন, সে বিষয়ে একেবারে চুপ করে আছেন ঋতুপর্ণা।অবশ্য সম্প্রতি ছেলে-মেয়ের ভাইফোঁটার ছবি সামনে এনেছেন ঋতু। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ১৪ বছরের ঋষণা তার দাদা অঙ্কনকে ফোঁটা দিচ্ছে। সেই পোস্টে অঙ্কনের ছবি দেখে নেটিজেনরা তো অবাক। অনেকেই দাবি তুলেছেন, ছেলেকে সিনেমায় আনা হোক। যদিও মা নিজে এখনও নীরব।

এক ফ্রেমে জ্যাকি, হৃত্বিক

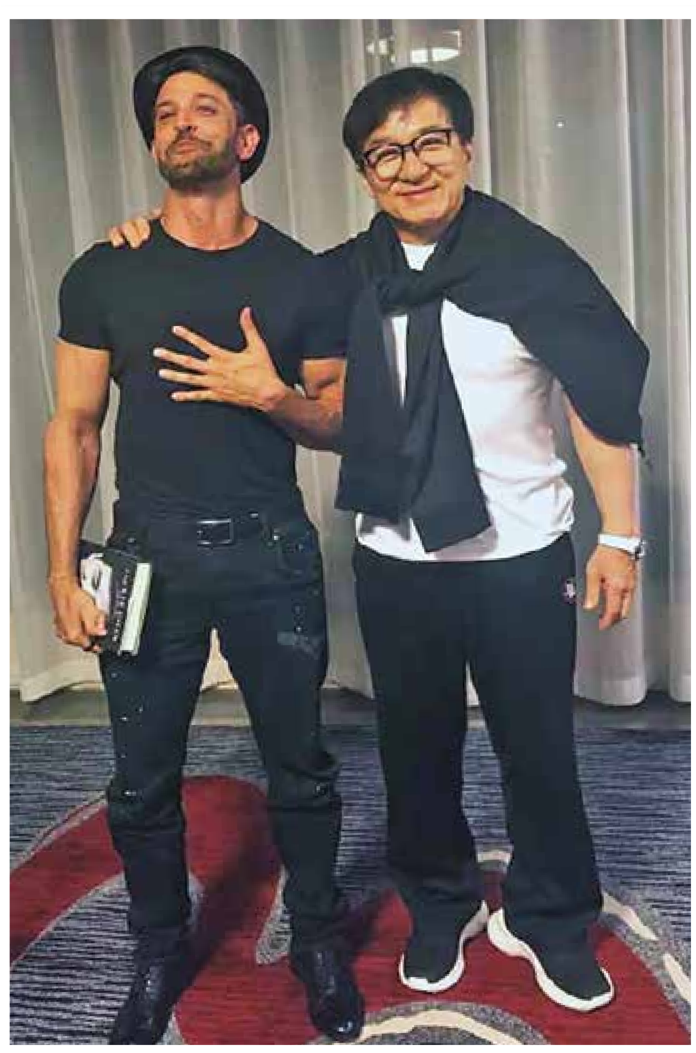

এক ফ্রেমে ধরা পড়লেন জ্যাকি চ্যান ও হৃতিক রোশন। প্রবাদপ্রতিম অ্যাকশন স্টার জ্যাকি চ্যানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হৃতিক রোশনের। আর সেই মুহূর্তকে একফ্রেমে শেয়ার করলেন অনুরাগীদের সঙ্গে। দুজনে একসঙ্গে একমুখ হাসি নিয়ে ছবি তুলেছেন। সাদা টুপি, সাদা জেনিমের জ্যাকেট, সাদা টি শার্ট ও জুতোয় স্টাইলিশ হৃতিকের পাশে কালো টি শার্ট, প্যান্ট আর কালো টুপিতে উজ্জ্বল জ্যাকি, সঙ্গে চশমা এবং তাঁর সিগনেচার স্টাইলের সেই হাসি—নেটে এখন দুই তারকার ছবি ভাসছে। হৃতিকও জ্যাকির সঙ্গে দেখা করে, ছবি তুলে যে মুগ্ধ, তা জানিয়েছেন ক্যাপশনে। তাঁর কথায়, জ্যাকি তাঁর অনুপ্রেরণা, বিশেষ করে অ্যাকশন আর স্টান্ট পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে। এর আগে হৃতিক ২০১৯ সালে কাবিল ছবির প্রিমিয়ারের সময় চিনে জ্যাকির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন বলেছিলেন, এটি তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতা। এখন হৃতিক প্রাইম ভিডিওর সঙ্গে স্টর্ম নামের একটি সিরিজ বানাচ্ছেন। অভিনয়ে সাবা আজাদ, আল্যায়া এফ প্রমুখ। বড়পর্দায় তিনি শেষ এসেছেন ওয়ার ২ ছবিতে।

একনজরে সেরা ৫

বিচ্ছেদ আসন্ন

টিভির জনপ্রিয় মুখ জয় ভানুশালি ও মাহি বিজের ১৫ বছরের দাম্পত্য শেষ হচ্ছে। শোনা গিয়েছে, তাঁরা বিচ্ছেদের আইনি কাগজপত্রে সাক্ষর করে দিয়েছেন। চলতি বছরের অগাস্টে মেয়ে তারার জন্মদিনের পার্টির ভিডিওতে একসঙ্গে দেখা গেলেও ওঁদের মধ্যে দূরত্বটা বোঝা গিয়েছিল। ভুল বোঝাবুঝি ও মানসিক দূরত্বই ওঁদের বিচ্ছেদের কারণ বলে জানা গিয়েছে।

নভ্যার না

বলিউডে আসবেন? সাংবাদিক বরখা দত্তর এই প্রশ্নের উত্তরে অমিতাভ ও জয়া বচ্চনের নাতনি, শ্বেতা ও নিখিল নন্দার মেয়ে নভ্যা নভেলি নন্দা বলেছেন, 'আমাকে অভিনয় কখনও টানেনি। আমার মা-বাবা আমাকে শিখিয়েছেন যা ভালোবাসতে পারবে না, করবে না। আমি ট্রাক্টর খুব ভালোবাসি, ব্যবসা ও সমাজসেবার জগতে নাম করতে চাই।

অভিনেতার আত্মহত্যা

জামতাড়া ২। এই ছবির ২৫ বছর বয়সী অভিনেতা শচিন চান্দওয়াড়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ জানা যায়নি। পুনের আইটি সেক্টরের এই ইঞ্জিনিয়ার অভিনয়ের স্বপ্ন পূরণের পথে এগোচ্ছিলেন একাধিক ভাষার ছবি ও সিরিজে অভিনয় করে। ক্রমশ স্বীকৃতিও পাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মারাঠি ছবি অসুরবান মুক্তি পাবে বছরের শেষেই।

নাসির বলেছেন

খান-কুমার-দেবগণদের মধ্যে কার অভিনয় ভালোলাগে? উত্তরে নাসিরুদ্দিন শাহ বলেছেন, অক্ষয় কুমারের অভিনয় ভালো, গডফাদার ছাড়া এই জায়গায় এসেছে, ওকে পছন্দ করি। ও ক্রমশ ভালো অভিনেতা হয়েছে। শাহরুখও নিজের ক্ষমতায় এই জায়গায় এসেছে, তাই ওকে পছন্দ করি, তবে ওর অভিনয় দিনদিন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে।

দেবশ্রীর হেনস্তা

দক্ষিণ কলকাতার একটি বহুতলের বাসিন্দা অদৃজা তাঁর পোষ্যকে নিয়ে আবাসন-চত্বরে ঘোরেন, তাতে বাসিন্দাদের আপত্তি। অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় কুকুরদের নিয়ে কাজ করেন দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশন মারফত। অদৃজা সংস্থার সদস্যা। দেবশ্রী বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলে তাঁকে বলা হয় আপনি জাস্ট একজন অভিনেত্রী, কেন এই বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন?

নতুন মাধবন

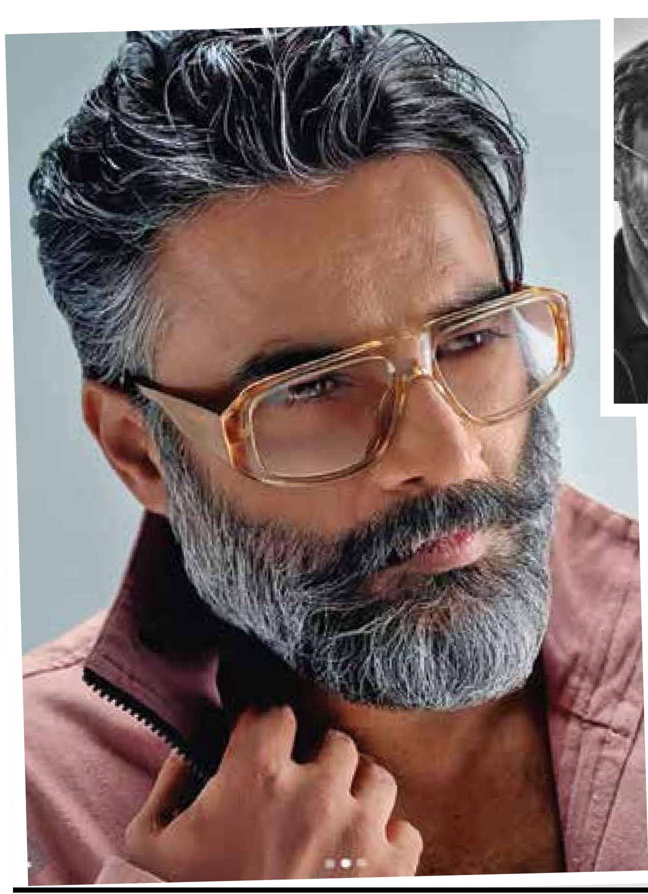

দে দে পেয়ার দে ২ ছবিতে নায়িকা রকুল প্রীত সিংয়ের বাবার ভূমিকায় মাধবন। অর্থাৎ আর মাধবনের অভিনয়জীবনে চরিত্র নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছেই। তাঁর আগামী ছবি জি ডি এন-এ তাঁর নতুন 'লুক' পোস্ট করেছেন ইন্সটায়। ছবিতে গোপালস্বামী দোরাইস্বামী নাইডু ওরফে এডিসন অফ ইন্ডিয়ার চরিত্রে। দেখা যাচ্ছে, তিনি একটি কারখানায় বসে আছেন ওয়েল্ডিংয়ের যন্ত্রপাতির সামনে, মুখে মাস্ক। ক্যামেরার সামনে তাঁর মুখ আসতেই দেখা গেল বৃদ্ধ নাইডু সাহেবকে, এভাবেই তাঁকে চেনা গিয়েছে চিরকাল। লুক শেয়ারের সঙ্গে মধবন জানিয়েছেন, এ ছবি এক বৈজ্ঞানিকের দূরদৃষ্টি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নপূরণের গল্প। ছবির পরিচালক কৃষ্ণকুমার রামকুমার। মাধবনকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে আপ জ্যায়সা কোই ছবিতে, সঙ্গে ফতিমা সানা শেখ।

অনুষ্ঠানের শিল্পী বাছাইয়ে পুরসভা

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : রাসমেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনেকটাই সমার্থক। রাসমেলার জন্য অনেকে যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন, তেমনই কিছু মানুষ মুখিয়ে থাকেন মেলায় দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের গান শোনার জন্য। অতীতে কুমার শানু থেকে সদ্য প্রয়াত জুবিন গর্গ, বাবুল সুপ্রিয় থেকে নচিকেতা, তাবড় শিল্পীরা গান গেয়েছেন। পুরসভা সূত্রে খবর, এবছরও মুম্বই ও কলকাতার বিখ্যাত সংগীতশিল্পীরা পা রাখবেন কোচবিহার শহরে। প্রাথমিকভাবে যে তালিকা তৈরি হয়েছে, তাতে নাম রয়েছে মুম্বইয়ের আবেদ আলি শেখ, অসমের আশিস দাসের পাশাপাশি নন্দী সিস্টারস, কেশব দে, সোনিয়া গজমেরের। স্থানীয় শিল্পীদের প্রাধান্য দিয়ে দু'দিন ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠানও হবে এবছর। একদিন ব্যান্ডের শিল্পীদের

থাকবে ব্যান্ড

অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও রয়েছে। তবে কোন ব্যান্ড, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। রাসমেলার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকে কোচবিহার পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলছেন, 'জায়গার অভাবের কারণে বড় মাপের শিল্পীদের নিয়ে এলে, অস্বাভাবিক ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সবকিছু মাথায় রেখে যাতে সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনা করা যায়, তা দেখা হচ্ছে। তবে বহু নামজাদা শিল্পী এবারও মেলায় আসবেন।'

তিথি অনুযায়ী আগামী ৫ নভেম্বর থেকে রাস উৎসব শুরু হচ্ছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে ৬ নভেম্বর থেকে রাসমেলার মাঠে শুরু হবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ রাসমেলা। পক্ষকালব্যাপী চলা মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিবারই বহু নামজাদা শিল্পীর পা পড়ে। তাঁদের সুরসাধনায় মুগ্ধ হন মেলায় ভিড় জমানো মানুষ। তবে আগের মতো আর সেই মেলা নেই বলে মনে করেন অনেকেই। কোচবিহারের সংগীতশিল্পী পল্লব সরকার বলেন, 'রাসমেলায় একসময় বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে আসা হলেও এখন তেমন শিল্পীদের গান শোনার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তাছাড়া মঞ্চে উত্তরের শিল্পীদের তুলে ধরার চেষ্টা করা উচিত। উত্তরের শিল্পীদের তুলে ধরার কোনও প্রচেষ্টাই এখানে সেভাবে নিতে দেখা যায় না।' কোচবিহারের রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে নামী শিল্পীদের গান শোনার জন্য অনেক শ্রোতাই সারাবছর মুখিয়ে থাকেন। সংগীতপ্রেমী মেলায় এসে ঘোরার পাশাপাশি গান শুনতে ভালোবাসেন। যাঁরা বেশি টাকা খরচ করে টিকিট কেটে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না, তাঁরা রাসমেলায় এসে আক্ষেপ মেটান।

তৈরি হচ্ছে রাসচক্র। সোমবার কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

রাসমেলার খুঁটিপুজো

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : রাসমেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল কোচবিহারে। সোমবার এমজেএন স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং মেলার মাঠে খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে প্যান্ডেল তৈরির কাজের সূচনা হল। অপরদিকে, মদনমোহন মন্দির চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য শুরু হয়েছে বাঁশ বাঁধার কাজ। মন্দির রংয়ের কাজ চলছে জোরকদমে। রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে রাসচক্র তৈরির প্রধান খুঁটি মন্দিরের মাঠে বসানো হয়েছে। নিয়ে আসা হয়েছে রাসচক্র তৈরির যন্ত্রপাতিও। রাস উৎসবের সময় প্রতিবারই ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য লাল রংয়ের বিশালাকায় পূতনা রাক্ষসীর অদলে মূর্তি দেখা যায়। তা তৈরির জন্য ট্রলিও নির্ধারিত স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে। সবমিলিয়ে রাস উৎসবের সপ্তাহখানেক আগেই রাজ শহরে এখন সাজোসাজো রব।

৫ নভেম্বর থেকে রাসমেলা শুরু হবে

এমজেএন স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং মেলার মাঠে খুঁটিপুজো করে প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে

মদনমোহন মন্দির চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য শুরু হয়েছে বাঁশ বাঁধার কাজ

মন্দির রং করার কাজ চলছে জোরকদমে

রাসচক্র তৈরির প্রধান খুঁটি মন্দিরের মাঠে বসানো হয়েছে

উৎসবের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামা বলেন, 'প্রতিবারের মতো এবারেও রাস উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দিন এগিয়ে আসায় মন্দির রং করার কাজ এখন শেষপর্যায়ে। মন্দিরে প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে।'

৫ নভেম্বর তিথি মেনে রাস উৎসব শুরু হচ্ছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ৬ নভেম্বর থেকে রাসমেলার মাঠে শুরু হতে চলেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ রাসমেলা। পক্ষকালব্যাপী চলা এই মেলায় প্রতিবারই রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও ভুটান, নেপাল থেকে লক্ষাধিক দর্শনার্থী আসেন। কাশ্মীর, অসম, বিহার, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এছাড়া মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, বীরভূম সহ দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসেন।

রাস উৎসব চলাকালীন পুলিশি নিরাপত্তায় মদনমোহনকে গর্ভগৃহ থেকে মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে আসা হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে রাসচক্র ঝোলানো হয়। বংশপরম্পরায় এই রাসচক্র তৈরি করে আসছেন হরিণচওড়ার তোর্ষা এলাকার বাসিন্দা আলতাফ মিয়াঁর ছেলে আমিনুর হোসেন। কাগজ, বাঁশ, কাঠ, আঠা সহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে তিনি রাসচক্র তৈরি করছেন। রাসচক্র ঘুরিয়েই একসময় এই রাস উৎসবের সূচনা করতেন রাজা-মহারাজারা। রাজ আমলের অবসানের পর সেই নিয়ম রয়েছে এখনও। রাসচক্র ঘুরিয়েই রাস উৎসবের উদ্বোধন করবেন কোচবিহারের জেলা শাসক। রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে মন্দিরের চারপাশে থাকা টিনের ছোট ছোট ঘর বিভিন্ন দেবদেবীর মাটির মূর্তি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। রোশনাই এবং ফুলের সাজে সাজানো হয় গোটা মন্দিরকে। উৎসব চলাকালীন ঠাকুরবাড়ির মাঠে দিনরাত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং যাত্রাপালা হয়। যা দেখতে আজও প্রচুর ভক্তপ্রাণ মানুষের ভিড় দেখা যায়।

এদিকে, দিন এগিয়ে আসায় মেলার মাঠে প্যান্ডেল তৈরি শুরু হয়েছে। এবারেও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে আসবেন। সকলের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জয়রাইড, জলপরি, সার্কাস আসছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। এই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এদিন রাসমেলার মাঠে ইলেক্ট্রিকের লাইন এবং স্টেডিয়ামের মঞ্চে খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু হল। দিনরাত কাজ চলবে।'

ছটে নাইকো ভাষার ভেদ

১) তোর্ষার কালীঘাটে ছট আরাধনা।
২) দিনহাটার থানাদিঘি ঘাটে সন্ধ্যার্ঘ্য পুণ্যার্থীদের।
৩) দণ্ডি কেটে ঘাটের পথে কোচবিহারের শালবাগান এলাকায়।
৪) মাথাভাঙ্গায় সুটুঙ্গার পাড়ে পুজোর আয়োজন। ছবিগুলি তুলেছেন জয়দেব দাস, প্রসেনজিৎ সাহা, অপর্ণা গুহ রায় ও বিশ্বজিৎ সাহা।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : পুজোর সামগ্রীতে ভরা ডালি। সেটা সুন্দর করে সাজানো। সেই ডালি মাথায় নিয়ে খালাসিপট্টি থেকে ফাঁসিরঘাটে এসে পৌঁছালেন সুমিত হরিজন। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তখন তিনি সূর্যাস্তের অপেক্ষায়। ঠিক সেই সময়ই ভবানীগঞ্জ বাজার চত্বরের আশিক সাহা একইভাবে এলেন তোর্ষার চরে। সুমিতের পাশেই রাখলেন পুজোর ডালি। দুজনের পরিচয়, একজন হিন্দিভাষী অপরজন বাঙালি। অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে সুমিত হরিজন এবং আশিক সাহা একসঙ্গেই সন্ধ্যার্ঘ্য নিবেদন করলেন।

ছটপুজো মূলত হিন্দিভাষীদের পুজো হিসেবে পরিচিত হলেও সেই গণ্ডি এখন পেরিয়ে গিয়েছে। বাঙালিরাও নিয়ম-রীতি মেনে মেতে উঠছেন ছট আরাধনায়। তোর্ষার ফাঁসিরঘাটে সোমবার বিকেলে ধরা পড়ল সেই ছবিই। সেখানে নেই ভাষার কোনও ফারাক। উপাসনাই আসল। কোচবিহারে সবচেয়ে বড় ছটপুজোর আয়োজন হয় তোর্ষার ফাঁসিরঘাটে। এছাড়াও সাগরদিঘি, শালবাগান সংলগ্ন চানমারির মরাতোর্ষা সহ বেশকিছু জায়গায় পুজো হয়। নিয়ম অনুযায়ী সোমবার দুপুরের পর থেকেই ছটব্রতীরা ঘাটে ভিড় করেন। অস্তমিত সূর্যের উদ্দেশে প্রার্থনা ও পুজো হয়। এরপর মঙ্গলবার ভোরে সূর্যোদয়ের সময়ও পুজো সেরে সবাইকে ঠেকুয়া সহ প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পুজোকে কেন্দ্র করে এদিন ঘাটে ছিল উৎসবের আমেজ। বহু ছটব্রতীকে দণ্ডি কেটে ঘাটে যেতে দেখা যায়। পাশে বেজেছে ঢাক সহ ব্যান্ডপার্টি। ফাঁসিরঘাটে ভিড় সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো

ভক্তি ও উৎসব

অবাঙালিদের পাশাপাশি বাঙালিরা ছটপুজো করেছেন

তোর্ষার পাড়ে দুপুর থেকে ভিড় করেন পুণ্যার্থীরা

সাগরদিঘি, শালবাগান সংলগ্ন চানমারির মরাতোর্ষা সহ বেশকিছু জায়গায় পুজো হয়

নতুন পোশাক পরে কচিকাঁচাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো

হিমসিম খেতে হয়। বাঁধের রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নতুন পোশাক পরে কচিকাঁচাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সন্ধ্যার্ঘ্যের আগে বিনয় বাসফোর উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আমরা সারাবছর এই দিনের অপেক্ষায় থাকি। পরিবারের সবাইকে নিয়ে পুজোয় অংশ নিতে এসেছি।' কোচবিহারের বাসিন্দা আশিক সাহার কথা, 'আমি বাঙালি, আমার অনেক হিন্দিভাষী বন্ধু রয়েছে। তাদের সঙ্গে আমিও এবার ছটপুজো করছি।' বহু মানুষ পুজোয় অংশ না নিলেও পুজো দেখতে ভিড় করেছেন। কলেজ পড়ুয়া রিয়া সরকারের বক্তব্য, 'আমরা প্রতিবছরই সবাই মিলে পুজো দেখতে আসি। সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধবীরা মিলে এসে পুজো দেখলাম। আবার মঙ্গলবার ভোরেও আসব।'

ছটপুজোকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজেদের জনসংযোগ সেরেছেন। পুরসভার তরফে ফাঁসিরঘাটে ঘাট তৈরি ও আনুষঙ্গিক কাজকর্ম হয়েছে। এদিন সেখানে পৌঁছান পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় সহ তৃণমূলের নেতারা। ছটব্রতীদের সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে ওঠেন তাঁরা। চানমারিতে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে দেখা গেল পুজোর ডালি মাথায় নিয়ে ঘাটে যেতে।

উৎসবের মরশুম চলছে। দুর্গাপুজো শেষে কালীপুজো ও ভাইফোঁটার পর এখন ছটপুজোর আনন্দে মেতেছেন সকলে। এরপর অপেক্ষা কোচবিহারের সবচেয়ে বড় উৎসব রাসমেলার। সবমিলিয়ে কোচবিহারবাসী এখন উৎসবের মুডে।

আইসিইউ না থাকায় ভোগান্তি

রোগী নিয়ে ছুটতে হয় জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : শয্যার সংখ্যা ১২০। মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও মেখলিগঞ্জ পুরসভা তো বটেই, হলদিবাড়ি ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও হলদিবাড়ি পুরসভা মিলিয়ে মহকুমার লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভরসা মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। বহির্বিভাগে রোজ গড়ে ৮০০-র বেশি মানুষ পরিষেবা নিতে আসেন। কিন্তু রোগীর পরিস্থিতি জটিল হলে সাপোর্ট দেওয়ার মতো আইসিইউ পরিষেবা নেই। গুরুতর অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী নিয়ে ছুটতে হয় দূরে। আইসিইউ পরিষেবা চালু হলে রোগীর হয়রানি কমবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

মেখলিগঞ্জ শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এই হাসপাতাল রয়েছে। সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে রোগীকে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি পাঠাতে হয়। এতটা পথ পেরোতে গিয়ে অনেক রোগী প্রাণ হারান বলেও অভিযোগ। আগে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে সপ্তাহে দু'দিন সার্জারি হত। পরবর্তীতে তা সপ্তাহে তিনদিন করা হয়। এখন সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সার্জারি করা হয়। মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সার্জারির সংখ্যা আগের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও মাসে ১১০-এর ওপর ক্যাটারাক্ট, ৮০-র ওপর সিজার এই হাসপাতালে করা হচ্ছে। হাসপাতালে ৫ জন গাইনি,

২ জন সার্জন, ৩ জন আই সার্জন, ২ জন অর্থোপেডিক চিকিৎসক রয়েছেন। তাই মেখলিগঞ্জের মানুষের সুবিধার্থে আইসিইউ ভীষণভাবে প্রয়োজন বলে মনে করছেন সকলে। সেইসঙ্গেই প্রয়োজন ব্লাড সেন্টারও এবং হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি করাও দরকার।

মেখলিগঞ্জের শিক্ষক অনুপম বর্মন বলেন, 'মেখলিগঞ্জ কৃষিজীবী এলাকা। দুঃস্থদের পক্ষে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি গিয়ে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। অনেক সময় জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি

> মেখলিগঞ্জ কৃষিজীবী এলাকা। দুঃস্থদের পক্ষে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি গিয়ে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। অনেক সময় জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে রোগীর মৃত্যু ঘটে। তাই মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন।
>
> **অনুপম বর্মন**
> *শিক্ষক, মেখলিগঞ্জ*

নিয়ে যাওয়ার পথে রোগীর মৃত্যু ঘটে। তাই মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন।' মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাসিন্দা আতাউর রহমান বলেন, 'এলাকার মুমূর্ষু রোগীদের যখন জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি রেফার করা হয়, তখন সেখানে গিয়েও তাঁদের হয়রান হতে হয়। সাধারণ মানুষ যতদিন নিজের অধিকার বুঝে না নিতে চাইবেন ততদিন বঞ্চিত হয়েই থাকবেন। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে অবিলম্বে আইসিইউ তৈরি করতে হবে।' মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ তাপস দাস বলেন, 'মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের রেফার করার সংখ্যা কমেছে। চিকিৎসকরা সার্বিকভাবে চেষ্টা করছেন। সার্জারির সংখ্যা বেড়েছে। আইসিইউ-এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে অদূরভবিষ্যতে আইসিইউ হবার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।'

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'আইসিইউ তৈরির বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে কথা বলেছি। বিষয়টি তারা দেখছে।'

হাসপাতাল ও স্কুলের গেটে আবর্জনার স্তূপ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৭ অক্টোবর : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর হাসপাতাল, মাথাভাঙ্গায় এই দুটির এখন বেহাল দশা। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল এবং মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল, শহরের দুই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের গেটের সামনের অংশ কার্যত ভাগাড়। শুধু আবর্জনাই নয়, ফেলা হচ্ছে পশুদের মৃতদেহও। রবিবার সকালে হাসপাতাল গেটের পাশে চাদরে মোড়া তিনটি মৃত কুকুরছানার দেহ উদ্ধারে এলাকায় তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এদিন হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয় সুশীল বর্মন প্রথম দেখতে পান এই ভয়াবহ দৃশ্য। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় আবর্জনার স্তূপের উপর পড়ে থাকা চাদরটি সরাতেই চোখে পড়ে নিষ্প্রাণ তিন কুকুরছানার দিকে। স্থানীয় ব্যবসায়ী রতন দাস বলেন, 'এটা সাধারণ আবর্জনা ফেলা নয়, এটা মনুষ্যত্বের মৃত্যুশংসা!'

অন্যদিকে, শহরের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের প্রধান ফটক এখন স্থানীয়দের কাছে আবর্জনা ফেলার মুক্তাঞ্চল। পড়ুয়া থেকে শিক্ষক, সকলেই এই দুর্গন্ধ আর দূষিত পরিবেশ নিয়ে সরব। স্কুলের টিআইসি শ্যামল পালের ক্ষোভ, 'যে গেট দিয়ে শিশু-কিশোররা স্কুলে প্রবেশ করে, সেই গেটেই আবর্জনার অভিশাপ। রাতের অন্ধকারে কারা সেখানে

মাথাভাঙ্গায় ক্ষোভ

আবর্জনা ফেলছে সেটা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। বিষয়টি পুরসভা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, কিন্তু কাজেই হয়নি।'

স্কুলের সহকারী শিক্ষক সমর সাহা বলেন, বহুবার জানানো সত্ত্বেও পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছি। যারা এভাবে আবর্জনা ফেলছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুরুত্বপূর্ণ এই দুই প্রতিষ্ঠানের গেটে আবর্জনা স্তূপ হয়ে থাকার বিষয়টিকে স্থানীয়রা পুরসভার ব্যর্থতা বলে মনে করছেন। নাগরিকদের দাবি, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে যেন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হয়।

দেহ উদ্ধার

মাথাভাঙ্গা, ২৭ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে জিতু রাউত (৪৫) নামে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। জিতুর স্ত্রী বিভিন্ন সংস্থা থেকে একাধিক ঋণ নেন। পরে অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। সেই থেকেই একের পর এক সংস্থার কর্মীরা ঋণের টাকা ফেরতের জন্য জিতুর বাড়িতে এসে চাপ সৃষ্টি করছিলেন বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অনুমান, ওই চাপ ও মানসিক অশান্তির জেরে এই পথ বেছে নিয়েছেন জিতু। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

বাজির দাপটে কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না

শব্দবাজির যন্ত্রণা যে কী, রবিবার তা আরও একবার উপলব্ধি করলাম। হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে মাথাভাঙ্গা শহরে নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপট চলছে। একশ্রেণির মানুষ বাজি পুড়িয়ে আনন্দ পেলেও অনেকের কাছেই তা বিভীষিকা। কিন্তু তা আর বোঝে কয়জনা।

পারিবারিক কাজে রবিবার সন্ধ্যায় স্ত্রী-কে নিয়ে বাইকে চেপে বেরিয়েছিলাম। সেই সময় পশ্চিমপাড়া মোড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি কালীপুজো কমিটির প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা। উচ্চগ্রামে বাজানো হচ্ছিল ডিজে সাউন্ড সিস্টেম। আর তার সঙ্গে ফাটানো হচ্ছিল শব্দবাজি। কান পাতা দায়। এক্সিলারেটর দাবিয়ে সেখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে যাই। ভেবেছিলাম ফাঁড়া বুঝি কাটল। কিন্তু সে গুড়ে বালি। শনি মন্দির মোড় হয়ে ইমিগ্রেশন রোড ধরে পোস্ট অফিস মোড়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ আমার মোটরবাইকের নীচে বিকট শব্দ এবং ধোঁয়া। তীব্র আওয়াজে খানিকক্ষণ আমি কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। প্রথমে ভেবেছিলাম, টায়ার ফেটেছে বুঝি। কিন্তু বাইক থেকে নেমে দেখি, রাস্তার ধারে একটি দোকানের সামনে দুজন নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটাচ্ছে। নিমেষে বুঝতে পারি ওরাই বাজি ছুড়ে মেরেছে। প্রতিবাদ করতেই বাড়ির লোকজন তড়িঘড়ি তাদের ভেতরে নিয়ে যায় এবং 'ভুল হয়েছে' বলে ক্ষমা চায়।

এরপর মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ কাইজার রহমানের পরামর্শে সোমবার কানের পরীক্ষা করাই। দেখা যায়, বাঁ-কানের পর্দায় চিঁড় ধরেছে। ডান কানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাথায় হেলমেট থাকা সত্ত্বেও দু'কানের ক্ষতি দেখে ডাঃ রহমানও বিস্মিত।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানলাম, উৎসবের মরশুমে শব্দবাজির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৪-৫ জন করে রোগী প্রতিদিনই তাঁর কাছে আসছেন। অনেকেরই কানের পর্দা ফেটে গিয়েছে। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন শব্দবাজি ও ডিজের দাপট বন্ধ করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন রাখছি পুরসভা, পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে।

- বিশ্বজিৎ সাহা
সাংবাদিক, মাথাভাঙ্গা

দু'বছরেও নবরূপ পেল না দিনহাটা স্টেশন

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : নব কলেবরে সাজছে উত্তরের বিভিন্ন স্টেশন। সৌজন্যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প। একই সময়ে হলদিবাড়ি স্টেশন এবং দিনহাটা স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। ২০২৩ সালে দিনহাটা স্টেশনে কাজের সূচনা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। হলদিবাড়ি স্টেশনের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। অথচ, এই দুই বছরে দিনহাটা স্টেশনের কাজ বেশ বাকি। এ নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। দীর্ঘদিন ধরে স্টেশন চত্বরে কাজ চলায় নিত্যযাত্রীদের একাংশ সমস্যায় পড়ছেন।

দিনহাটা-কোচবিহার রেলযাত্রী সমিতির আহ্বায়ক রাজা ঘোষের কথায়, 'মাঝে কাজের গতি অনেকটাই ধীর হয়ে যায়। পুজোর পর থেকে সেই কাজের গতি আরও কমেছে। তবে রেল যাতে দ্রুত দিনহাটা স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের কাজ শেষ করে,

সেই দাবি সাংগঠনিকভাবে রেলকে জানানো হবে।'

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় সাড়া ভারতের ৫০৮টি স্টেশনকে নবরূপে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়। সেগুলির মধ্যে একটি দিনহাটা স্টেশন। আর সেই প্রকল্পের আওতায় দিনহাটা স্টেশনে শেড নির্মাণ থেকে ফুটব্রিজ, ফুড প্লাজা, স্টেশন বিল্ডিংয়ের পরিকাঠামোগত নকশা ও পার্কিং জোনকে সাজিয়ে তোলা সহ একাধিক কাজের সূচনা হয়। যদিও রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি প্ল্যাটফর্মে শেড তৈরির কাজ শেষ, ফুড প্লাজার কাজও শেষ হয়েছে। তবে যে কাজগুলি এখনও বাকি তার মধ্যে একটি হল ফুটব্রিজ, এছাড়া দুটি প্ল্যাটফর্মের মেঝের কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। পাশাপাশি স্টেশনের বাইরে পার্কিং জোনের জন্য এখনও কাজ করতে দেখা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই এত কাজ কবে শেষ হবে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

যদিও কেন্দ্রের বিরোধী দলগুলি বলছে, লোকসভা ভোটের আগে আইওয়াশ করতেই এই কাজ হচ্ছে। ভোট শেষ হতেই তাই কাজের গতি হারিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধরের কথায়, 'সিকিভাগও কাজ হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, লোকসভা ভোট বৈতরণি পার করতেই এত তোড়জোড় ছিল।' যদিও বিজেপির জেলা সম্পাদক অজয় রায় বলেন, 'এত বড় প্রোজেক্ট, এতে সময় লাগবেই। তাই এটা নিয়ে রাজনীতি করার কিছু নেই।'

দীর্ঘদিন ধরে স্টেশনে কাজ চলায় সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরাও। ক্ষুব্ধ নাগরিকরাও। শহরের বাসিন্দা জয়গোপাল ভৌমিকের কথায়, 'দিনহাটা স্টেশন অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন। এর ফলে এখানে যাত্রীদের চাপও বেশি। তাই দ্রুত কাজ শেষ হলে যাত্রীদের সুবিধা হয়। বিশেষ করে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মটিতে শুধুমাত্র শেডই রয়েছে, বাকি পরিকাঠামো আজও অধরা। তাই রেলের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, 'কাজ চলাকালীন যাতায়াত সত্যিই কষ্টকর। তাই যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে দ্রুত কাজ শেষ করা উচিত।' এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মাকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

প্রেমের ফাঁদে পাঁচ লাখ খোয়ালেন নার্স

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন ভিনরাজ্যের এক আদিবাসী তরুণী। কোচবিহারের এক সরকারি হাসপাতালে তিনি নার্স হিসাবে কর্মরত। অভিযোগ, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণ তাঁর সঙ্গে সহবাস করার পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। অভিযুক্ত পেশায় গাড়িচালক। শুধু তাই নয়, সম্পর্ক ভাঙার পরেও তরুণ নিত্যদিন ওই তরুণীর হাসপাতালের কোয়ার্টারে এসে তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ পলাতক। তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ওই তরুণী জানিয়েছেন, চাকরিসূত্রে কোচবিহারে আসার পর তাঁর সঙ্গে ওই গাড়িচালক তরুণের পরিচয় হয়। সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে। অভিযোগ, বিয়ের আশ্বাসে গত চার বছরে একাধিকবার তরুণ জোর করে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁকে কলকাতাতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নার্সের দাবি, 'এমনকি সম্পর্কে থাকতে না চাইলে তাঁর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখানো হত। এমনকি অভিযুক্ত ওই তরুণীর থেকে একাধিকবার টাকাও নেন। এছাড়াও মোবাইল সহ বাড়ির বিভিন্ন জিনিসও আদায় করেন। পাশাপাশি সম্পর্ক শেষ হওয়ার পরেও হাসপাতালের কোয়ার্টারে এসে তরুণীকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই নার্সের কথায়, 'আগেও পুলিশের কাছে জানিয়েছি। কাজ হয়নি। এদিন লিখিতভাবে অভিযোগ জানালাম। আমি চাই দোষীর শাস্তি হোক এবং হাসপাতালে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক।' অন্যদিকে হাসপাতালের সুপার বলেছেন, 'আমি ঘটনাটি সম্পর্কে জানি না। তবে ওই নার্স লিখিতভাবে অভিযোগ জানালে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হবে।' এদিকে, ওই তরুণী নার্স চলতি বছরের মে মাসে অন্যত্র রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরেছেন। সামাজিক বিয়ের তোড়জোড় চলছে। তাঁর স্বামী এদিন জানান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু'বার থানায় গিয়েও ফল হয়নি। এবারও অভিযোগ জানানো হল।

মিলল মাদক

বহরমপুর, ২৭ অক্টোবর : লালবাগ মহকুমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিএসএফের অভিযানে রবিবার মধ্যরাতে ৪ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়। বাহিনীর ১৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউটপোস্টের জওয়ানরা সীমান্ত টহল দেওয়ার সময় লক্ষ করেন, এলাকার কাঁটাতারের ঝোপের গাছপালা সন্দেহজনকভাবে নড়াচড়া করছে। ফলে জওয়ানরা সন্তর্পণে ওই ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেন। মাদক কারবারিরা জওয়ানের ধাওয়া খেয়ে এলাকা ছেড়ে পালায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সাতটি কার্টন উদ্ধার হয়। বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, 'সীমান্তে নতুন ট্রানজিট রুট দিয়ে হেরোইন কারবারের রমরমা শুরু হয়েছে। সীমান্তের নাগরিকদের দারিদ্র্যকে হাতিয়ার করে মাদক কারবারিরা ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করেছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

কোকোয় কোষ হবে জোয়ান

একটি যুগান্তকারী গবেষণা দেখিয়েছে যে, প্রতিদিন অর্গানিক কোকো পান করলে শরীরের স্টেম সেল উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে, মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ! স্টেম সেল টিস্যু মেরামত, ক্ষত নিরাময় এবং বার্ধক্য মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আবিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে, কোকো কেবল একটি মজাদার খাবার নয়, এটি পুনর্যৌবন লাভের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারও হতে পারে। গবেষকরা এই প্রভাবের কারণ হিসেবে উচ্চমানের অর্গানিক কোকোতে প্রচুর পরিমাণে থাকা ফ্ল্যাভ্যানল নামে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টকে চিহ্নিত করেছেন। এই যৌগগুলি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ায় এবং কোষীয় মেরামতে উদ্দীপনা জোগায়। অ্যান্টি-এজিং ওষুধ, কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য এবং পুনরুদ্ধার থেরাপির জন্য এই আবিষ্কারের গভীর প্রভাব থাকতে পারে। ভাবুন তো, হাসপাতাল থেকে নিয়মিত কোকো খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে!

আবার টাকে চুল গজাবে

মিলতে চলেছে টাক পড়ার সমাধান, অন্তত এমনটাই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষকরা এমন একটি অণু শনাক্ত করেছেন, যা নিষ্ক্রিয় চুলের ফলিকলগুলিকে পুনরায় সক্রিয় করতে পারে, যার ফলে বহু বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পরেও নতুন চুলের গোছা তৈরি হতে পারে। এই চিকিৎসাটি মাথার ত্বকের নির্দিষ্ট সিগন্যালিং পথগুলিকে উদ্দীপিত করে, মূলত বন্ধ হয়ে যাওয়া চুল উৎপাদনকারী কোষগুলিকে 'জাগিয়ে তোলে'। প্রাথমিক ট্রায়ালগুলিতে আশাব্যঞ্জক ফল দেখা গিয়েছে, রোগীদের বড় ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই উল্লেখযোগ্যভাবে চুল গজিয়েছে। এটি যদি সফলভাবে কাজ করে, তবে ব্যয়বহুল হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, উইগ এবং অস্থায়ী চিকিৎসার যুগের অবসান হতে পারে। এই আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, কারণ চুল কেবল চেহারা নয়, আত্মবিশ্বাস ও পরিচয়ের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত।

ক্যাকটাসেই তৈরি প্লাস্টিক

প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেক্সিকো থেকে একটি দারুণ উদ্ভাবন আশা জাগাচ্ছে। প্রকৌশলী সান্দ্রা পাসকো অরতিজ নোপাল ক্যাকটাসের রস থেকে তৈরি একটি জৈব-বিয়োজ্য প্লাস্টিকের বিকল্প

তৈরি করেছেন, যা মেক্সিকোর সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদগুলির মধ্যে একটি। এই পরিবেশবান্ধব প্লাস্টিকটি ২৮ দিনের মধ্যে মাটিতে স্বাভাবিকভাবে ভেঙে যায় এবং এর উৎপাদনে কোনও অপরিশোধিত তেল লাগে না। এটি অ-বিষাক্ত, প্রাণীদের জন্য নিরাপদ এবং এমনকি জলে দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে। ক্যাকটাস প্রয়োজনীয় শ্বেতসার, আঠা এবং চিনি সরবরাহ করে একটি টেকসই, নমনীয় পলিমার তৈরি করে। এই উদ্ভাবনটি টেকসই কৃষিকে সমর্থন করার পাশাপাশি একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক বর্জ্যকে ব্যাপকভাবে কমাতে পারে।

লংকার ঝালে মৃত্যুর স্বাদ

যুক্তরাজ্যে তৈরি ড্রাগনস ব্রেথ চিলি লংকা তার প্রচণ্ড ঝালের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর স্কোভিল রেটিং ২.৪৮ মিলিয়ন ইউনিট, যা পুলিশের ব্যবহার করা পিপার স্প্রে-কেও ছাড়িয়ে

যায়। একটি কামড়েই তীব্র জ্বালা, শ্বাসপথ বন্ধ হওয়া এবং চরম ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল লংকা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এটি খাওয়ার জন্য মোটেও সুপারিশ করা হয় না। এর বিপদ থাকা সত্ত্বেও, ড্রাগনস ব্রেথের চিকিৎসাগত সম্ভাবনা রয়েছে। এটি থেকে নিঃসৃত তেলগুলিতে প্রাকৃতিক অ্যানাস্থেটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গবেষকরা মনে করেন প্রচলিত ব্যথানাশকগুলিতে অ্যালার্জি আছে এমন রোগীদের সাহায্য করতে পারে। লংকাটি প্রকৃতির আসল ক্ষমতাকে মনে করিয়ে দেয়।

বেনারসের ধাঁচে আরতি

গঙ্গারামপুর, ২৭ অক্টোবর : বাতাসে ভাসছে ধূপের গন্ধ, নদীর জলে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রদীপের আলো। সোমবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুরে পুনর্ভবা নদীর তীরে ছটপুজোর সন্ধ্যার্ঘ্য উপলক্ষ্যে এমন ছবি দেখা যায়। নদীর তীরে যেন তৈরি হয়েছিল এক টুকরো বেনারস। বেনারসের আরতির ধাঁচে এখানে সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করা হয়েছিল। নদীর ঘাট সাজানো হয়েছিল ফুলের মালা, প্রদীপ ও আলো দিয়ে।

জালিয়াতিতে সন্দেহের তীর বিএসকে কর্মীদের দিকে

খড়িবাড়ি কাণ্ডে চিহ্নিত ৫

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডে আরও পাঁচজন এজেন্টকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। তাঁদের সঙ্গে জালিয়াতি কাণ্ডের পান্ডা পার্থ সাহার মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে বলেও পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে। এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (বিএসকে)-এর কর্মী। রাজ্যজুড়ে বিএসকে কর্মীদের একাংশের মাধ্যমেই কি এই জালিয়াতি কাণ্ডের নেটওয়ার্ক চলত, এমন প্রশ্নও উঠেছে।

অভিযুক্ত এজেন্ট তথা নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী নবজিৎ গুহ নিয়োগীকে বুধবার খড়িবাড়ি পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার বিচারক অভিযুক্তকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। সোমবার নবজিৎকে ফের আদালতে তোলে পুলিশ। এদিন বিচারক জালিয়াতি কাণ্ডের গভীরতা বিচার করে পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে নবজিৎকে আরও আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান।

এদিকে শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম পান্ডা ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহা ইতিমধ্যেই খড়িবাড়ি থানার হেপাজতে রয়েছে। পার্থকে দফায় দফায় জেরা করছেন নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমার সহ তদন্তকারী অফিসাররা। সূত্রের খবর, তদন্তে পার্থর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচুর আর্থিক লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে। জালিয়াতি কাণ্ডের টাকায় অল্পদিনে ফুলেফেঁপে ওঠা পার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা আইপিএল গেমে জুয়া খেলত। সে নাকি প্রচুর টাকা দিয়ে জমিও কিনেছে। খড়িবাড়ি পুলিশ জানিয়েছে, পার্থ কোনওভাবেই তদন্তকারীদের সহযোগিতা করছেন না। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন।

বিরোধীরা অবশ্য পুলিশের তদন্তে ঢিলেমির অভিযোগ তুলেছেন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সন্দেহের তালিকায় থাকা ফাঁসিদেওয়া এলাকার এক বিএসকে কর্মী পলাতক। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তে ঢিলেমি করছে, যাতে অপরাধীরা তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার সুযোগ পান এবং আসল মাথারা ছাড় পান। আর তাই জনস্বার্থ মামলা করে সিবিআই তদন্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি।' পুলিশও ছাড় পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে শংকর বলেছেন, 'খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জন্মমৃত্যুর পরিসংখ্যান ও ইস্যু করা শংসাপত্রের হিসেব চেয়ে জেলা শাসক ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে আরটিআই করা হয়েছে।' তবে পুলিশের দাবি, তদন্ত ঠিক পথেই চলছে। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে। সঠিক সময়ে সব অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করা হবে।

আরও রহস্য

- চিহ্নিত এজেন্টদের সঙ্গে জালিয়াতি কাণ্ডের পান্ডা পার্থ সাহার মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে
- এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (বিএসকে)-এর কর্মী
- আগে ধৃত নবজিৎকে সোমবার আরও আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

শুকটাবাড়ি

প্রথম পাতার পর

সোমবার মেডিকেল চত্বরে সিরাজুলের ছেলে রাশেদ হক বলেন, 'রবিবার রাতে আমাদের বাড়ির সামনে বোমা মারা হয়। সোমবার সকালে শুকটাবাড়ি বাজার এলাকায় অঞ্চল সভাপতির অনুগামীরা মিছিল বের করে। সেই মিছিল থেকে আমার চাচাকে কুড়ুল দিয়ে কোপানো হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে মেডিকেলে ভর্তি করেছি। দলের জেলা সভাপতির অঙ্গুলিহেলনেই এই সমস্ত কিছু হচ্ছে।' তার কথায়, 'আমার মা প্রধান। জেলা সভাপতি চাইছেন শুকটাবাড়িতে ডাউয়াগুড়ি-২ হোক। এখানেও শুট আউট হোক। আমার মাথাতেও তা হতে পারে। কারণ আমিও তো প্রধানের ছেলে। আমরা এই বিষয় নিয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাব। আমরা দেখে নেব জেলা সভাপতিকে।'

আবাস যোজনা ঘর বণ্টনকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের জেরে কয়েকমাস আগে শুকটাবাড়ি অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন সিরাজুল হক। এরপর মজিউল হককে শুকটাবাড়ি অঞ্চলের সভাপতি করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। এরপর থেকেই সিরাজুল ও মজিউল গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এই অবস্থায় এলাকার দখলকে কেন্দ্র করে রবিবার রাত থেকে অঞ্চলের প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতির অনুগামীর গোষ্ঠীর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও বোমাবাজি হয়। ঘটনায় কয়েকজন সামান্য আহত হন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সোমবার সকালে শুকটাবাড়ি বাজার এলাকায় অঞ্চল সভাপতি মজিউলের অনুগামী গোষ্ঠী তৃণমূলের মিছিল বের করে। অভিযোগ, সেই সময় বাজার এলাকায় আসেন সিরাজুলের আত্মীয় এমতাজুল হক। মিছিল থেকে কয়েকজন তাঁকে কুড়ুল দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ মারে বলে অভিযোগ।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে মজিউল বলেন, 'টোটোর ধাক্কায় আহত হয়ে রবিবার বিকাল থেকে আমি কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি।' তার কথায়, 'কুড়ুল দিয়ে কোপানোর যে অভিযোগ উঠেছে এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। মিছিল থেকে কাউকে কিছু করা হয়নি। সিরাজুলের নিজস্ব পারিবারিক গণ্ডগোলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনার দোষ চাপাতে তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দল ও আমাদের জড়াতে চাইছেন।'

কোচবিহার-১ বি ব্লকের সভাপতি কালীশংকর রায় বলেন, 'সিরাজুলের পারিবারিক গণ্ডগোলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।' কোচবিহার-১ ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা দলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ বলেন, 'দলের জেলা নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতার কারণে কোচবিহার-১ ও ২ এই দুটি ব্লকই বারুদের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্লক দুটিতে দল একেবারে ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে। অবিলম্বে ব্লক দুটিতে রাজ্য নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।'

তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'শুকটাবাড়ির বিষয়টি ভালো জানা নেই। খোঁজখবর নিয়ে দেখছি।' জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে (হিপ্পি) একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মোহময়ী... দার্জিলিং শহর থেকে সুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘা। সোমবার। ছবি : রাহুল মজুমদার

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে ভিড়

দার্জিলিং, ২৭ অক্টোবর : একদিকে ঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘার হাসি, অন্যদিকে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। অক্টোবরের শেষে জমজমাট দার্জিলিং পাহাড় সহ আশপাশের পর্যটনকেন্দ্রগুলি। মূল শহর তো বটেই, পকেট রুটের একাধিক জায়গাতেও হোটেল, হোমস্টেতে ঠাসা ভিড়। মুখে হাসি গাড়িচালকদেরও। কেউ কেউ একদিনে তিন ট্রিপে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি এসে আবার দার্জিলিং ফিরছেন যাত্রী নিয়ে। গাড়ির চালকরাই বলছেন, চলতি মাসে গত দু'দিনেই নাকি সব চাইতে বেশি আয় হয়েছে।

ধাক্কা খেল কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল দিল্লিতে ধর্না দিয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্র নীরবই ছিল এতদিন। সোমবারের রায় তৃণমূলকে কতটা উজ্জীবিত করেছে, তা স্পষ্ট অভিষেকের কথায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বাংলাবিরোধী বহিরাগত জমিদাররা বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ বাংলাবিরোধীদের গণতান্ত্রিকভাবে থাপ্পড় মারার সমান।'

বিজেপি অবশ্য মানছে না যে, এই রায় কেন্দ্রের পক্ষে ধাক্কা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা বরাবরই বলেছি দুর্নীতি বন্ধ করো, দুর্নীতির টাকা ফেরত দাও, একশো দিনের কাজের টাকা নাও। প্রকল্প চালু করতে আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের দাবি ছিল, ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা যে যে দাবি করেছি, সুপ্রিম কোর্ট তার সবটা মেনে রায় দিয়েছে।' অভিষেকের মন্তব্যকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন অভিষেক। হাইকোর্টের রায়টা পড়ে দেখুন। আদালত যা রায় দিয়েছে, তাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্যাঁ-ফোঁ করার সুযোগ নেই। চাইলে কেন্দ্র করতে পারে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর অন্য প্রশ্ন, 'রাজ্যের কি সদিচ্ছা আছে একশো দিনের কাজ করানোর? আদালতের নির্দেশের পরও কাজ শুরু করবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

২০২৪ সালের ১৮ জুন কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প পুনরায় চালু করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে দাবি করে, প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি, ভুয়ো জব কার্ড ও অর্থ বণ্টনে অনিয়ম হয়েছে। কেন্দ্রের যুক্তি ছিল, এই দুর্নীতি বন্ধ না হলে প্রকল্পের স্বচ্ছতা রক্ষা সম্ভব নয়। তবে সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানিয়ে দিল, অভিযোগের তদন্ত চলতে পারে, কিন্তু সেই অজুহাতে সাধারণ মানুষের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত প্রকল্প স্থগিত রাখা সংবিধানসম্মত নয়।

ঢালাও আমলা বদলি

প্রথম পাতার পর

এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সেই ঘোষণা কার্যকর হয়ে গেলে কমিশনের সম্মতি ছাড়া সরকারি স্তরে আর কোনও বদলি করা যেত না।

যাঁদের বদলি করা হয়েছে, তাঁদের অনেকের এক জায়গায় চাকরির তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট নিয়মেই নির্বাচনের আগে কমিশন তাঁদের বদলি করে দিত। কিন্তু তার আগেই নিজেদের পরিকল্পনামাফিক ওই অফিসারদের বদলি করা হল। কমিশন তাঁদের আর বদলি করতে পারবে না- এমন বিধিনিষেধ নেই বটে। কিন্তু ঢালাও বদলিতে কিছুটা হলেও রাশ পড়তে পারে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে।

তাছাড়া পছন্দের অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ জেলা বা পদের দায়িত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার শাসকদলের সুবিধা করে দিতে চাইছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। কেননা, বিভিন্ন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) কাজ করবেন জেলা শাসকদের অধীনে। পছন্দের অফিসার তাঁদের মাথার ওপর থাকলে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন নবান্নের নজরদারি রাখা সহজ হবে।

যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'পছন্দের অফিসারদের বদলি করেও তৃণমূলের লাভ হবে না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই চলতে হবে ওই অফিসারদের। নির্দেশিকা অমান্য করলে কমিশন ব্যবস্থা নেবে। তাই ভুয়ো ভোটার রেখে দেওয়ার যে মরিয়া চেষ্টা তৃণমূল করছে, তাতে লাভ হবে না।' এই অভিযোগ অস্বীকার করে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নির্দিষ্ট সময় অন্তর অফিসারদের বদলি করাই রীতি। এতে নতুনত্ব নেই। রাজনীতি খোঁজারও কারণ নেই।' প্রশাসনে ব্যাপক বদলি হলেও পুলিশে হয়নি। এসআইআর-এ পুলিশের সরাসরি কোনও ভূমিকা নেই বলেই নবান্ন সেই পথে হাঁটেনি বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। কার্যত নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে দফায় দফায় এই বদলিতে যে আইনি সমস্যা নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

তিনি সাংবাদিক বৈঠকে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে দেন, এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হওয়ার আগে পর্যন্ত অফিসারদের বদলি করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের আছে। ওই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হচ্ছে সোমবার রাত ১২টা থেকে। উত্তরবঙ্গে যাঁদের বদলি করা হল, তাঁদের মধ্যে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলকে উত্তরবঙ্গেই রেখে দেওয়া হল। তাঁকে মালদার জেলা শাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হয়ে এসেছেন উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক মণীশ মিশ্র।

তবে কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে পাঠানো হয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্রের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংঘানিয়াকে পাশের জেলা মুর্শিদাবাদে একই পদে পাঠানো হয়েছে।

কোচবিহারের নতুন জেলা শাসক হলেন রাজু মিশ্র।

বিকেলে আরেক নির্দেশে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি-কে পাঠানো হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসকের পদে। ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়ালকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তকে কলকাতা পুরসভার কমিশনার করা হল।

অন্য আইএএস অফিসারদের মধ্যে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য বদলি হলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার একই পদে। জলপাইগুড়িতে ওই পদে এলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক হরিশ রশিদ। আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং একই পদে যাচ্ছেন নদিয়ায়। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে একই পদে কার্সিয়াংয়ে পাঠানো হয়েছে। বদলি করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারের চার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রজতকুমার বলিদা, বিপ্লব বল, বিমান কর ও মোহন ভার্মাকে।

এছাড়া নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার বদলি হলেন কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকে। ধূপগুড়ি বিডিও সঞ্জয় প্রধান গেলেন কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকে। সবসময়ে বিতর্কে থাকা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে পাঠানো হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় যাচ্ছেন পুরাতন মালদার বিডিও পদে।

সংবিধান মনে

প্রথম পাতার পর

'উৎসবের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এই ঘোষণা হওয়া উচিত ছিল।'

তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা আশা করব মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী তৃণমূলের ভোটব্যাংক রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে।' সোমবার রাত ১২টায় এসআইআর ঘোষিত রাজ্যগুলির ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হয়েছে। ওই তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে এনুমারেশন ফর্ম। কমিশন জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ করবেন। দিল্লি থেকে ফর্মের সফট কপি পাঠানো হবে রাজ্যের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) পোর্টালে, সেখান থেকে তা ছাপানো হবে।

প্রত্যেক ভোটারের জন্য কমিশন দুটি করে এনুমারেশন ফর্ম ছাপাবে। বর্তমানে বাংলায় ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৭.৬৫ কোটি। অর্থাৎ প্রায় ১৫.৩ কোটি ফর্ম ছাপানো হবে। একটি কপি ভোটারের কাছে থাকবে, অন্যটি পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথি সহ সংশ্লিষ্ট বিএলওদের হাতে জমা দিতে হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'প্রতি ১০০০ ভোটারের জন্য একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার রয়েছেন, যাঁর অধীনে কাজ করবেন বুথ লেভেল অফিসাররা।'

তিনি জানান, এসআইআরের সময় ইআরওরা ভোটার তালিকা তৈরি, দাবি-আপত্তি শুনানি ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দায়িত্বে থাকবেন। তাঁদের সহায়তা করবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা। ইআরও-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম আপিল শুনবেন জেলা শাসক। দ্বিতীয় আপিলের শুনানি করবেন খোদ মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক।

এসআইআর শুরুর আগে সোমবার বাংলায় প্রশাসনে বড়সড়ো রদবদল করেছে নবান্ন। এপ্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'এসআইআর শুরু হওয়ার আগে যদি কোনও রাজ্য রদবদল করে থাকে, তাহলে সেটা তাদের অধিকার। এসআইআর ঘোষণার পর করলে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।' নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় এসআইআর-বিরোধী সমাবেশ করার পরিকল্পনা ছিল তৃণমূলের। এই রাজনৈতিক বিরোধের প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের স্পষ্ট বার্তা, 'নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। সংবিধান অনুযায়ী কমিশন তার দায়িত্ব পালন করছে এবং রাজ্য সরকারও তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আইনের কোনও ব্যত্যয় ঘটছে না।' ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হলেও ভোটমুখী অসমে এখনই এসআইআর হচ্ছে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'অসমের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন দেশের বাকি অংশের থেকে আলাদা। তাই সেখানে আলাদা নির্দেশিকা ও আলাদা সময়সূচি অনুযায়ী সংশোধন হবে।'

ফের গন্ডার উদ্ধার

মাদারিহাট, ২৭ অক্টোবর : দুর্যোগে ভেসে যাওয়া আরও একটি গন্ডার সোমবার উদ্ধার করল বন দপ্তর। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে একটি মাদি গন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। ঘুমপাড়ানি গুলি করে গন্ডারটিকে এনে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে দুর্যোগের পরে মোট ১১টি গন্ডার উদ্ধার করা হল।

সবুজ উপনিবেশে বাবুয়ানায় 'ইতি'

প্রথম পাতার পর

এই মঞ্চগুলি ছিল বাবু সমাজের স্থিতাবস্থার প্রতীক- যেখানে স্বদেশিয়ানা-আশ্রিত নাটক মঞ্চস্থ হত পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষিত বাঙালি ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। গয়েরকাটার কাঠের দোতলা গৃহে একদিকে ছিল বই ভরা আলমারি, অন্যদিকে শরীরচর্চা ও গানবাজনার সরঞ্জাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে জলপাইগুড়ি শহরে নবজাগরণের যে ঢেউ লেগেছিল তা চা বাগানেও প্রসারিত হয়। বিভিন্ন বাগানের শিক্ষিত ম্যানেজার, বাবুদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। রানিচেরা বাগানে তৈরি হয় ডামডিম ফ্রেন্ডস ক্লাব। বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া, নাটক, থিয়েটারের আয়োজন করা প্রভৃতি ছিল এই ক্লাবের উদ্দেশ্য। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাগানের অন্যান্য কর্মচারীরা ক্লাবে আসতেন ও রাতে ক্লাবেই খাওয়াদাওয়া করতেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে কাঁঠালগুড়ি বাগানের কর্মচারীরা দুর্গেশনন্দিনী নাটক মঞ্চস্থ করে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এই বাগানের গুদামবাবু ভূপেন বক্সী থিয়েটারের মান উন্নত করার জন্য কলকাতার কলাকুশলীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। নিমতিঝোরা বাগানে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় রাজেন্দ্র স্মৃতি ভবন। ১৯৬১ সালে নিমতিঝোরা বাগানে কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকীতে মালিকপক্ষ রবি ঠাকুরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে। সেই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বাগানের মেয়েরা মঞ্চস্থ করেছিলেন চিত্রাঙ্গদা নাটকটি। বাগানের সিনেমা হলটির উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি শহরের মিত্র সম্মিলনীতে তরাইয়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সের নাট্যমোদী বাবুরা নিয়মিত ভিড় জমাতেন। এই সংস্কৃতি ছিল তাঁদের কাছে দেশের বাড়িতে ফেলে আসা সম্মানটুকু ফিরে পাওয়ার এক গৌরবের ক্ষেত্র।

তবে বাবু সংস্কৃতি ছিল মূলত একটি ঘেরাটোপ, যা শ্রমজীবী সমাজের বঞ্চনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক উচ্চতা প্রমাণ করত। বাবুদের ক্লাবগুলি ছিল সামাজিক আড্ডার অন্যতম কেন্দ্র। সেখানে রাজনৈতিক আঁচও থাকত। তাস, ব্যাডমিন্টন বা ভলিবল খেলা চলত। ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বাগানে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা হত। চ্যাম্পিয়ন দলকে নিয়ে চলত কয়েকদিনের উৎসব। সাহেবদের ক্রিসমাস উদযাপনেও বাঙালি বাবুরা কেক কেটে, ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে সাহেবিয়ানা দেখাতেন।

আবার বিন্নাগুড়ির 'ওয়ার্কার্স থিয়েটার' বা কালচিনির 'মজদুর মৈত্রী সংঘ' প্রমাণ করেছিল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি কেবল অবসর বিনোদন নয়, শ্রেণি সংগ্রামের একটি মঞ্চও হতে পারে। বিন্নাগুড়ির 'সুরঙ্গ মে আগ' নাটকটি সেই সময় হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণির বহুভাষিক ঐক্য ও বঞ্চনার প্রতিবাদ।

তবে বিংশ শতাব্দীর শেষে, বিশেষত ২০০০ সালের পর ডুয়ার্সের চা শিল্পের অর্থনৈতিক পতন এই সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সরাসরি আঘাত করে। একাধিক কর্পোরেট মালিকদের সীমাহীন দায়হীনতা এবং মুনাফা লুটের ফলে একের পর এক চা বাগান বন্ধ, রুগ্ন বা হস্তান্তর হতে থাকে। এই অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল বাবু সমাজের সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো কার্যত ভেঙে পড়ে। কাঠের মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাবু সংস্কৃতিতে আপাতত ইতি টানাই যায়। এই বিলুপ্তি শুধু সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নয়, এটি অর্থনৈতিক পতনের এক করুণ দৃশ্যমান প্রতীক।

আজ ডুয়ার্সের সেই সবুজ উপনিবেশে বাবুদের বহু কোয়ার্টারে তালা ঝুলছে। অনেকে শহুরে ফ্ল্যাটে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁদের চাকরি জীবন কাটছে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে। অন্যদিকে, শ্রমিকদের চরম দুর্দশা পৌঁছেছে মৌলিক মানবিক অস্তিত্ব হারানোর পর্যায়ে। শ্রমিক মহল্লায় এখন আর মাদলের বোল ওঠে না। বাগানিয়া বাবুদের সাংস্কৃতিক শূন্যতার দখল নিয়েছে আধুনিক 'ডিজে' সংস্কৃতি।

পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক কাঠামোর অধীনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক স্থিতাবস্থা কতটা ভঙ্গুর হতে পারে ডুয়ার্সের চা বাগানের বাবু সংস্কৃতি চোখে আঙুল দিয়ে তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। চা শিল্প এবং বাগান সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি, গবেষণা এবং সর্বাগ্রে শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা জরুরি। একইসঙ্গে, শ্রমিক বা বাবুকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়াও জরুরি। একমাত্র সেই সংস্কৃতিই পারে ডুয়ার্সের বিচ্ছিন্নতা, বেদনা এবং নিঃসঙ্গতার সুরের বিপরীতে সংহতি ও চেতনার ভাষা ফিরিয়ে আনতে।

শ্রেয়সের শরীরের ভিতর রক্তক্ষরণ

সিডনিতে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরার সময় চোট পান শ্রেয়স আইয়ার।

সিডনি, ২৭ অক্টোবর : চোট নিয়ে আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সাদামাঠা সেই চোট এতটা ভোগাবে ভাবা যায়নি। শ্রেয়স আইয়ারের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। হালকা পাঁজরের চোটেই সীমাবদ্ধ নেই। শরীরের ভিতরের অংশেও রক্তপাত হয়েছে। যার ফলে আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হয়েছে শ্রেয়সকে। ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকদিন চিকিৎসকদের কড়া নজরে রাখা হবে বলে খবর।

সিডনির স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকদের পাশাপাশি শ্রেয়সের নজরদারিতে রয়েছে ভারতীয় দলের মেডিকেল টিমও। তবে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য স্বস্তির খবর, ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটারের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। শরীরের মধ্যে রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কোনওরকম ঝুঁকি নিচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আপাতত আরও কয়েকদিন সিডনিতেই চিকিৎসা চলবে শ্রেয়সের। সবকিছু খতিয়ে দেখেই তবে দেশে ফেরা।

সিডনিতে যাচ্ছেন বাবা-মা

বর্তমান যে পরিস্থিতিতে ছেলের পাশে থাকার জন্য সিডনিতে যাচ্ছেন শ্রেয়সের বাবা-মা। রবিবারই বোনের সিডনি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাবা-মা-ও যেতে চাইছেন। বোর্ডের তরফে দ্রুত শ্রেয়সের বাবা-মায়ের ভিসার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভিসা প্রক্রিয়া মিটে গেলে বাবা-মা-কে নিয়ে সিডনি রওনা দেবেন শ্রেয়সের বোনও। বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, যত দ্রুত সম্ভব ওঁদের অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রেয়সের পাশে পরিবারের একজন থাকা জরুরি।

বিসিসিআইয়ের তরফে এদিন এক বিজ্ঞপ্তিতে শ্রেয়সের ফিটনেস সংক্রান্ত খবর জানানো হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, পাঁজরের নীচের অংশে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়েছেন শ্রেয়স। চোট খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্লীহাতে আঘাত ধরা পড়েছে স্ক্যান রিপোর্টে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন শ্রেয়স। বর্তমানে স্থিতিশীল। দ্রুত সেরে উঠছেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি কাটিয়ে কবে মাঠে ফিরবেন, এখনই বলা মুশকিল। প্রসঙ্গত, ওডিআই সিরিজের শেষ ম্যাচে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরার সময় পাঁজরে আঘাত পান শ্রেয়স।

- হালকা পাঁজরের চোটেই সীমাবদ্ধ নেই।
- প্লীহাতে আঘাত ধরা পড়েছে স্ক্যান রিপোর্টে।
- পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলেও রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।
- আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হয়েছে শ্রেয়সকে।
- ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকদিন চিকিৎসকদের কড়া নজরে রাখা হবে।

‘পরিকল্পনা ঠিক করে খেটেছি’

ছুটিতে ঘাম ঝরিয়ে সফল রোহিত

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে লম্বা ছুটি।

মাস সাতেক প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। কিন্তু লম্বা সময়কে ছুটির মেজাজে নয়, পরবর্তী লক্ষ্যে নিজেকে শান দিতে কাজে লাগিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। নিজের স্বপ্নকে টিকিয়ে রাখতে কী কী করণীয়, সেই মাফিক ঘাম ঝরিয়েছেন। খেটেছেন ফিটনেস নিয়েও।

সুফল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ। অনিশ্চয়তা মধ্যে অনেকটা তফাত। তার ওপর লড়াই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। তারপরও স্বমেজাজে ফেরা! রোহিতের যুক্তি, ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ আলাদা। পিচও ভিন্ন। কিন্তু দীর্ঘ কেরিয়ারে বহুবার অজি-সফরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি। সিরিজের পূর্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়াটাও তাঁর পক্ষে গিয়েছে। ভুল প্রমাণ করেছেন, লম্বা ছুটি-ম্যাচ প্র্যাকটিস না পাওয়া বিপক্ষে যাবে বলে যাঁরা মনে করেছিলেন তাঁদের।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শেষে মুম্বইয়ে ফিরলেন রোহিত।

প্রস্তুতি আর ম্যাচ প্র্যাকটিসের সরিয়ে সিরিজ সেরা। সিডনিতে অপরাজিত ১২১ রানের ইনিংসে নির্ভেজাল রোহিত শো। বিসিসিআই ওয়েবসাইটে পোস্ট করা ভিডিওয় নিজের যে ঘাম ঝরানো, প্রচেষ্টার কথাই ফের শুনিয়েছেন রোহিত। বলেছেন, ‘খেলা শুরুর পর কোনও সিরিজের প্রস্তুতির জন্য মাস পাঁচেক পাইনি। চেষ্টা করেছি এই সময়টাকে কাজে লাগাতে। বাকি কেরিয়ারের জন্য আমার কী করা উচিত, সেইমাফিক পরিশ্রম করেছি।’

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা উপভোগ করার কথা ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর সিডনি স্পেশাল নিয়ে রোহিত জানান, শুরুর দিকে নতুন বল সামলাতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। শুরুতে পিচও অন্যরকম আচরণ করছিল। তবে নিশ্চিত ছিলেন, বল কিছুটা পুরোনো হলে পরিস্থিতি বদলাবে। সেটাই ঘটেছে। যা কাজে লাগিয়ে ‘রোকো’ জুটির বাজিমাত।

বিরাট কোহলির সঙ্গে ১৬৮ রানের জুটি নিয়েও উচ্ছ্বসিত হিটম্যান। বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওয় বলেছেন, ‘দীর্ঘদিন পর বিরাটের সঙ্গে দারুণ একটা জুটি করলাম। অনেক দিন পর আমাদের শতরানের জুটি। দলের দৃষ্টিভঙ্গিতেও যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শুভমান গিল তাড়াতাড়ি ফিরে যায়। জানতাম শ্রেয়স আইয়ারের চোট রয়েছে। ফলে বাড়তি দায়িত্ব ছিল। তবে চাপ নয়, ক্রিজে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছি।’

হারা সিরিজেও রোহিতের চোখ প্রাপ্তিতে। প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, ‘সিরিজে আমাদের জন্য ইতিবাচক অনেক কিছুই ছিল। বিশেষত হর্ষিত রানার কথা বলব। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের ফরম্যাটে খেলছে। অ্যাডিলেড এবং সিডনিতে যেরকম বল করেছে, প্রশংসা প্রাপ্য ওর।’ অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের কথাও রোহিতের কথায়।

> খেলা শুরুর পর কোনও সিরিজের প্রস্তুতির জন্য মাস পাঁচেক পাইনি। চেষ্টা করেছি এই সময়টাকে কাজে লাগাতে। বাকি কেরিয়ারের জন্য আমার কী করা উচিত, সেইমাফিক পরিশ্রম করেছি।
>
> **রোহিত শর্মা**

ভারত, অস্ট্রেলিয়া দুই সেরা দলের লড়াইয়ের আকর্ষণ মাঠে দর্শকদের টেনেও এনেছিল। রোহিতের কথায়, আকর্ষণীয় ক্রিকেট কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। ওডিআই সিরিজের তিন ম্যাচে হাউসফুল স্টেডিয়ামের ছবিতে তারই প্রতিফলন। রোহিত আরও জানান, অজি সফরে বরাবর দর্শকদের পাশে পান। কখনও হতাশ করেনি। আফসোস শুধু সিরিজ হাতছাড়া করে ফেরা। সিরিজটা উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। উপভোগও করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সিরিজ জয়ের সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেননি তাঁরা।

ভারতের বিরুদ্ধে ফিরছেন বাভুমা

জোহানেসবার্গ, ২৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শেষ।

বুধবার থেকে শুরু পাঁচ ম্যাচের টি২০ দ্বৈরথ। সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে মিচেল মার্শ ব্রিগেডের মুখোমুখি হবে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। অজি সফরের হ্যাংওভার কাটিয়ে ওঠার আগেই ঘরের মাঠে নতুন চ্যালেঞ্জ দক্ষিণ আফ্রিকা। টেস্ট, ওডিআই, টি২০- পূর্ণাঙ্গ সফরে নভেম্বরেই ভারতে পা রাখছে প্রোটিয়া ব্রিগেড।

টেস্ট দল

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), আইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইনি, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবেইর হামজা, টনি ডি জর্জি, করবিন বশ, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো জানসেন, কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী, কাগিসো রাবাদা, সাইমন হার্মার।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট (১৪ নভেম্বর শুরু) দিয়ে সফরের উদ্বোধন। দ্বিতীয় টেস্ট গুয়াহাটিতে (২২ নভেম্বর শুরু)। এদিন টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বে দুই ম্যাচের যে টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। চোটের কারণে পাকিস্তান সফরে টেস্ট সিরিজে মাঠের বাইরে ছিলেন বাভুমা। চোট সারিয়ে ভারত সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১-১ সিরিজ ড্র রাখা দলের ব্যাটিংয়ে এই একটাই পরিবর্তন- ডেভিড বেডিংহামের বদলে বাভুমা। সেপ্টেম্বরের পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন প্রোটিয়া দলপতি। একটা ম্যাচও খেলেননি। যা মাথায় রেখে ভারত সিরিজে প্রত্যাবর্তনের আগে বেঙ্গালুরুতে (৩০ অক্টোবর-২ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত ‘এ’ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের চারদিনের ম্যাচে নিজেকে ঝালিয়ে নেবেন বাভুমা।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মোট ১৫টি টেস্ট খেলা বেডিংহাম পাক সিরিজের দলে থাকলেও একটা টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। বাভুমার প্রত্যাবর্তনে এবার বাদ। প্রত্যাশিতভাবে অগ্রাধিকার পেয়েছেন টনি ডি জর্জি, ট্রিস্টান স্টাবস, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবেইর হামজারা। এর মধ্যে জুবেইরকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হেডকোচ শুকরি কনরাড। বলেছেন, ‘স্পিন খুব ভালো খেলে হামজা। ভারতের পরিবেশের জন্য ওর ব্যাটিং যথাযথ বলে আমার বিশ্বাস।’

ভারতের স্পিন সহায়ক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কেশব মহারাজ ছাড়া আছেন সাইমন হার্মার ও সেনুরান মুথুস্বামী। বাদ পড়েছেন অফস্পিনার প্রেনেলান সুব্রায়েন, যিনি মহারাজের (চোট ছিল) বদলে পাকিস্তান সফরে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন। পেস ব্রিগেডের নেতৃত্বে কাগিসো রাবাদা। বাকি দুই সঙ্গী করবিন বশ ও মার্কো জানসেন।

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুমকি অজি কোচের

সূর্যর ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন গম্ভীর

ক্যানবেরা, ২৭ অক্টোবর : এক বনাম দুইয়ের টক্কর।

বুধবার শুরু সেরা দুই দলের টি২০ সিরিজ ঘিরে পারদ স্বভাবতই ঊর্ধ্বমুখী। পাঁচ ম্যাচের যে দ্বৈরথ ভারতের কাছে ওডিআই সিরিজ হারের বদলার মঞ্চ। ক্যানবেরায় গত কয়েকদিন ধরে যে লক্ষ্যে শেষ তুলির টান দিতে ব্যস্ত গৌতম গম্ভীরের দল। শীর্ষস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি চোখ আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সালেও।

গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের আগে চিন্তায় রাখছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ফর্ম। গত কয়েক সিরিজে দল সাফল্যের মধ্যে থাকলেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ব্যাটিং-গ্রাফ নিম্নমুখী। হেডকোচ গম্ভীর যদিও সূর্যকে নিয়ে ভাবতে নারাজ। আস্থা রাখছেন অধিনায়কের ওপর। গুরুত্ব দিচ্ছেন সূর্যের লিডারশিপ দক্ষতাকে।

টি২০ সিরিজের প্রস্তুতির ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, ‘সূর্য মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত। আর ভালো মানুষরা ভালো অধিনায়ক হয়। কোচ হিসেবে আমাকে সূর্য কৃতিত্ব দেয়। তবে আমার দায়িত্ব হল শুধু পরিস্থিতি অনুযায়ী ওকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া। কারণ এই দলটা সূর্যর। ওর চাপমুক্ত মানসিকতা টি২০ ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ। গত দেড় বছর ধরে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে সূর্য।’

> সূর্য মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত। আর ভালো মানুষরা ভালো অধিনায়ক হয়। কোচ হিসেবে আমাকে সূর্য কৃতিত্ব দেয়। তবে আমার দায়িত্ব হল শুধু পরিস্থিতি অনুযায়ী ওকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া। কারণ এই দলটা সূর্যর। ওর চাপমুক্ত মানসিকতা টি২০ ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ।
>
> -গৌতম গম্ভীর

হারের ভয় সরিয়ে ইতিবাচক, আগ্রাসী ক্রিকেট- গম্ভীর-সূর্য জুটির ক্রিকেট-দর্শন। গম্ভীরের সাফকথা, সফলতম কোচের তকমা নয়, লক্ষ্য ভারতকে ‘বিপজ্জনক’ দলে পরিণত করা। ছাত্রদের জন্যও গম্ভীর-বাণী, ভুল হওয়ার ভয়ে গুটিয়ে থেকো না। মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু লক্ষ্য থেকে সরলে হবে না।

একইভাবে ব্যাটার সূর্যর পাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর বলেছেন, ‘ওর ব্যাটিং নিয়ে আমি একেবারেই চিন্তিত নই। সূর্য যে ধরনের ক্রিকেটার অনায়াসে ৩০ বলে ৪০ করে দেবে। কিন্তু দলের লক্ষ্য অতি আগ্রাসী ক্রিকেটে। ব্যর্থ হলেও যে পরিকল্পনা থেকে না সরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। সূর্যের ব্যাটিংয়ে সেই প্রয়াস। একবার ছন্দ পেয়ে গেলে ওকে রোখা মুশকিল। নিজের কাঁধে দলের ব্যাটিংকে টানবে।’

প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাকেও। গম্ভীর বলেছেন, ‘শুভমান-রোহিতের ভালো শুরুটা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বিরাটের সঙ্গে রোহিতের দুর্দান্ত জুটি। নিখুঁত যুগলবন্দি। বিশেষত রোহিতের কথা বলব। আরও একটা অসাধারণ শতরান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ফিনিশ করে ফিরেছে। একই কথা প্রযোজ্য বিরাটের ক্ষেত্রেও।’

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুংকার অস্ট্রেলিয়ারও। হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের দাবি, ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই খেলবে তাঁর দল। থাকছে টি২০ বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল শুরুর তাগিদও। মিচেল মার্শদের হেডস্যারের কথায়, গত দুই বিশ্বকাপে সাফল্য আসেনি। আগ্রাসী ক্রিকেটে চাকা ঘোরাতে চান। বিশ্বাস, বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে ইতিবাচক ক্রিকেটের বিকল্প নেই।

ভারতের বিরুদ্ধে যে স্ট্র্যাটেজি, বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শুভসূচনায় চোখ। ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ‘নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য ভালো পরীক্ষার মঞ্চ হতে চলেছে এই সিরিজ। ভারত বিশ্বের এক নম্বর টি২০ দল। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয়। সেরার টক্করে মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমরা মুখিয়ে আছি। দলের একঝাঁক তরুণ সদস্যদের সামনে সুযোগ সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলা এবং নিজেদের প্রমাণ করার।’

বুধবার প্রথম ম্যাচের আগে অজি শিবিরে আবারও পরিবর্তন। অ্যাডাম জাম্পার পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত লেগস্পিনার তনভীর সাংঘা। দ্বিতীয় সন্তান আসতে চলেছে জাম্পার পরিবারে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতেই টি২০ সিরিজ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন জাম্পা।

টি২০ সিরিজের অনুশীলনের ফাঁকে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে আলোচনায় কোচ গৌতম গম্ভীর। সোমবার।

সেমিফাইনালে নেই প্রতীকা

রবিবারের ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পান প্রতীকা রাওয়াল।

নভি মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে নামার আগে বড় ধাক্কা খেলেন হরমনপ্রীত কাউররা। গোড়ালির চোটের জন্য সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল।

পরিবর্ত শেফালি

রবিবার বাংলাদেশ ইনিংসের ২১তম ওভারে শারমিন আখতারের শট বাউন্ডারি লাইনে বাঁচাতে গিয়ে প্রতীকার গোড়ালি মচকে যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় দলের তরফে প্রাথমিকভাবে কিছু বলা না হলেও রাতের দিকে আইসিসি-র তরফে জানানো হয়েছে, সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন না চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহক প্রতীকা। তাঁর বদলে ওপেনার শেফালি ভার্মাকে ভারতীয় স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেমিফাইনালে স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে শেফালির ওপেন করার সম্ভাবনাই বেশি। তবে শেফালি সরাসরি প্রথম একাদশে না ঢুকলে উমা ছেত্রীকে দিয়ে ওপেন করার ভাবনা রয়েছে ভারতীয় শিবিরের।

সামি-শাহবাজের দিকে তাকিয়ে বাংলা

বাংলা-২৭৯ ও ১৭০/৬
গুজরাট-১৬৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গুজরাটের বিরুদ্ধে ৬ উইকেট নেওয়ার বল হাতে শাহবাজ আহমেদ। ছবি : ডি মণ্ডল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : তিন পয়েন্ট এল। ছয় পয়েন্টের সম্ভাবনা তৈরি হল। সঙ্গে বাংলার রক্ষণাত্মক ব্যাটিং নিয়ে তৈরি হল বিতর্কও।

চুম্বকে এই হল বাংলা বনাম গুজরাটের চলতি রনজি ট্রফির ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষের ছবি। বিকেল ৪.১৫ নাগাদ মন্দ আলোর জন্য যখন দিনের খেলা স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন আম্পায়াররা, প্রথম ইনিংসের ১১২ রানের লিড সহ বাংলা তখন এগিয়ে ২৮২ রানে। উইকেটে রয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার (অপরাজিত ৪৪) ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (অপরাজিত ৭)। তার আগে গতকালের ১০৭/৭ থেকে শুরু করে আজ দিনের প্রথম ওভারেই শাহবাজ আহমেদ (৩৪/৬) গুজরাট শিবিরে ধাক্কা দিয়েছিলেন। শেষ দুই উইকেটের জুটিতে ইডেন গার্ডেন্সের মন্থর, নিষ্প্রাণ বাইশ গজে গুজরাট ৫৯ রান যোগ করে বাংলাকে ফলোঅন করানোর সুযোগ দেয়নি। ১১২ রানের লিড সহ তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার পর ব্যাট করতে নেমে সেই পরিচিত ‘হারাকিরি’ ব্যাটিং বাংলার। বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার ‘বদরোগ’। শেষপর্যন্ত রক্ষণাত্মক মানসিকতার ব্যাটিংয়ের সুবাদে দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ১৭০/৬। মঙ্গলবার ম্যাচের শেষ দিনে অন্তত আধ ঘণ্টা ব্যাটিং করে ৩০-৪০ রান যোগ করে ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পরিকল্পনা টিম বাংলার।

রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ে বিরক্তি

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সারাদিনে কলকাতায় আজ বৃষ্টি হয়নি। রোদ ঝলমলে আকাশ ছিল। আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনেও কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি বাংলার ছয় পয়েন্টের সম্ভাবনায় জল ঢালবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ ১১২ রানের লিড ও তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর বাংলার রক্ষণাত্মক মানসিকতার ব্যাটিংয়ে বিরক্তি তৈরি হয়েছে। ইডেনের ঢ্যাবঢ্যাবে, মন্থর বাইশ গজে আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনে মহম্মদ সামি, শাহবাজ আহমেদরা কতটা সাহায্য পাবেন, বলা কঠিন। যদি গুজরাটকে অলআউট করে বাংলা সরাসরি ম্যাচ জিততে পারে, তাহলে হয়তো পিচ ও ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক চাপা পড়ে যাবে। না হলে সমস্যা বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরুর সময়ই ছিল চমক। ‘লাইক ফর লাইক’ পরিবর্ত। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নয়া নিয়মের সুবিধা নিয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়া ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের (তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে) বদলে কাজি জুনেইদ সইফিকে (১) প্রথম একাদশে নেওয়া হয়েছিল। তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে হতাশ করেছেন তিনি। তার আগে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (২৫) ও সুদীপ ঘরামিরও (৫৪) একই দশা। ব্যাটিং আগ্রাসন দেখানোর বদলে ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং করতে গিয়ে বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার চেনা ছবি। দলের সহ অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল (১), সুমন্ত গুপ্তদের (১১) ব্যাটিং নিয়ে যত কম বলা যায়, তত ভালো। জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য আরপি সিংয়ের সামনে এমন জঘন্য পারফরমেন্স করলে ভারতীয় দলে খেলার কথা ভুলে যাওয়া উচিত। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও অভিষেকদের শট বাছাই দেখে বিরক্ত। বিকেলের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাংলার কোচ বলছিলেন, ‘ক্ষমার অযোগ্য শট নির্বাচনের মেগা সিরিয়াল চলছে। সফল হতে হলে আমাদের আরও সতর্ক হতেই হবে।’

টিম বাংলা কবে সতর্ক হবে, কবে ছবিটা বদলাবে, কারও জানা নেই। কিন্তু তার আগে গুজরাট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ব্যাটিংয়ে ফের অশনিসংকেত। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কেন আরও দ্রুত রান তোলার নির্দেশ দেওয়া হল না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য বলছেন, ‘গুজরাটের ব্যাটিং শক্তি ভালো। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা।’

প্রশ্ন হল, বাংলার বোলিং শক্তিও তো দেশের সেরা? আর এখানেই তো রহস্য!

করুণের নিশানায় আগরকার

দ্বিশতরান পৃথ্বীর

চণ্ডীগড়, ২৭ অক্টোবর : স্বমহিমায় পৃথ্বী শ।

মুম্বই ছেড়ে এই মরশুমেই মহারাষ্ট্রে যোগ দিয়েছেন। নতুন দলের হয়ে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচেই দ্বিশতরান করে নজির গড়লেন পৃথ্বী।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে বড় রান করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরু থেকেই বাইশ গজে ঝড় তোলেন তিনি। ৭৩ বলে শতরান পূর্ণ করেন। পরের একশো রান করতে নেন ৬৮ বল। শেষপর্যন্ত ১৫৬ বল খেলে ২২২ রান করে আউট হন পৃথ্বী। রনজিতে দ্রুততম দ্বিশতরানের নজির রয়েছে রবি শাস্ত্রীর। ১৯৮৪ সালে বরোদার বিরুদ্ধে ১২৩ বলে ২০০ করেছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও রনজিতে দ্বিতীয় দ্রুততম দ্বিশতরানের রেকর্ড গড়লেন পৃথ্বী। বিশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। ভুল শুধরে প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে শুরুটা ভালোই হল পৃথ্বীর।

২২২ রানের পথে পৃথ্বী শ।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছেন করুণ নায়ার। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৭৩ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধেও শতরান করলেন। ১৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন তিনি। এরপরই তাঁর নিশানায় জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জাতীয় দলে ফিরেছিলেন। তবে তাঁর পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হননি আগরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে আর ডাক পাননি। এই নিয়ে করুণ বলেন, ‘গত দুই বছরে যা রান করেছি তাতে আমার আরও সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। একটা সিরিজ দেখেই আমাকে বাদ দেওয়া হল।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘আমার কাজ রান করা। সেটা করছি। আবারও দেশের হয়ে খেলতে চাই। সেই লক্ষ্যেই পরিশ্রম করছি।’

করুণের শতরানে প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রান করে কর্ণাটক। জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে গোয়ার স্কোর ১৭১/৬। ৩ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৪৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন শচীন তেন্ডুলকারের পুত্র অর্জুন।

এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ১ নভেম্বর থেকে রাজস্থানের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের পরবর্তী রনজি ম্যাচে খেলবেন যশস্বী জয়সওয়াল।

বাড়তি নিরাপত্তায় মুম্বইয়ে হিলিরা

নভি মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মহিলা ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির জেরে উত্তাল চলতি বিশ্বকাপ। গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে দুই অজি ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি করা হয়। এই বিতর্কের মধ্যেই ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলতে নভি মুম্বই পৌঁছে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দল।

শ্লীলতাহানির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর অস্ট্রেলিয়া দলের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ক্রিকেটাররা হোটেল ছেড়ে কোথাও গেলে তাদের সঙ্গে সবসময়ই পুলিশ থাকছে। মহারাষ্ট্র পুলিশের এক অফিসার জানিয়েছেন, ক্রিকেটাররা যে হোটেলে থাকছেন সেখানে সবসময় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা কোথাও গেলে পুলিশ এসকর্ট দেওয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে নভি মুম্বইয়ে। যদিও পরের দিন ‘রিজার্ভ ডে’ হিসেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওইদিনও বৃষ্টির ভ্রুকুটি রয়েছে। ফলে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ভেস্তে গেলে নিয়ম অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে উঠবে। কারণ, গ্রুপ পর্বে অজিরা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিল এবং সবচেয়ে বেশি ম্যাচও তারা জিতেছে। তার উপর গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ভারতকে হারিয়েছিল।

এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ প্রেরণা ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : একটা ড্র ম্যাচই যেন চাপ তৈরি করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ-ফুটবলারদের উপর। এখানে এসে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দেওয়া মাঠ পছন্দ না হওয়ায় নিজেরাই সালভাদোর দ্য মুন্ডো গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠ ভাড়া করে প্রস্তুতি সারছে ইস্টবেঙ্গল। আসলে এটা একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স। ফুটবল মাঠ ছাড়া আছে ব্যাডমিন্টন কোর্টও। মাঠের একধারে একটা ষোলোশো খ্রিষ্টাব্দের গির্জা এবং নারকেল গাছ তো বটেই মান্ডবী নদী, সঙ্গে

অনুশীলন শুরুর আগে হাডলে ইস্টবেঙ্গল দল। ছবি : প্রতিবেদক

পাহাড়ের উঁকিঝুঁকিতে চারপাশটা ছবির মতো। কিন্তু এত সৌন্দর্য দেখার মানসিক অবস্থা কোথায় লাল-হলুদ শিবিরে? আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হার ও গায়ে গায়েই এখানে এসে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের মতো একটা বিদেশিহীন আই লিগের দলের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই ড্র। আগের দিন হলে এতক্ষণে সমর্থকরা শুধু মুখের কথাতেই স্পেনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন অস্কার ব্রুজোঁকে। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। ফলে সৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ মজুমদার, জিকসন সিংরা এই চাপ বুঝতে পারলেও কোচ এখনও অপছন্দের প্রশ্নে গলাবাজি করছেন তো পছন্দ হলে একগাল হাসি। ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট না পেলেও কোচ খুশি তাঁর দলের পারফরমেন্সে। তাঁর বক্তব্য, 'একটা ম্যাচের দুটো দিক থাকে। একটা হল পয়েন্ট পাওয়া এবং অন্যটা পারফরমেন্স। শেষমুহূর্তে অমনোযোগী হয়ে পড়ায় পুরো ৩ পয়েন্ট হাতাছাড়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পারফরমেন্স ক্রমশ ভালো হচ্ছে। তবে আমাদের আরও ধারাবাহিক হতে হবে।'

তিনি যাই করুন না কেন, ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে একেবারেই চনমনে ভাবটা নেই। প্রত্যেকেরই মুখ গোমড়া সাতসকালেও। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ না জিতলে টুর্নামেন্ট প্রায় শেষই হয়ে যাবে যদি না ডেম্পোর কাছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট হারে বা ড্র করে। কোচও স্বীকার করলেন, 'চেন্নাইয়ান ম্যাচ আমাদের কাছে ডু অর ডাই।' এরপরই অবশ্য তিনি চলে গেলেন এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ এবং স্পেনের ২০১০ বিশ্বকাপ জয়ের প্রসঙ্গে। তাঁর বক্তব্য, 'এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আমাদের প্রথম ম্যাচটা ভালো যায়নি কিন্তু তারপর আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি গিয়েছিলাম। তাছাড়া ২০১০ সালে আমার দেশ স্পেন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হেরে শুরু করার পর চ্যাম্পিয়ন হয়। আমরাও আত্মবিশ্বাসী ভালো কিছু করতে পারব। তবে চেন্নাইয়ান ভালো দল। আগের দিন প্রথম ২০-২৫ মিনিট ওরা মোহনবাগানকে খুব বেগ দিয়েছিল। এর থেকেই ওদের শক্তি আন্দাজ করা যায়।' দলের সেরা প্লে-মেকার মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে পরে নামানো নিয়ে কিছুটা সমালোচিত হয়েছেন অস্কার। এখন এই একটাই পরিবর্তন তিনি আনেন কি না দলে, সেটা বোঝা না গেলেও ডিফেন্সে যে বদল হচ্ছে না সেটা অনুশীলন দেখে খানিকটা বোঝা গেল। কেভিন সিবিলে আসার পর থেকে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স অনেক জমাট হয়েছে। তবে বাকি বিদেশিরা কেউই আহামরি নন এখনও পর্যন্ত।

আহামরি নয় ক্লিফোর্ড মিরান্ডার চেন্নাইয়ানও। তাই না জেতার কারণ নেই ইস্টবেঙ্গলের। শেষপর্যন্ত কোচ কতটা ফুটবলারদের তাতিয়ে তুলতে পারেন তার উপরেই নির্ভর করছে ফুটবলারদের মাঠের পারফরমেন্স।

> এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আমাদের প্রথম ম্যাচটা ভালো যায়নি কিন্তু তারপর আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি গিয়েছিলাম। তাছাড়া ২০১০ সালে আমার দেশ স্পেন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হেরে শুরু করার পর চ্যাম্পিয়ন হয়। আমরাও আত্মবিশ্বাসী ভালো কিছু করতে পারব।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

সুপার কাপে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম চেন্নাইয়ান এফসি	মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট **স্থান :** ব্যাম্বোলিম	**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট **স্থান :** ফতোরদা
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে	**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিও হটস্টার

জিতে সেমির দিকে এগোতে চায় বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : মাঠের ধারে সুন্দর এক সবুজ-মেরুন বাড়ি। লিস্টন কোলাসো গাড়ি চালিয়ে এলেন সিআর সেভেন লেখা জার্সি গায়ে। যেন ছোট্ট এক পর্তুগালের ছবি উঠে এল উতোরদায়। মনে হবে যেন দেখেশুনেই অনুশীলনের জায়গা বেছে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

তবে ওই সব দেখে আপ্লুত হওয়ার মানুষ নন হোসে ফ্রান্সিসকো

ডেম্পোকে গুরুত্ব মোলিনার

মোলিনা। তিনি বিরক্ত অনুশীলনের মাঠের বেহাল অবস্থা দেখে। রবিবার যেখানে অনুশীলন করে সেটা তাঁর খুবই অপছন্দ হওয়াতেই ফের এদিন উতোরদা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে ফিরে আসে তাঁর দল। মোলিনা বলে দিলেন, 'অনুশীলনের মাঠ অসম্ভব খারাপ। এই রকম মাঠে অনুশীলন করালে আর কীইবা বলার থাকতে পারে? স্টেডিয়ামের মাঠও তেমন ভালো নয়। হয়তো প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যই এরকম বেহাল অবস্থা। তবে আমরা পেশাদার দল। তাই কোনও অভিযোগ না করে আমাদের নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে হবে।' তাঁর দল অবশ্য বেশ চাঙ্গা। আগের সেই গুমোট ভাবটা একেবারেই নেই। এদিন ডিফেন্স ও পরে অ্যাটাক লাইন নিয়ে আলাদা করে সিচুয়েশন ও শুটিং অনুশীলনও করালেন। আগেরদিন চোট পাওয়া দীপক টাংরিও চুটিয়ে অনুশীলন করলেন। মোলিনা বলে গেলেন, 'ওর চোট নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মনে হচ্ছে খেলতে সমস্যা হবে না।' অনুশীলন দেখে মনে হল আগেরদিনের প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন হয়তো করবেন না। তবে ধাঁধা রেখে দিলেন জেসন কামিন্স ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে বাড়তি খাটিয়ে।

সুপার কাপে যেখানে ছয়জনকে খেলানোর সুযোগ আছে সেখানে মোলিনা তিন বিদেশির বেশি নামাচ্ছেন না। কেন রবসন রোবিনহো, দিমিকে বসিয়ে রেখে নম্বর ১০ পজিশনে সাহাল আব্দুল সামাদকে খেলাচ্ছেন প্রশ্ন করলে মোলিনার উত্তর, 'গত দেড় বছর ধরে আপনারা বা ফুটবলাররা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে আমি নাম দেখে খেলাই না। আমি দেখি সেদিন আমার পরিকল্পনায় কে সেরাটা দিতে পারবে। কে বেশি ফিট। যাদের বিপক্ষে খেলছি সেই দলটার বিরুদ্ধে সঠিক ফুটবলারটি কে হবে।' তিনিই যে সঠিক, সে অবশ্য গত মরশুম থেকে বারবারই প্রমাণ করতে পেরেছেন। এবারও সুপার কাপটা জিতে মরশুমের দ্বিতীয় ট্রফিটা দ্রুত ঘরে তুলে ফেলতে উদ্যোগী তাঁরা। সমীর নায়েকের ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব আগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের থেকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই সাবধানি মোলিনা বলেছেন, 'আমরা আগের ম্যাচটার রেকর্ডিং দেখেছি। ওরা যে ভালো দল তার প্রমাণ প্রথম ম্যাচেই দিয়েছে। ফলে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা অবশ্য প্রতিপক্ষ ভালো কী মন্দ সেটা নিয়ে ভাবি না। আমাদের দর্শন হল, নিজের দলকে নিয়ে ভাবো। আমরা যদি জিততে পারি তাহলে সেমিফাইনালের দিকে খানিকটা এগোতে পারব।' ডেম্পো স্থানীয় দল। হয়তো তাদের কিছু সমর্থক আসবেন মাঠে। সেখানে মোহনবাগানকে খেলতে হবে বিনা সমর্থনে।

ডেম্পো ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালের দিকে এক পা এগিয়ে গেলে হয়তো বা এই সমর্থকরাই পাশে এসে দাঁড়াবেন। আর সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা সবুজ-মেরুন শিবির।

ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ম্যাচের প্রস্তুতিতে জেসন কামিন্স। -প্রতিবেদক

লামিনে ইয়ামাল ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের ঝগড়া থামাচ্ছেন সতীর্থরা।

ধুন্ধুমার এল ক্লাসিকো, উত্তপ্ত বার্নাব্যু

মাদ্রিদ, ২৭ অক্টোবর : মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি।

গত মরশুমের শেষ সাক্ষাতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪ গোলের মালা পরিয়েছিল বার্সেলোনা। ভারতীয় সময় রবিবার রাতে ঘরের মাঠে কাতালান জায়েন্টদের ২-১ গোলে হারিয়ে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিল রিয়াল। স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হল শেষবেলায়।

ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার আগেই। কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের বেঞ্চে থাকা ফুটবলাররা। ৯০ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখেন বেঞ্চে থাকা রিয়ালের গোলকিপার আন্দ্রেই লুনিন। সংযুক্তি সময়ে অরিলিয়েন চৌয়ামেনিকে ফাউল করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বার্সেলোনার পেদ্রিও। এরপর শেষ বাঁশি বাজতেই লামিনে ইয়ামালের দিকে তেড়ে যান ড্যানি কার্বাহাল, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, থিবো কুর্তোয়ারা। ধাক্কাধাক্কিও হয় দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে। রেফারিরা পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় আসরে নামতে হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। তাঁদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় মোট ছয় ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।

> ইয়ামাল স্পেন জাতীয় দলে কার্বাহালের সতীর্থ। সকলের সামনে ওর ইয়ামালকে কিছু বলা ঠিক হয়নি। আলাদাভাবেও বলতে পারত।
>
> **ফ্র্যাঙ্কি ডি জং**

আসলে কয়েকদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল বলেছিলেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ জেতার জন্য সবসময় রেফারির ওপর চাপ তৈরি করে।' তাঁর এই মন্তব্য একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি রিয়াল শিবির। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, এল ক্লাসিকোয় বার্সার হারের মাঠে তারই জবাবে কার্বাহাল বলেছেন, 'এবার কিছু বলো, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে নাকি?' পরে ইয়ামালকে নিশানা করে সমাজমাধ্যমে জুডে বেলিংহাম লেখেন, 'কথায় নয়, কাজে করে দেখাতে হয়।' এদিকে কার্বাহালের মন্তব্যের পালটা বার্সা মিডফিল্ডার ফ্র্যাঙ্কি ডি জং বলেছেন, 'ইয়ামাল স্পেন জাতীয় দলে কার্বাহালের সতীর্থ। সকলের সামনে ওর ইয়ামালকে কিছু বলা ঠিক হয়নি। আলাদাভাবেও বলতে পারত।'

এদিকে, ক্লাসিকো জয়ের পর রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'দল দারুণ উদ্দীপ্ত ছিল। এই জয়ে আমি আরও বেশি খুশি ফুটবলারদের জন্য। ওরা ক্লাসিকো জিততে মরিয়া ছিল। এই জয়টা আমাদের জন্য স্পেশাল। তবে অনেকটা পথ বাকি এখনও। আগামী ম্যাচগুলোতেও এই মানসিকতা ধরে রাখতে হবে।' দলের সার্বিক পারফরমেন্সের পাশাপাশি ভিনিসিয়াস ও বেলিংহামের আলাদা করে প্রশংসা করেছেন অলন্সো।

জয়ী মুম্বই, পাঞ্জাব এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : হায়দরাবাদ ছেড়ে এবার রাজধানীতে। তবে জায়গার পাশাপাশি নাম বদল করলেও জয় এল না স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির। এদিন তাদের বিপক্ষে ফতোরদায় মুম্বই সিটি এফসি জয়ী হল ৪-১ গোলে। ৭ মিনিটে প্রথম গোল জোরগে পেরেরা দিয়াজের। মুম্বইয়ের পরের দুই গোল বিক্রম প্রতাপ সিং ও জোরগে ওর্টিজ মেন্ডোজার যথাক্রমে ৯ ও ৩২ মিনিটে। ম্যাচের শেষদিকে ফের ব্যবধান বাড়ান বিক্রম প্রতাপ। ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি পায় দিল্লি। গোল করেন আন্দ্রে আলবা।

অন্যদিকে, এদিন গ্রুপ 'ডি'-তে পাঞ্জাব এফসি ৩-০ গোলে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচ শুরুর দুই মিনিটের মধ্যে গোকুলামের গুরসিমরত সিংয়ের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় পাঞ্জাব। ১১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নিখিল প্রভু। ৪৩ মিনিটে প্রিন্সটন রেবেলোর গোলে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলে পাঞ্জাব। বিরতির পর গোলের ব্যবধান বাড়েনি।

অ্যাসেজে শুরুতে নেই কামিন্স

মেলবোর্ন, ২৭ অক্টোবর : ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে নেই অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তিনি পিঠের চোটে ভুগছেন। কামিন্সের বদলে পারথে প্রথম টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। তবে অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড আশাবাদী ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরবেন কামিন্স। তার জন্য চলতি সপ্তাহে বোলিং অনুশীলন শুরু করবেন ৩২ বছরের পেসার।

ফুটবল মরশুম শুরু হওয়া স্বস্তির : সন্দেশ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : আল নাসেরের বিপক্ষে নিজেদের নিংড়ে দিয়েছেন তাঁরা। তারপর আবার একটা ভয়ংকর বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ। তারপরও মিক্সড জোনে দিব্যি হাসিখুশি লাগে জাতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ককে। ডাকতেই দাঁড়িয়ে পড়েন কথা বলতে।

রবিবাসরীয় রাতে এফসি গোয়া-জামশেদপুর এফসি ম্যাচ একটা সময়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তবে দুই দলের ইচ্ছায় পুরো ম্যাচই হয় এবং ২-০ গোলে

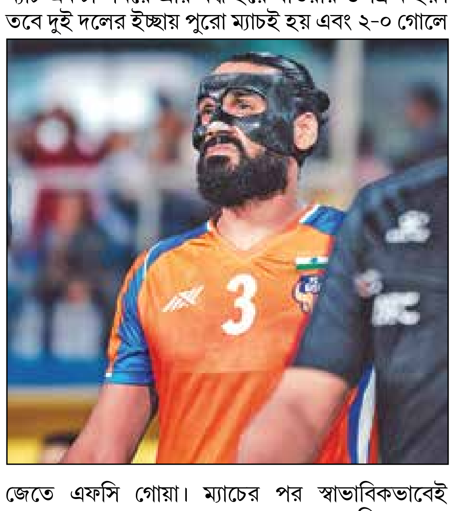

জেতে এফসি গোয়া। ম্যাচের পর স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে মেজাজে দেখা মেলে সন্দেশ ঝিংগানের। বলছিলেন, 'টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। জিতে শুরু করা খুব দরকার ছিল। এখন হালকা লাগছে অনেকটাই। আজ দুই দলের কাছেই কাজটা কঠিন ছিল। কারণ আবহাওয়া ছিল অসম্ভব প্রতিকূল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা নিজেদের সেরা দল হিসাবে প্রমাণ করতে পেরেছি। কিন্তু এটা সবে শুরু। গোটা টুর্নামেন্টই ভালো খেলতে হবে।' মাত্র তিন-চারদিন আগেই আল নাসেরের বিপক্ষে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন সন্দেশরা। কেমন সেই অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে দেশের সেরা ডিফেন্ডার বলেছেন, 'বলতে গেলে আমাদের দুই দিনের মধ্যে খেলতে হচ্ছে। আল নাসের ম্যাচটা এতটাই উচ্চপর্যায়ের ছিল যে নিজেদের মাঠে নিঃশেষিত করতে হয়েছে। বলতে পারেন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল। তবে ওই ম্যাচের জন্য হয়তো আজ আমাদের তো পা ধরে যাচ্ছিল একটা সময়ে। কিন্তু দেখুন এটাই আমাদের জীবন। আবার তিনদিনের মধ্যে পরের ম্যাচটা খেলতে হবে। কিছু করার নেই।'

ফুটবল মরশুম শুরু হবে কি হবে না, তা নিয়ে যখন ক্রমশ দুশ্চিন্তা বাড়ছিল তখনই শুরু হল সুপার কাপ। ফলে ফুটবলই যাঁদের রুটিরুজি, তাঁদের কাছে এটা একটা বড় স্বস্তি। সন্দেশ অবশ্য এই প্রসঙ্গ উঠতে শুরুতে মজাই করলেন, 'আরে আমাদের ফুটবল মরশুম তো গত সাড়ে তিন মাস ধরেই চলছে।' এরপরই অবশ্য

> টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। জিতে শুরু করা খুব দরকার ছিল। এখন হালকা লাগছে অনেকটাই। আজ দুই দলের কাছেই কাজটা কঠিন ছিল।
>
> -সন্দেশ ঝিংগান

এলেন আসল প্রসঙ্গে, 'সত্যি খুব জরুরি ছিল মরশুম শুরু হওয়া। খেলা চলার একটা ধারাবাহিকতা দরকার। আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ যখন খেলতে যাচ্ছি হয়তো মাসে একটা ম্যাচ খেলে তখন ওরা ১০-১২টা করে ম্যাচ খেলে আসছে। এই তো দেখুন না আজ জামশেদপুর যেমন শুধুই ট্রেনিং করে চলে এসেছে বলে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠল না। যাইহোক এই শুরুটা খুব দরকার ছিল। সবাই মিলে সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছিল। আশা করা যায় এবার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে ম্যাচ হতে থাকবে।' সুপার কাপে গোয়া ছাড়া চ্যাম্পিয়নশিপের দাবিদার আর কারা? এই প্রথমবার ব্যাকফুটে ডাকাবুকো এই ডিফেন্ডার, 'সব দল ভালো। কারও নাম আলাদা করে বলে আমি কেন ঝামেলায় পড়ি?' হাসতে হাসতে বৃষ্টি মাথায় করে বাসে উঠে পড়েন।

গোলের পর আর্সেনালের এবেরেচি এজে। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে।

হেরেও উদ্বিগ্ন নন গুয়ার্দিওলা
টানা চার জয়, শীর্ষে আর্সেনাল

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : অপ্রতিরোধ্য আর্সেনাল।

৯ ম্যাচে ৭টা জয়। একটা ড্র, একটা হার। টানা চার ম্যাচ জিতে ২২ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের মগডালে মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। রবিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয়ের পর স্বস্তির সুর আর্সেনাল কোচের গলায়। আর্তেতা বলেছেন, 'তিনদিনের ব্যবধানে পরপর ম্যাচ খেলতে হয়েছে। জানতাম এই ম্যাচটা কঠিন হবে। শুধু তাই নয়, ক্রিস্টাল প্যালেসের মতো দলের সামনে মনঃসংযোগে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেও ভুগতে হতে পারত। তাই এই তিন পয়েন্ট অন্য অনেক ম্যাচের তুলনায় আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

জয়ের দিনেও অবশ্য অস্বস্তির কাঁটা থেকেই গেল আর্সেনাল শিবিরে। প্রথমার্ধের শেষ দিকে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন উইলিয়াম সালিবা। ম্যাচের শেষ দিকে চোট পান ডেকলান রাইস। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন তিনি। যা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের কারণ হতে পারে আর্তেতার জন্য।

এদিকে, রবিবার অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। পয়েন্ট টেবিলে সিটির অবস্থান পাঁচ নম্বরে। ভিলার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক খেলেও ভাগ্য খোলেনি সিটির। তবুও উদ্বিগ্ন নন নীল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বিশেষত গোল করতে না পারা নিয়ে। তিনি বলেছেন, 'গোল করা আমাদের দলের জন্য সমস্যার নয়। ১৩ ম্যাচে ২৩ গোল করেছি আমরা। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড একাই ১৫ গোল করেছে। ভিলা পাঁচজনে রক্ষণ সাজানোয় আমরা জায়গা তৈরি করতে পারিনি।' দলের লড়াইয়ে সন্তুষ্ট গুয়ার্দিওলা।

জলপাইগুড়ি, দঃ দিনাজপুরের হার

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে গ্রুপ 'এ'-র খেলা সোমবার বালুরঘাটে শুরু হল। প্রথম ম্যাচে জলপাইগুড়ি রাইনোসার্স ৭ উইকেটে উত্তর ২৪ পরগনা চ্যাম্পসের বিরুদ্ধে হেরেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে জলপাইগুড়ি ১০৬ রানে অল আউট হয়। শোয়েব শা ৪১ রান করেন। অখিলেশ যাদব ১৪ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে উত্তর ২৪ পরগনা ১১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ৫২ রান করেন।

অন্যদিকে, বীরভূমে ডেয়ারডেভিল দক্ষিণ দিনাজপুর ১৬ রানে বীরভূম আয়রনম্যানের বিরুদ্ধে হেরে যায়। টসে হেরে বীরভূম ৩ উইকেটে ২১১ রান তোলে। ইন্দ্রজিৎ ওরাওঁ ৭৮ রান করেন। জবাবে দক্ষিণ দিনাজপুর ৮ উইকেটে ১৯৫ রানে আটকে যায়।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

কোচবিহার জেলা দল ঘোষিত

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : আন্তঃ জেলা ক্রিকেটের জন্য কোচবিহার জেলা দল ঘোষণা হল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত ঘোষিত দলে রয়েছেন শুভম সরকার, সায়ন দেব, সোমেশ আগরওয়াল, স্নেহাশিস মান্তা, রূপক দেব, অরিন্দম সেন, মিল্টন রায় সরকার, দীপ মিজার, মহাদেব দত্ত, নইম হক, পিন্টু রাউত, সঞ্জয় সিংহ রায়, মৃণালকান্তি সেন, প্রিয়দর্শী রায়, রাহুল ধর ও সুকুমার বর্মন। কোচের দায়িত্ব সামলাবেন সুদীপ্ত রায়। দল নির্বাচন করেছেন সিএবি-র কোচ সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়।

৪ উইকেট রেজুয়ানের

বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে সোমবার উত্তর দিনাজপুর কুলিক বার্ড ১ রানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা টাইগারকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে টসে হেরে উত্তর দিনাজপুর ৭ উইকেটে ১২৯ রান তোলে। মহম্মদ নৌশাদ সাগির ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১৯.৫ ওভারে ১২৮ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা রেজুয়ান আনসারি ১৭ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট।

মহমেডানকে নির্বাসনমুক্ত করতে উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ওপর থেকে ফিফার নির্বাসন মুক্ত করতে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্লাবের প্রাক্তন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ, প্রাক্তন গোলকিপার কোচ মিলোস পেত্রোভিচ সহ যে সমস্ত কোচিং স্টাফ ও ফুটবলাররা বকেয়া বেতনের দাবিতে ফিফার দ্বারস্থ হয়েছিলেন, সম্প্রতি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছে মহমেডান। জানা গেল, তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বকেয়া বেতন কিছুটা কমানোর চেষ্টা করছেন ক্লাবকর্তারা। একইসঙ্গে তা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেই খবর।

মহমেডান ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু জানিয়েছেন, ক্লাবকে নির্বাসনমুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী হয়েছেন। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের মাধ্যমে বকেয়া অর্থের পরিমাণ জানতে চেয়েছিলেন। সাময়িক সমস্যা মেটাতে তিনি অর্থের বন্দোবস্ত করছেন। ক্লাব সচিব বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ফিফা নির্বাসনমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় অর্থের বন্দোবস্ত করবেন বলেই জানিয়েছেন।' ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি কামারুদ্দিন জানিয়েছেন, বকেয়া মেটাতে ক্লাবকর্তারাও অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন।

এদিকে, সুপার কাপের আগে সোমবার ইয়ং কর্নারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ২-১ গোলে জিতল মহমেডান। ম্যাচে সব ফুটবলারকেই দেখে নেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। এমনকি খেলোয়াড় কম থাকায় শেষ দিকে নিজেই মাঠে নেমে পড়েন মহমেডান কোচ। ইতিমধ্যে স্ট্রাইকার অ্যাডিসন সিং ও ডিফেন্ডার সাজ্জাদ হুসেন প্যারি দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। মহম্মদ জেসিম ও সজল বাগকে সুপার কাপে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সাদা-কালো শিবির।

চোটে মরশুম শেষ সিন্ধুর

হায়দরাবাদ, ২৭ অক্টোবর : চলতি বছরে আর কোনও প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে না দেশের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুকে।

পায়ে চোট রয়েছে সিন্ধুর। সেই চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষ্যেই বছরের বাকি প্রতিযোগিতাগুলি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি। ৩০ বছরের এই তারকা সোমবার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'নিজের টিম ও চিকিৎসক ডাঃ পারদিওয়ালার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছি, ২০২৫ সালের বাকি প্রতিযোগিতাগুলি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো হবে। ইউরোপ সফরের আগে পাওয়া পায়ের চোট এখনও সম্পূর্ণভাবে সারেনি। এটা মেনে নেওয়াটা খুব কঠিন। কিন্তু চোট-আঘাত একজন ক্রীড়াবিদের জীবনের অংশ।'